অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

চতুর্থ খণ্ড : ইউহোন্না

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

চতুর্থ খণ্ড : ইউহোন্না

ভূমিকা

কিতাবটির লেখক:
প্রাথমিক মণ্ডলীর পিতাগণ মোটামুটি সবাই একমত যে, সুসমাচারটির লেখক হচ্ছেন প্রেরিত ইউহোন্না, 'যে সাহাবীকে ঈসা ভালবাসতেন' (ইউ ১৩:২৩) এটি তাঁরই লেখা সুসমাচার। তিনি প্রাথমিক ঈসায়ী মণ্ডলীতে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এই সুসমাচারে তিনি নিজের পরিচয় হিসেবে তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। ইউহোন্না ইহুদী জীবন-আচরণ সম্পর্কে ভাল জানতেন। তিনি ইহুদী ও সামেরীয়দের মধ্যকার বিরাজমান শত্রুতা (৪:৯) এবং ইহুদী প্রথাসমূহ– যেমন অষ্টম দিনে খৎনা করার রীতি, বিশ্রামবারে কাজ করার উপরে নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর সুসমাচারে তুলে এনেছেন (ইউ ১:২০-২১; ৭:২২,৪০-৪২)। তিনি প্যালেস্টাইনের ভৌগলিক অবস্থান খুব ভালই জানতেন; জেরুশালেম থেকে বৈথনিয়ার দূরত্ব তিনি প্রায় এক মাইল বলে উল্লেখ করেছেন (১১:১৮) এবং তিনি কান্না নগরের কথা উল্লেখ করেছেন, যার কথা অন্য কোন সুসমাচারে পাওয়া যায় না (২:১; ২১:২)। সুসমাচারটিতে এমন অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে যা অবশ্যই কেবলমাত্র একজন প্রত্যক্ষদর্শীর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা– যেমন বৈথনিয়ায় আতরের সুবাসে গৃহ পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া (১২:৩)। প্রাথমিক যুগের লেখকেরা, যেমন ইরেনিয়াস ও টারটুলিয়ানের মতে ইউহোন্নাই এ সুসমাচারটি লিখেছেন। এছাড়া, অন্যান্য সব সাক্ষ্য-প্রমাণও ইউহোন্নার লেখকত্বের উপর জোর দিয়ে থাকে।

লিখবার সময়:
প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে, ৮৫-৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুসমাচারটি লেখা হয়েছে বলে বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করে থাকেন। আদি মণ্ডলীর পিতাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে, চতুর্থ সুসমাচার হিসেবে পাঠক সমাজকে অধিকতর উন্নত ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান দেবার জন্য অন্য তিনটির সুসমাচারের শেষে তিনি এই সুসমাচারটি রচনা করেছেন।

যাদের জন্য লেখা হয়েছে:
নতুন ঈমানদার ও যে সব লোকেরা ঈসায়ী ঈমানের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন ও জানার আকাঙ্খা করছিলেন কিতাবখানি তাদেরকে লক্ষ্য রেখে রচিত হয়েছে।

কিতাবখানির উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব:
কোন কোন পণ্ডিত উপলব্ধি করেছেন যে, ইউহোন্নার লক্ষ্য ছিল ঈসা মসীহের সুসমাচারে এমন একটি গ্রীক সংস্করণ তৈরি করা, যা গ্রীক ভাষাভাষী চিন্তাবিদদের কাছে

গ্রহণযোগ্য করে তোলা যাবে। অন্যান্যরা এতে দেখেছেন প্রথম তিনটি সুসমাচারে ঈসা মসীহের জীবন ও কাজের এমন কিছু তথ্য যা ঐ সুসমাচারগুলোতে নেই কিন্তু তিনি তাঁর সুসমাচারে যুক্ত করেছেন যেন যে সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষা মণ্ডলীতে ঢুকে পড়েছিল তা দূর করা যায় এবং সুসমাচারের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা যায়। কিন্তু স্বয়ং লেখক পরিষ্কারভাবে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন এভাবে– "কিন্তু এসব লেখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, ঈসা-ই মসীহ্, আল্লাহ্‌র পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর নামে জীবন পাও" (ইউ ২০: ৩১)। তিনি প্রধানত গ্রীক ভাষাভাষী পাঠকদের উদ্দেশে তাঁর সুসমাচারটি রচনা করে থাকতে পারেন, যাদের মধ্যে অনেকেই সে সময় ভ্রান্ত শিক্ষার মাঝে ডুবে ছিল, কিন্তু তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সকল মানুষের কাছে সুসমাচার তবলিগ করা; নতুন ঈমানদার তৈরি করা এবং তাদেরকে ঈমানের পথে স্থির রাখা।

অন্যান্য সুসমাচারের সাথে সম্পর্ক:
অন্যান্য সুসমাচারের সাথে তুলনা করলে এই সুসমাচারের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। অন্যান্য সুসমাচারের অনেক বিষয় ইউহোন্নার কিতাবে নেই, আবার ইউহোন্নার কিতাবের অনেক বিষয় অন্যান্য সুসমাচারগুলোতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য সুসমাচারের সাথে ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, অন্যান্য সুসমাচারগুলেতে ঈসা মসীহের গালীলে যেসব পরিচর্যা কাজ করেছেন তার উপর গুরুত্ব দেয়, কিন্তু ইউহোন্না জোর দিয়েছেন জেরুশালেমে যেসব পরিচর্যা কাজ করা হয়েছে তার উপর। ঈসা মসীহের শিক্ষা দানের যে সব বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে সেই সব বর্ণনার রচনাশৈলীতেও ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ঈসা মসীহের বলা যে সমস্ত দৃষ্টান্ত-কথা উপস্থাপন করা হয়েছে সেই উপস্থাপনের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেও বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন– বায়তুল মোকাদ্দস

পরিষ্কারকরণ, ঈসাকে গ্রেফতার করার পূর্ববর্তী ঘটনাবলী, পরিচর্যা কাজের স্থায়িত্বকাল এবং প্রভুর ভোজের দিনক্ষণ, ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন যে, ইউহোন্না অপর তিনটি সুসমাচারকে ছাপিয়ে উঠে আরও বেশি কিছু তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তবে এটি পরিষ্কার যে, তিনি তাঁর লেখার ভিত্তি হিসেবে পূর্ববর্তী সুসমাচারগুলোর প্রচলিত ধারণার সাহায্য নিয়েছেন। তাই ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারকে অন্যান্য সুসমাচারের পরিপূরক হিসেবে ধরাটাই শ্রেয়।

কিতাবখানিতে ধর্ম তত্ত্বের ব্যবহার:

ইউহোন্নার লেখা সুসমাচারের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য ধরা পরে ঈসা মসীহ্‌কে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এবং এর ধর্মতাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করার ক্ষেত্রে। তাঁর লেখনির প্রধান উদ্দেশ্য ঈসার মসীহ্‌ত্ব ও পুত্রত্বকে তুলে ধরা যেন তখনকার ঈমানদারগণ ঈসার সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা পায়। ঈসা-ই যে মসীহ্ এই বিষয়টি অনেকবার ইহুদীদের মাঝে আলোচনার বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে (ইউ ৭:-৩১; ১০:২৪)। এছাড়া, এই সুসমাচারে তিনবার ঈসার মসীহ্‌ত্ব সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে (১:৪১; ৪:২৯; ১১:২৭)। মসীহ্‌কে নিয়ে ইহুদী জাতির যেসব প্রত্যাশা ছিল ইউহোন্নার লেখায় সেই সব প্রত্যাশার পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র পুত্ররূপে ঈসা মসীহের পরিচয়টি এই সুসমাচারে বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটে উঠেছে। বহুবার ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর পিতা-পুত্রের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। পুত্র শব্দটির ব্যবহার অন্যান্য সুসমাচারে অনুপস্থিত নয়, তবে ইউহোন্নায় তা বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, পিতা মানুষের নাজাতের যে পরিকল্পনা করেছেন তা পুত্রের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়েছে। দুনিয়ার প্রতি মহব্বতের কারণে আল্লাহ্ তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন (৩:১৬)। পুত্র হচ্ছেন সেই প্রতিনিধি, যাঁর মধ্য দিয়ে পিতা নিজেকে প্রকাশ করেন (১:১৮)। আল্লাহ্‌র পুত্র বলে নিজেকে দাবী করায় পীলাতের সম্মুখে ঈসা মসীহ্‌কে অভিযুক্ত করা হয় এবং ইহুদী শরীয়ত অনুসারে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করা হয় (১৯:৭)।

অন্যান্য সুসমাচারগুলোতে ঈসাকে 'ইবনুল-ইনসান' হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়; যদিও এই বিষয়টি ইউহোন্নার সুসমাচারের প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়, তবুও এটি তাঁর সুসমাচারের অন্যতম একটি মৌলিক ভিত্তি। ইবনুল-ইনসান, যিনি আল্লাহ্ হয়েও মানুষ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছেন এবং যিনি পুনরুত্থিত হবেন (৩:১৩,১৪)। এই পুনরুত্থান ইবনুল-ইনসানকে চূড়ান্তভাবে মহিমান্বিত করবে (১২:২৩)। এছাড়াও এই সুসমাচারে ঈসা মসীহের মানবীয় সত্তা সম্পর্কে বহু নির্দেশনা রয়েছে। এই সুসমাচারে মহিমান্বিত মসীহ্‌তত্ত্বকে ঈসা মসীহের মানবীয় সত্তা থেকে কখনও আলাদা করা হয় নি।

এই সুসমাচারটি ইঞ্জিল শরীফের মধ্যে ধর্মতত্ত্বে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে বলে অনেকে মনে করেন। এটির ব্যবহৃত ভাষা সরল, কিন্তু এর মূল বক্তব্য অনেক গভীর। সুসমাচারটিতে পুরাতন নিয়মের শক্তিশালী পটভূমি রয়েছে।

অন্যান্য সুসমাচারের সঙ্গে যে মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়:

- অন্যান্য সুসমাচারে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীরা ঈসা মসীহ্‌কে সহজেই আল্লাহ্‌র পুত্র বা মসীহ্ বলে স্বীকার করে নি, অনেক সময় একসঙ্গে কাটানোর পর ও নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলার পর তাঁরা স্বীকার করতে পেরেছেন (মথি ১৬:১৩-২০; মার্ক ৮:২৭-৩০; লূক ৯:১৮-২১)। অপরদিকে এই সুসমাচারে দেখা যায় যে, বিভিন্ন লোক ঈসার সঙ্গে তাদের প্রথম দেখাতেই তাঁকে আল্লাহ্‌র মেষশাবক, মসীহ্, পাক-কিতাবের প্রতিজ্ঞাকৃত নাজাতদাতা, আল্লাহ্‌র পুত্র, ইসরাইলের বাদশাহ্ ও দুনিয়ার উদ্ধারকর্তা বলে স্বীকার করেছেন; যেমন– বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া (১:২৯-৩৬), আন্দ্রিয় (১:৪১), ফিলিপ (১:৪৫), নথনেল (১:৪৯), সামেরীয় স্ত্রীলোক (৪:২৯) ও শূখরের লোকেরা (৪:৪২)।
- অন্যান্য সুসমাচারে ঈসা মসীহ্ সাধারণত গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন; ইউহোন্নার সুসমাচারে তিনি পিতা আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।
- অন্যান্য সুসমাচারে হযরত ঈসার শিক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাজ্য। ইউহোন্নার সুসমাচারে এ বিষয়ের উল্লেখ খুবই কম। তার পরিবর্তে ইউহোন্নার লেখায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অনন্ত জীবনের কথায়; যথা– ৩:১৬,৩৬; ৫:২৪; ১২:২৫ ও ১৭:২-৩ আয়াত।
- অন্যান্য সুসমাচারে ঈসার প্রধান প্রধান অলৌকিক কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে বদ-রূহ্ ছাড়ানো (মথি ৯:৩২-৩৪; মার্ক ৫:১-২০; লূক ১১:১৪-১৫ এবং অন্যান্য স্থানে)। ঐ সকল বদ-রূহ্ বের করার মধ্য দিয়ে ঈসা মসীহ্ প্রমাণ করেন যে, সকল মন্দ শক্তি তাঁর কাছে হার মানছে ও শয়তানের রাজত্ব শেষ হয়ে আসছে (মার্ক ৩:১১-১২; লূক ১১:২০)। ইউহোন্না বদ-রূহ্ বের করার কোন অলৌকিক কাজের বর্ণনা করেন নি।
- ইউহোন্নার সুসমাচারে বিশেষ করে জেরুশালেমে ও তার কাছাকাছি জায়গায় করা তাঁর পরিচর্যার কাজগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য সুসমাচারে বেশি সংখ্যক কাজ দেখানো হয়েছে গালীলে; হযরত ঈসার কাজের শেষের দিকে তিনি যে জেরুশালেমে গেলেন কেবল তার বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইউহোন্না ঈদুল ফেসাখ পালনের তিনটি ঘটনার উল্লেখ করেন (২:১৩; ৬:৪; ১১:৫৫); অন্যান্য সুসমাচারগুলোতে কেবল একটির কথাই আছে (মথি ২৬:১-৫; মার্ক ১৪:১; লূক ২২:১-২

BACIB International Bible CHURCH

ইউহোন্না ১১:৪৫-৫৩)।

- ঈসা মসীহের প্রকৃতি প্রকাশ পেয়েছে পরপর ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার মধ্যে; যেগুলোকে ইউহোন্না "চিহ্ন-কাজ" বলেছেন যার প্রথমটি ঘটেছিল গালীলের কান্না গ্রামে (২:১-১১; ২:১১)। ২০:৩০-৩১ আয়াতের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হযরত ঈসার চিহ্ন-কাজগুলোর বিবরণের পিছনে লেখকের উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে বলে দেয় (৩:২; ৬:১৪; ৭:৩১)।
- এই সুসমাচারে হযরত ঈসার কতগুলো "আমিই" সংক্রান্ত বক্তব্য আছে যার অধিকাংশ তাঁর "চিহ্ন-কাজে"-র বিষয়ে বা অলৌকিক কাজের বিষয় সম্পর্কিত: জীবন-রুটি (৬:৩৫); দুনিয়ার আলো (৮:১২); মেষগুলোর জন্য দরজা (১০:৭), ভাল মেষপালক (১০:১১), পুনরুত্থান ও জীবন (১১:২৫); পথ, সত্য ও জীবন (১৪:৬) এবং আসল আঙ্গুর গাছ (১৫:১)। কেবল মাত্র ইউহোন্নাতেই ঈসা সেই বেহেশতী নাম– "আমিই সেই" ব্যবহার করেছেন (৮:২৪,২৮; ১৩:১৯); এবং তাঁর নিজের বিষয়ে "আমি আছি" (৮:৫৮) ব্যবহার করেছেন।
- ইউহোন্নার সুসমাচারে লক্ষ্য করার মত আর একটি বিষয় হল "ইহুদী" শব্দের বহুল ব্যবহার, বিশেষ করে ঈসার বিরোধিতা যারা করেছে তাদের প্রায়ই "ইহুদী" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা ছিলেন ইহুদী, তবুও কোন কোন স্থানে তাঁদের এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন তাঁরা ইহুদী নন। দেখুন 'আপনাদের শরীয়তে' (৮:১৭; ১০:৩৪); "আপনাদের পূর্বপুরুষেরা" (৬:৪৯ ও ৭:৫২); 'আপনাদের পিতা ইব্রাহিম' (৮:৫৬)। এই দুর্বোধ্য বিষয়টির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এই যে, সম্ভবত কতক ইহুদী সমাজ থেকে আসা ঈসায়ী ঈমানদারদের সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল বলে, সেই সময়ে ছোট্ট ঈসায়ী সমাজ (যাদের কাছে সুসমাচার এসেছিল) বৃহত্তর ইহুদী সমাজ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল (৯:২২,২৪; ১২:৪২)। কাজেই প্রথম শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে ইহুদীদের প্রতি ঈসায়ী ঈমানদারদের মনোভাব ঈসার সময়ের মনোভাবরূপে এই সুসমাচারে দেখানো হয়েছে।
- ইউহোন্নার সুসমাচারে পাক-রূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অন্যান্য সুসমাচারের মত এখানেও ঈসার পরিচর্যা কাজের শুরুতে তাঁর উপরে পাক-রূহের নেমে আসা ও তাঁর সঙ্গে থাকার বিষয়কে দেখানো হয়েছে (১:৩২)। ঈসার জীবন যে পাক-রূহের দ্বারাই পরিচালিত তা-ই সব স্থানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ইউহোন্না সুসমাচারের বিশেষ দিক হচ্ছে যে, পাক-রূহের বিষয়ে ঈসা মসীহের শিক্ষা এই, তিনি "সাহায্যকারী" (১৪:১৫-১৭,২৬; ১৫:২৬-২৭; ১৬:৭-১৫)। এই সাহায্যকারীর সবচেয়ে বড় কাজ হবে ঈসার অনুসারীদের মনে তাঁর দেওয়া সব শিক্ষা ধরে রাখবার জন্য (১৪:২৫) এবং তাঁদের পূর্ণ সত্যের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করা (১৬:১৩)। সুসমাচারের শেষে দেখা যায় পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত মসীহ্ তাঁর অনুসারীদের মধ্যে পাক-রূহ্ দান করে যান (২০:২২-২৩; ৭:৩৯)।

প্রধান আয়াত:

"ঈসা সাহাবীদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্ন-কাজ করেছিলেন; সেসব এই কিতাবে লেখা হয় নি। কিন্তু এসব লেখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, ঈসা-ই মসীহ্, আল্লাহ্‌র পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর নামে জীবন পাও।" (২০:৩০,৩১)।

প্রধান প্রধান ব্যক্তি:

ঈসা মসীহ্, তাঁর সাহাবীগণ, বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া, মরিয়ম, মার্থা, লাসার, ঈসা মসীহের মা মরিয়ম, পীলাত, মগ্দলীনী মরিয়ম।

প্রধান স্থানসমূহ:

এহুদিয়ার অঞ্চলসমূহ, সামেরিয়া, গালীল, বৈথেনিয়া, জেরুশালেম।

কিতাবখানির রূপরেখা:

(১) ভূমিকা (১:১-১৮)।

(২) বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া ও ঈসার প্রথম সাহাবীদের দল (১:১৯-৫১)

ক. হযরত ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য (১:১৯-৩৪)

খ. ঈসা মসীহের প্রথম সাহাবীদের কয়েকজন (১:৩৫-৫১)

(৩) ঈসা মসীহের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজ ও শিক্ষা (অধ্যায় ২-১১)

ক. কান্না নগরে বিয়ের মেজবানীতে ঈসা মসীহ্ (২:১-১১)

খ. বায়তুল-মোকাদ্দসে ঈসা মসীহ্ (২:১২-১৫)

গ. নতুন জন্ম ও ঈমান সম্বন্ধে ঈসা মসীহের শিক্ষা (৩:১-২১)

ঘ. ঈসা মসীহের বিষয়ে ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য (৩:২২–৪:৩)

ঙ. ঈসা মসীহ্ সামেরিয়ার এক জন স্ত্রীলোক (৪:৪-৪২)

চ. ঈসা মসীহের গালীলে গমন (৪:৪৩-৪৫)

ছ. ঈসা মসীহ্ এক জন রাজ-কর্মচারীর পুত্রকে সুস্থ করেন (৪:৪৬-৫৪)

জ. বাৎসরিক ঈদের জন্য ঈসা জেরুশালেম ও সেখানে তাঁর পরিচর্যা কাজ (অধ্যায় ৫)

ঝ. হাজার লোককে খাওয়ানো এবং বেহেশতী খাদ্যের বিষয়ে শিক্ষা (অধ্যায় ৬)

ঞ. কুঁড়ে-ঘরের ঈদ পালন (অধ্যায় ৭-৮)

ট. ঈসা মসীহ্ এক জন জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান

BACIB International Bible CHURCH

করেন (অধ্যায় ৯)

ঠ. ঈসা মসীহ্‌ই উত্তম মেষপালক (১০:১-২১)

ড. ঈসা মসীহের প্রতি ইহুদীদের অবিশ্বাস (১০:২২-৩৯)

ঢ. পেরিয়াতে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ (১০:৪০-৪২)

ণ. লাসারকে জীবন দান (অধ্যায় ১১)

(৪) দুঃখভোগের সপ্তাহ (অধ্যায় ১২-১৯)

ক. ঈসা মসীহের পা সুগন্ধি আতর দিয়ে অভিষেক করা (১২:১-১১)

খ. ঈসা মসীহের জেরুশালেমে প্রবেশ (১২:১২-১৯)

গ. গ্রীকরা ঈসা মসীহ্‌কে দেখতে চায় (১২:২০-৩৬)

ঘ. ইহুদীদের অবিশ্বাস (১২:৩৭-৫০)

(৫) শেষ ভোজে শিক্ষা (অধ্যায় ১৩-১৪)

(৬) গেৎশিমানীর পথে শিক্ষা (অধ্যায় ১৫-১৬)

(৭) সাহাবীদের জন্য ঈসা মসীহের মুনাজাত (অধ্যায় ১৭)

(৮) মহা-ইমামের সম্মুখে ঈসার বিচার (১৮:১-১৪)

(৯) পিতরের অস্বীকার ও ঈসা মসীহ্‌কে দোষী সাব্যস্ত করা (১৮:১৫–১৯:১৫)

(১০) ঈসা মসীহের ক্রুশারোপণ ও দাফন (১৯:১৬-৪২)

(১১) ঈসা মসীহের পুনরুত্থান (২০:১-২৯)

(১২) কিতাবখানির উদ্দেশ্য প্রকাশ (২০:৩০-৩১)

(১৩) সাহাবীদের দেখা দেওয়া ও উপসংহার (২১ অধ্যায়)

ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ

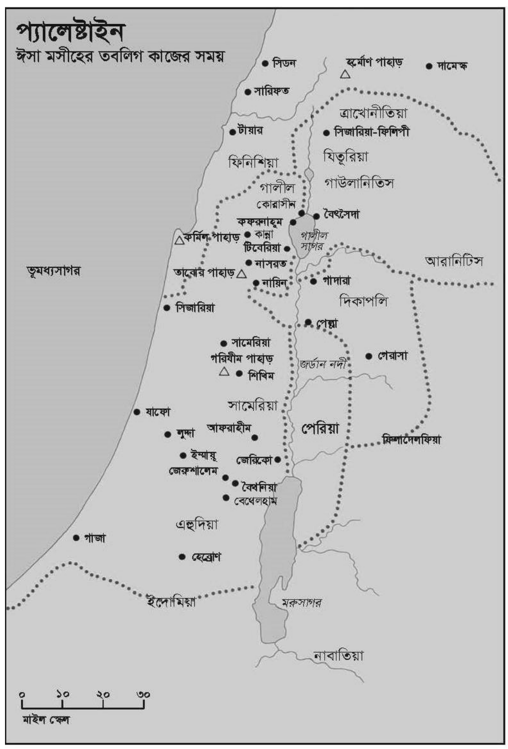

ইউহোন্না তাঁর সুসমাচারটি শুরু করেছেন বৈথনিয়ার পূর্ব দিকে জর্ডান নদীতে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার পরিচর্যা কাজের বর্ণনার মধ্য দিয়ে (১:২৮)। প্রায় একই সময়ে ঈসা মসীহ্‌ও কয়েকজন অনুসারীকে নিয়ে তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেন, যাদের মধ্য থেকে ১২ জন পরবর্তীতে তাঁর সাহাবী হিসেবে নির্বাচিত হন। গালীলে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ শুরু হয় কান্না গ্রামের বিয়ে বাড়িতে অলৌকিক কাজ করার মধ্য দিয়ে (২:১)। এরপর তিনি কফরনাহূমে চলে আসেন, যা তাঁর নতুন আবাসস্থল হয়ে ওঠে (২:১২)। ঈদুল ফেসাখ ও বিশেষ ধর্মীয় উৎসবগুলোর জন্য তিনি নিয়মিত জেরুশালেমে যেতেন (২:১৩) এবং সেখানে তাঁর সাথে ফরীশী ধর্মীয় নেতা নীকদীমের দেখা হয় (৩:১)। এহুদিয়া ত্যাগ করার পর মসীহ্ পুরো সামেরিয়া জুড়ে ভ্রমণ করেছেন এবং সামেরীয়দের মধ্যে তবলিগ ও পরিচর্যা কাজ করেছেন (৪:১)। গালীলে (৪:৪৬) এবং এহুদিয়া ও জেরুশালেমে (৫:১) ঈসা মসীহ্ অলৌকিক কাজ করেছেন। গালীল সাগরের (টিবেরিয়াস সাগর) পাশে বৈৎসৈদায় মসীহ্ পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছেন (৬:১), তিনি তাঁর ভীত সাহাবীদের কাছে পানির উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছেন (৬:১৬), গালীল এলাকা জুড়ে তবলিগ করেছেন (৭:১), এরপর জেরুশালেমে ফিরে এসেছেন (৭:২), পেরিয়া অঞ্চলের জর্ডানে তবলিগ করেছেন (১০:৪০), বৈথনিয়াতে লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন (১১:১) এবং সবশেষে শেষ বারের মত তাঁর সাহাবীদের সাথে ঈদুল ফেসাখ পালন করার জন্য এবং তাঁদেরকে আসন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া ও তাঁদের কী করতে হবে তা নির্দেশনা দেওয়ার জন্য জেরুশালেমে প্রবেশ করেছেন। ক্রুশারোপণের আগে তাঁর শেষ কয়েক ঘণ্টা তিনি কাটিয়েছেন এই জেরুশালেম নগরের মধ্যে (১৩:১), গেৎশিমানী নামের একটি জলপাই গাছের বাগানে (১৮:১) এবং সবশেষে তাঁর বিচারের জন্য জেরুশালেম নগরের মধ্যস্থিত একাধিক ভবনে (১৮:১২)। তিনি ক্রুশারোপিত হলেন ও মৃত্যুবরণ করলেন, কিন্তু তাঁর ওয়াদা অনুসারেই তিনি আবারও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হলেন।

আল্লাহ্‌র কালাম মানব দেহে মূর্তিমান হলেন

১ ১ আদিতে কালাম ছিলেন এবং কালাম
আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন এবং কালাম নিজেই
আল্লাহ্‌ ছিলেন।
২ তিনি আদিতে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন।
৩ সকলই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, যা কিছু সৃষ্টি
হয়েছে কিছুই তাঁকে ছাড়া হয় নি। ৪ তাঁর মধ্যে
জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের নূর।
৫ আর সেই নূর অন্ধকারের মধ্যে আলো দিচ্ছে,

[১:১] ১ইউ ১:২। [১:৩] কল ১:১৬। [১:৪] ইব ৭:১৬; ১ইউ ১:১,২; ৫:২০; প্রকা ১:১৮। [১:৫] জবুর ১৮:২৮; ইউ ৩:১৯। [১:৬] মথি ৩:১। [১:৭] ইউ ৩:২৬; ৫:৩৩; ৩:১৫। [১:৯] ১ইউ ২:৮;

আর সেই অন্ধকার নূরকে জয় করতে পারে নি।
৬ এক জন মানুষ উপস্থিত হলেন, তিনি আল্লাহ্‌
থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁর নাম ইয়াহিয়া।
৭ তিনি সাক্ষ্যের জন্য এসেছিলেন, যেন সেই
নূরের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, যেন সকলে তাঁর
সাক্ষ্য শুনে ঈমান আনে। ৮ তিনি নিজে সেই নূর
ছিলেন না, কিন্তু আসলেন যেন সেই নূরের
বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। ৯ প্রকৃত নূর, যিনি সকল
মানুষের মধ্যে নূর দান করেন, তিনি দুনিয়াতে

১:১ আদিতে। পয়দায়েশ কিতাবের প্রারম্ভিক অংশের সাথে ইউহোন্নার প্রারম্ভিক অংশের অনেক মিল পাওয়া যায়। সেই সাথে সমগ্র সুসমাচার জুড়ে ইউহোন্না পুরাতন নিয়মের বাণী পরিপূর্ণ হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্‌র কালাম বা প্রজ্ঞা দ্বারা অনুপ্রাণিত তাঁর এই সৃষ্টিকর্ম ইহুদী সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে (মেসাল ৮ অধ্যায়; হেদায়েত ১৮:১৫,১৬ দেখুন)। তবে এই শব্দটির প্রয়োগ পয়দায়েশ কিতাবের সঙ্গে মিল খুঁজে পেলেও এখানে শব্দটির ব্যবহার সুসমাচারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। এটি স্বতন্ত্রভাবে মসীহী বর্ণনায় সমৃদ্ধ। এটি পরিকল্পিত হয়েছে এক অতুলনীয় ব্যক্তির কাজ ও শিক্ষার বিবরণ একীভূত ও সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে।

কালাম। ইউহোন্না তাঁর সুসমাচার শুরু করেন ঈসাকে ‘কালাম’ বা গ্রীক ভাষায় ‘লগোস’ নামে অভিহিত করে। মসীহ্‌কে কালাম রূপে অভিহিত করে ইউহোন্না বোঝাতে চেয়েছেন যে, মসীহ্‌ই আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত কালাম। গ্রীক ভাষায় ‘কালাম’ শব্দটিকে কেবল ‘কথিত কথা’ হিসেবে ব্যবহার হয় না, কিন্তু অকথিত কথার জন্য, অর্থাৎ মনের যুক্তির জন্যও ব্যবহার করা হয়। এটিকে গ্রীক ভাষায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বোঝাতেও প্রয়োগ করা হয়– প্রয়োগ করা হয় ইন্দ্রিয়গত নীতি বুঝাবার জন্য। অন্যদিকে ইহুদীরা আল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র সত্তা বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। সেজন্য ইউহোন্না এমন একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন যেটি ইহুদী ও অ-ইহুদী উভয়ের কাছে তা বোধগম্য হয়।

কালাম ছিলেন। এখানে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি অতীতকালে থাকলেও এটি চলমান অবস্থায় জোর দেয়। কালাম এখন যা তা সৃষ্টি শুরুর পূর্বেও ছিলেন।

১:২ আদিতে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন। মসীহ্‌কে সৃষ্টি করা হয় নি। তিনি অসীম এবং সব সময় পিতা ও পাক-রূহের ভালবাসার সহভাগিতায় ছিলেন (মার্ক ১:১১)।

১:৩ সকলই তাঁর দ্বারা ... তাঁকে ছাড়া হয় নি। এই উক্তিটি কালামের সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। এখানে সৃষ্টির সমস্ত কিছুতে কালামের প্রতিনিধিত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং তাঁকে ছাড়া সৃষ্টির সকল সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। পিতা ও পুত্রের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি এখানে উন্মোচিত হয়েছে; সৃষ্টিতে তাঁদের উভয়ের ভূমিকাই দেখা যায়। জীবনের উৎস হিসেবে কালাম সম্পর্কে এ মতবাদ এই সুসমাচারে মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। ইউহোন্না এই সমস্ত কিছু সুসমাচারের আকারে ব্যক্ত করেছেন, যেন তাঁর পাঠকগণ জীবন পান (ইউ ২০:৩১)।

১:৪ জীবন। এ সুসমাচারে ব্যাপক আলোচিত একটি বিষয়। ইউহোন্নায় এই শব্দটি ৩৬ বার পাওয়া যায়, যেক্ষেত্রে ইঞ্জিল শরীফের অন্যান্য কিতাবগুলোতে সর্বমোট ১৭ বারের বেশি শব্দটি পাওয়া যায় না। জীবন হচ্ছে মসীহের উপহার (১০:২৮), এবং বাস্তবিক তিনিই ‘জীবন’ (১৪:৬)।

মানুষের নূর। এই সুসমাচার মসীহের সাথে আলোকে সম্পর্কিত করে, যাঁর কাছ থেকে সকল রূহানিক প্রত্যাদেশ ঘটে থাকে। তিনিই দুনিয়ার নূর, যিনি মানুষের জন্য আশ্চর্যজনক আশা নিয়ে এসেছেন (৮:১২; জবুর ৩৬:৯)।

১:৫ অন্ধকার। আলো ও আঁধারের মাঝে সম্পূর্ণ তারতম্য এ সুসমাচারের আকর্ষণীয় একটি বিষয়বস্তু (১২:৩৫)। কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে ‘নূর’ শব্দটি ৪ আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে অলোকিতকরণের কথা বলা হয়েছে, যা সাধারণভাবে মানুষের কাছে আসে এবং সম্ভবত এখানে বিবেক ও প্রজ্ঞার আলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে ধারণাটিকে আরও উন্নত করা হয়েছে, কারণ আলো একটি পরিবেশের উপর বিচ্ছুরিত, যাকে ইউহোন্না ‘অন্ধকার’ বলে বর্ণনা করেছেন। এই নূর বা আলো রূহ্‌কে আলোকিতকরণের নূর, যা কেবল বেহেশতী কালাম থেকে সৃষ্ট হয়।

অন্ধকার নূরকে জয় করতে পারে নি। নূরের উৎকৃষ্টতর বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

১:৬ ইয়াহিয়া। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া।

১:৭ সাক্ষ্যের জন্য এসেছিলেন। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার পরিচর্যা কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ঈসা বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া (১০:৪১)। এই সুসমাচারে সাক্ষ্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ‘সাক্ষ্য’ বা ‘সাক্ষী’ শব্দটি এই সুসমাচারে ১৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে (মথিতে একবারও নয়, মার্কে ৩ বার এবং লূকে ১ বার) এবং ‘সাক্ষ্য দেয়া’ ৩৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে (মথি ও লূকে ১ বার করে, মার্কে একবারও নয়। সুসমাচারটির লেখক ইউহোন্না ঈসা মসীহের বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য তুলে ধরেছেন।

যেন সকলে তাঁর সাক্ষ্য শুনে ঈমান আনে। লোকদের বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার উপরে ঈমান আনার বিষয়ে নয় কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য শুনে ঈসা মসীহের উপরে ঈমান আনতে হবে। একইভাবে লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর সুসমাচারের মধ্য দিয়ে যেন লোকেরা ঈসা মসীহের উপরে ঈমান আনে (২০:৩১)। তিনি ‘ঈমান আনা’ ক্রিয়াটি ৯৮ বার ব্যবহার করেন।

১:৯ প্রকৃত নূর। যাঁর থেকে বিরাজমান সকল আলোর উৎপত্তি। এই কথা বলার মধ্য দিয়ে ইউহোন্না মসীহের মাংসিক মূর্তিধারণের কথা বুঝিয়েছেন।

দুনিয়া; এই সুসমাচারে ৭৮ বার এবং তাঁর পত্রসমূহে ২৪ বার ‘দুনিয়া’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির মধ্য দিয়ে প্রসঙ্গ

আসছিলেন।
১০ তিনি দুনিয়াতেই ছিলেন এবং দুনিয়া তাঁর
দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, আর দুনিয়া তাঁকে চিনলো
না। ১১ তিনি নিজের অধিকারে আসলেন, আর
যারা তাঁর নিজের, তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না।
১২ কিন্তু যত লোক তাঁকে গ্রহণ করলো, সেই
সকলকে, যারা তাঁর নামে ঈমান আনে
তাদেরকে, তিনি আল্লাহ্‌র সন্তান হবার ক্ষমতা
দিলেন। ১৩ তারা রক্ত থেকে নয়, দেহের কামনা-
বাসনা থেকে নয়, মানুষের ইচ্ছা হতেও নয়,
কিন্তু আল্লাহ্‌ থেকে জাত।
১৪ আর সেই কালাম মানব দেহে মূর্তিমান
হলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন, আর
আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম, যেমন পিতা থেকে
আগত একজাতের মহিমা; তিনি রহমতে ও
সত্যে পূর্ণ।
১৫ ইয়াহিয়া তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, আর
উচ্চৈঃস্বরে বললেন, ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে
আমি বলেছি, যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি
আমার অগ্রগণ্য হলেন, কেননা তিনি আমার
আগে ছিলেন।
১৬ কারণ তাঁর পূর্ণতা থেকে আমরা সকলে
রহমতের উপরে রহমত পেয়েছি; ১৭ কারণ
শরীয়ত মূসার মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল,
রহমত ও সত্য ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে উপস্থিত
হয়েছে।

ইশা ৪৯:৬।
[১:১২] ইউ ৩:১৫; ১ইউ ৩:২৩; ইফি ৫:১।
[১:১৩] ইউ ৩:৬; ১পিতর ১:২৩।
[১:১৪] গালা ৪:৪; ফিলি ২:৭,৮; ১তীম ৩:১৬; ইব ২:১৪; রোমীয় ৩:২৪।
[১:১৫] মথি ৩:১১।
[১:১৬] ইফি ১:২৩; কল ১:১৯; ২:৯; রোমীয় ৩:২৪।
[১:১৭] দ্বি:বি: ৩২:৪৬; ইউ ৭:১৯;

অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জগত, পৃথিবী, পৃথিবীর লোক, অধিকাংশ লোক, আল্লাহ্‌র বিরোধী লোক, অথবা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যের বিরোধী মানবীয় পদ্ধতি বোঝাতে পারে। ইউহোন্না শব্দটি বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করে এর গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন (১৭:৫,১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:১০ দুনিয়া তাঁকে চিনলো না। দুনিয়া তাঁকে স্বীকৃতি দেয় নি, এর অর্থ দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ তাঁকে মসীহ্‌ বলে স্বীকার করে নেয় নি। এই সুসমাচারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুনিয়ার সাথে ঈসা মসীহের তারতম্য দেখানো, যা সাধারণ অর্থে আল্লাহ্‌র প্রতি লোকদের বিরোধিতাকে চিহ্নিত করে।

১:১১ নিজের অধিকারে আসলেন। মসীহের ইসরাইল দেশে আগমনকে বোঝানো হয়েছে। অন্য অর্থে তাঁর নিজের সৃষ্ট সম্পদ হিসেবে তাঁর নিজ দুনিয়াতে আবির্ভূত হলেন।

যারা তাঁর নিজের ... গ্রহণ করলো না। ইহুদী বা ইসরাইল দেশের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। মসীহ্‌কে গ্রহণে ব্যর্থতা মানুষের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা। তাঁর নিজের জাতি তাঁর প্রতি বিরোধিতা করেছে বলে ইউহোন্নার সুসমাচার সহ অন্যান্য সুসমাচারেও এর উল্লেখ রয়েছে। ইহুদীদেরকে অবিরতভাবে মসীহের সাথে শত্রুতা করতে দেখা যায়। ইউহোন্না তাঁর পাঠকদের এ কথা মনে করিয়ে দিতে চান না যে, তাঁর নিজের লোকদের কেউ তাঁকে গ্রহণ করে নি; কারণ তিনি পরবর্তী বিবৃতিতে তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

১:১২ তাদেরকে ... ক্ষমতা দিলেন। আল্লাহ্‌র পরিবারের সদস্যপদ কেবল অনুগ্রহ দ্বারা লাভ করা যায়, যা আল্লাহ্‌র দান (ইফি ২:৮-৯), এটি কোন মানবীয় গুণে অর্জন করা সম্ভব নয়, যেমনটি ১৩ আয়াতে জোর দেওয়া হয়েছে। তবুও এ দান মানুষের গ্রহণ করা বা না করার উপর নির্ভর করে। 'ক্ষমতা' শব্দটি দ্বারা কর্তৃত্বের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এটি পরিষ্কার যে, সন্তানত্ব একবার অর্জন করলে তা আর হারিয়ে যায় না, কারণ এটি আল্লাহ্‌ কাছ থেকে আসে, মানুষ থেকে নয়।

১:১৩ রক্ত থেকে নয়। এই উক্তি প্রকৃতিগত জন্মগ্রহণের প্রক্রিয়ার সকল ধারণাকে বাতিল করে দেয়। কেউ কেউ পুরো আয়াতটিকে কুমারীর গর্ভে জন্মের উল্লিখন বলে মনে করেন, কিন্তু সাধারণভাবে এখানে আক্ষরিক অর্থের চেয়ে আরও ব্যাপক রূহানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে।

১:১৪ মানব দেহে মূর্তিমান হলেন। অন্যান্য সুসমাচার লেখকদের মত ইউহোন্না ঈসা মসীহের ইতিহাস ও উৎপত্তি বর্ণনা করে তাঁর সুসমাচার শুরু করেন নি। এর পরিবর্তে তিনি তাঁর পাঠকদেরকে কালাম বা '*লগোস, Logos*'-এর সাথে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন। ইউহোন্না সরাসরি বলেছেন যে, সেই অনাদি কাল থেকে যে কালামের অস্তিত্ব সেই কালাম মানব দেহে মূর্তিমান হলেন অর্থাৎ মানুষ হলেন।

দেহ। শব্দটির মাধ্যমে ঈসা মসীহের মানবত্বের বাস্তবতাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

আমাদের মধ্যে ... মহিমা দেখলাম। 'প্রবাস করা' শব্দটির গ্রীক রূপ 'তাঁবু' বা 'কুঁড়ে-ঘর' বোঝায়। এই আয়াতটির মধ্য দিয়ে ইহুদী পাঠকদেরকে আবাস-তাঁবুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা আল্লাহ্‌র মহিমাতে পূর্ণ হয়েছিল (হিজ ৪০:৩৪-৩৫)। মসীহ্‌ তাঁর সকল অলৌকিক কাজ এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা সাহাবীদের কাছে তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছেন (২:১১)। সম্ভবত 'মহিমা' বলতে রূপান্তরকালীন মহিমার দৃশ্য বোঝানো হয়েছে যে মহিমা সাহাবীরা সেদিন দেখেছিলেন; কিন্তু সম্ভবত এখানে তাঁর পরিচর্যা কাজ, বিশেষভাবে অলৌকিক কাজের নূরকে বোঝানো হচ্ছে (২:১১)।

সত্য। এই শব্দটি ইউহোন্না তাঁর সুসমাচারে ২৫ বার ব্যবহার করেছেন এবং ঈসা মসীহের সাথে তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন, যিনি নিজেই সত্য (১৪:৬)।

১:১৫ উচ্চৈঃস্বরে বললেন। বর্তমান কালের উল্লেখ এই ইঙ্গিত দেয় যে, বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার তবলিগ এখনও লোকদের কানে বাজে, যদিও এই সুসমাচার লেখার অনেক আগেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনি আমার পূর্বে ছিলেন। প্রাচীনকালে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে কনিষ্ঠের চেয়ে বড় বলে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো হত। লোকেরা স্বাভাবিকভাবে ঈসাকে ইয়াহিয়ার চেয়ে নিচু বলে মনে করতো, কারণ ইয়াহিয়া বয়সের দিক থেকে ঈসার চেয়ে বড় ছিলেন। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার পূর্বেও 'কালাম' হিসেবে ঈসার অস্তিত্ব ছিল (৮:৫৮)।

১:১৬ রহমতের উপরে রহমত। সম্ভবত এর অর্থ অবিরত রহমত, যা এর অফুরন্ত উৎসকে চিহ্নিত করে। এই কথাগুলোর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, যারা মসীহের উপর ঈমান আনে তারা প্রচুর পরিমাণে রহমত ও শক্তি পায় কারণ তারা তাঁর রহমতে সাড়া দিচ্ছে। তাঁর রহমত, তাঁর উপস্থিতি, তাঁর শক্তি, ও তাঁর আশীর্বাদ অর্থাৎ যারা মসীহের উপর ঈমান এনে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেন আল্লাহ্‌ এসব তাদেরকে দান করেন।

১:১৭ রহমত ও সত্য। যারা পুরাতন নিয়মের শরীয়তের অধীনে ছিলেন, তাদের কয়েকজনের জীবনে যে বিশ্বাসের

বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া

প্রভু ঈসা মসীহের অগ্রদূত। তাঁর পিতা জাকারিয়া ছিলেন অবিয় গোত্রের একজন ইমাম, ১ খান্দান ২৪:১০; তাঁর মা এলিজাবেত ছিলেন হারুনের বংশের একজন নারী, লূক ১:৫। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার কাজ ছিল ঈসা মসীহের আগমন ঘোষণা করা, মথি ৩:৩। ঈসা মসীহের জন্মের ৬ মাস পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। একজন ফেরেশতা পূর্বেই তাঁর জন্মের বিষয়ে বলেন। জন্মের পর থেকেই হযরত ইয়াহিয়া ছিলেন একজন নাসরীয়। তিনি তাঁর জীবনের প্রথম বছরগুলো মরু অঞ্চলে কাটান, মথি ৩:১-১২। অবশেষে ঈসা মসীহের আত্মপ্রকাশের আগে তিনি প্রকাশ্য জীবনে আসেন এবং মন পরিবর্তনের তবলিগ করতে শুরু করেন। তিনি সদ্দূকী এবং ফরীশীদের "সাপের বংশ" বলে তিরস্কার করেন। তিনি খাজনা আদায়কারীদের অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে, সৈন্যদের অপরাধ এবং লুটতরাজের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। তাঁর তবলিগের কারণে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে লোকজন এসে তিনি যেখানে ছিলেন সেই জর্ডান নদীর তীরে সমবেত হয়। সেখানে তিনি এমন হাজারো লোককে বাপ্তিস্ম দেন, যারা অনুতপ্ত হয়েছিল। ঈসা মসীহ্‌কে বাপ্তিস্ম দেওয়ার মাধ্যমে ইয়াহিয়ার বিশেষ দায়িত্ব শেষ হয়। সম্ভবত এর প্রায় ৬ মাস পর বাদশাহ্‌ হেরোদ তাঁকে জেলখানায় বন্দী করেন, কারণ হযরত ইয়াহিয়া হেরোদকে আপন ভাই ফিলিপের স্ত্রীকে গ্রহণ করার গুনাহের জন্য তিরস্কার করেন, লূক ৩:১৯। পরবর্তীতে তাঁকে শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। ঈসা মসীহ্‌ নিজেই তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, তিনি ছিলেন "জ্বলন্ত ও জ্যোতির্ময় প্রদীপ," ইউ ৫:৩৫।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ঈসা মসীহের আগমন ঘোষণা করার জন্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিযুক্ত একজন দূত ছিলেন।
- অনুতাপের মধ্য দিয়ে মন পরিবর্তনের তবলিগকারী ছিলেন।
- একজন নির্ভীক আল্লাহ্‌র সেবক ছিলেন।
- তাঁর ব্যতিক্রমী জীবন-যাপনের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যারা আল্লাহ্‌র সেবা করে, তাদেরকে তিনি কোন ধরনের আরাম-আয়েশ বা সুখের জীবন দানের ওয়াদা করেন না।
- আল্লাহ্‌ যা চান সেটা করাই জীবনের সবচেয়ে বড় সুফলজনক কাজ।
- সত্যের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো জীবনের মায়ার চেয়ে অনেক বড়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** এহুদিয়া
- **পেশা:** নবী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: জাকারিয়া, মা: এলিজাবেত, খালাতো ভাই: ঈসা মসীহ্‌।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** হেরোদ আন্তিপাস, হেরোদিয়া।

মূল আয়াত: "আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া থেকে মহান কেউই উৎপন্ন হয় নি, তবুও বেহেশতী-রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে তাঁর চেয়েও মহান।" (মথি ১১:১১)

ইয়াহিয়ার কাহিনী চারটি সুসমাচারেই পাওয়া যায়। ইশা ৪০:৩ ও মালাখি ৪:৫ আয়াতে তাঁর জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং প্রেরিত ১:৫,২২; ১০:৩৭; ১১:১৬; ১৩:২৪,২৫; ১৮:২৫; ১৯:৩,৪ আয়াতে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

১৮ আল্লাহ্‌কে কেউ কখনও দেখে নি; একজাত
পুত্র, যিনি পিতার হৃদয়ের কাছে থাকেন, তিনিই
তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

হযরত ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য

১৯ আর ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য এই– যখন ইহুদীরা
কয়েক জন ইমাম ও লেবীয়কে দিয়ে জেরুশালেম
থেকে তাঁর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করে
পাঠালো, ‘আপনি কে?’ ২০ তখন তিনি স্বীকার
করলেন, অস্বীকার করলেন না; তিনি স্বীকার করে
বললেন, আমি সেই মসীহ্ নই। ২১ তারা তাঁকে
জিজ্ঞাসা করলো, তবে আপনি কে? আপনি কি
ইলিয়াস? তিনি বললেন, আমি নই। আপনি কি
সেই নবী? জবাবে তিনি বললেন, না। ২২ তখন
তারা তাঁকে বললো, আপনি কে? যারা
আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, তাদেরকে যেন উত্তর
দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন?
২৩ তিনি বললেন, আমি “মরুভূমিতে এক জনের
কণ্ঠস্বর, যে ঘোষণা করছে, তোমরা প্রভুর পথ
সরল কর,” যেমন নবী ইশাইয়া বলেছিলেন।
২৪ তারা ফরীশীদের কাছ থেকে প্রেরিত
হয়েছিল। ২৫ আর তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো,
আপনি যদি সেই মসীহ্ নন, ইলিয়াসও নন,
সেই নবীও নন, তবে বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন কেন?
২৬ ইয়াহিয়া জবাবে তাদেরকে বললেন, আমি
পানিতে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি বটে, কিন্তু তোমাদের
মধ্যে এক জন দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁকে তোমরা

আঃ ১৪।
[১:১৮] হিজ৩৩:২০; ইউ ৬:৪৬; ৩:১৬,১৮; কল ১:১৫; ১তীম ৬:১৬; ১ইউ ৪:১২; ৪:৯।
[১:১৯] মথি ৩:১; ইউ ২:১৮; ৫:১০, ১৬; ৬:৪১,৫২; ৭:১; ১০:২৪।
[১:২০] ইউ ৩:২৮; লূক ৩:১৫,১৬।
[১:২১] মথি ১১:১৪; দ্বি:বি: ১৮:১৫।
[১:২৩] মথি ৩:১; ইশা ৪০:৩।

বিষয়ে আমরা দেখি, তা থেকেও তাদের জীবনে আল্লাহ্‌র রহমতের বিষয় (পয়দা ৫:২৪; ৭:১; ১৫:৬), গুনাহ্ মাফ করার প্রতিজ্ঞার বিষয়ে (হিজরত ৩৪:৬-৭; লেবীয় ৫:১৭-১৮) জানা যায়। এখন মসীহের মাধ্যমে রহমত ও সত্য পূর্ণ মাত্রায় সকলের জন্য দেওয়া হয়েছে (রোমীয় ৫:১৭-২১)। সত্য এখন আর কোন ছায়া বা নিদর্শনের মধ্যে লুকানো অবস্থায় নেই।

১:১৮ একজাত পুত্র। মসীহের আল্লাহ্‌ত্বের সুস্পষ্ট ঘোষণা (১:১,১৪; ৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন। পুরাতন নিয়মে অনেকে আল্লাহ্‌কে দেখেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে (যেমন, হিজ ২৪:৯-১১); আবার আমাদের বলা হয়েছে যে, কেউই আল্লাহ্‌কে দেখার পর বেঁচে থাকতে পারে না (হিজ ৩৩:২০)। তাই কোন মানুষ আল্লাহ্‌র প্রকৃত রূপ দেখতে পারে না; যারা তাঁকে দেখেছেন, তারা আল্লাহ্‌কে এমন এক রূপে দেখেছেন যা তিনি বিশেষ উপলক্ষে সাময়িকভাবে ধারণ করেছিলেন।

১:১৯ ইহুদীরা। এই সুসমাচারে শব্দটি প্রায় ৭০ বার দেখা যায়। সাধারণ ইহুদী ও ধর্মীয় নেতা উভয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে ইউহোন্না এর দ্বারা ইহুদী নেতাদেরকে বুঝিয়েছেন, যারা ঈসা মসীহের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল (৮:৪৮)। এখানে মহাসভা কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদের বোঝানো হয়েছে, যারা একজন অননুমোদিত শিক্ষকের কাজকর্মের খোঁজ-খবর নিতে এসেছিল।

লেবীয়। লেবি বংশধর, যারা মূসার সময়ে আবাস-তাঁবু ও পরবর্তীতে বায়তুল মোকাদ্দসে পরিচর্যা কাজে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল (শুমারী ৩:১৭-৩৭)। ধর্মীয় শিক্ষা দানও তাদের দায়িত্বের মধ্যে ছিল (২ খান্দান ৩৫:৩; নহি ৮:৭-৯) এবং সম্ভবত এই ভূমিকা নিয়েই তারা ইমামদের সাথে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার কাছে এসেছিল।

১:২০ আমি। জোরালো স্বীকারোক্তি; এর মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া মসীহ্ হিসেবে নিজেকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে শব্দটি কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঈসা মসীহের সাথে এক স্বতন্ত্র পার্থক্য প্রকাশ করা হয়েছে এবং মসীহ্‌কে সব সময় উচ্চতর স্থান দেয়া হয়েছে।

১:২১ আপনি কি ইলিয়াস? ইহুদীরা বিশ্বাস করতো যে, ইলিয়াস মারা যান নি (২ বাদশাহ্ ২:১১) এবং তিনিই শেষ কাল ঘোষণা করতে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এই অর্থে ইয়াহিয়া সঠিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তিনি ইলিয়াস নন। পরবর্তীতে যখন ঈসা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়াকে ইলিয়াস বলে উল্লেখ করেছেন (মথি ১১:১৪; ১৭:১০-১৩), তখন তিনি এটি এই অর্থে বুঝিয়েছেন যে, ইয়াহিয়া মালাখি ৪:৫ আয়াতের পরিপূর্ণতা। ঈসা হযরত ইয়াহিয়াকে সত্যিকার রূহানিক অর্থে ইলিয়াস দেখতে পেয়েছিলেন।

সেই নবী। দ্বি.বি. ১৮:১৫,১৮ আয়াতের সেই নবী। ইহুদী জাতি মসীহের আগমনের সাথে সহযোগী ব্যক্তিদেরও প্রত্যাশা করছিল। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া জোর দিয়েই বলেছেন যে, তিনি ‘সেই নবী’ নন। তিনি এসেছিলেন ঈসা মসীহের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে, তবুও তারা তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা অব্যাহত রাখল।

১:২২ আপনার বিষয়ে আপনি কী বলেন? এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া ইশাইয়া ৪০:৩ আয়াত উদ্ধৃত করছেন, কিন্তু পূর্ববর্তী তিনটি সুসমাচারে ইউহোন্নার এই উক্তিগুলো পাওয়া যায় না। পার্থক্যটি বোধগম্য, কারণ এই সুসমাচারে মসীহের অগ্রদূতকে তাঁর নিজ পরিচয় দিতে দেখা যাচ্ছে; অপরদিকে অন্যান্য সুসমাচারের লেখকগণ নিজেরাই ইয়াহিয়ার বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, সরাসরি তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করেন নি।

১:২৩ “মরুভূমিতে ... পথ সরল কর”। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া তাঁর নিজ পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে মসীহের আগমনের প্রস্তুতির হিসেবে লোকদের মন পরিবর্তনের আহ্বান জানাতে ইশাইয়া ৪০:৩ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করলেন।

১:২৪ ফরীশী। রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠী, যারা এই প্রতিনিধিদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী বলে প্রমাণিত হয়েছিল (ইউ ১:১৯; মথি ৩:৭; মার্ক ২:১৬; লূক ৫:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:২৫ সেই মসীহ্। অর্থাৎ ‘অভিষিক্ত জন’ (২০ আয়াতে উল্লিখিত মসীহ্ শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দ *খ্রিস্তস* ও হিব্রু প্রতিশব্দ *মেসায়া* উভয়ের অর্থ একই)। পুরাতন নিয়মের সময় অনুসারে বিশেষত বাদশাহ্ হিসেবে (১ শামু ১৬:১,১৩; ২৬:১১) বা ইমাম হিসেবে (হিজ ৪০:১৩-১৫; লেবীয় ৪:৩) কাজের জন্য কাউকে পৃথকভাবে অভিষিক্ত করা তার দায়িত্ব ও পদমর্যাদাকে আরও তাৎপর্যময় করে তুলতো। কিন্তু লোকেরা সেই অভিষিক্ত জনের অপেক্ষা অর্থাৎ মসীহের জন্য অপেক্ষা করছিল।

১:২৬ আমি পানিতে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি। যেহেতু পানি ছিল বাপ্তিস্ম দানের প্রচলিত উপকরণ, তাই এই উক্তিতে অবশ্যই মসীহ্ কর্তৃক প্রচলনকৃত ভিন্ন ধরনের বাপ্তিস্মের কথা বোঝানো হয়েছে। তবে ৩২ আয়াতে না আসা পর্যন্ত তাঁর বাপ্তিস্মের

জান না, ২৭ যিনি আমার পরে আসছেন; আমি
তাঁর জুতার ফিতা খুলবারও যোগ্য নই।
২৮ জর্ডান নদীর অন্য পারে, বৈথনিয়াতে, যেখানে
ইয়াহিয়া বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, সেখানে এসব
ঘটলো।

আল্লাহ্‌র মেষশাবক

২৯ পরদিন তিনি ঈসাকে তাঁর কাছে আসতে
দেখলেন, আর বললেন, ঐ দেখ, আল্লাহ্‌র
মেষশাবক, যিনি দুনিয়ার গুনাহ্‌র ভার নিয়ে যান।
৩০ উনি সেই ব্যক্তি, যার বিষয়ে আমি
বলেছিলাম, আমার পরে এমন এক ব্যক্তি
আসছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য হলেন, কেননা
তিনি আমার আগে ছিলেন। ৩১ আর আমি তাঁকে
চিনতাম না, কিন্তু তিনি যেন ইসরাইলের কাছ
প্রকাশিত হন, এজন্য আমি এসে পানিতে বাপ্তিস্ম
দিচ্ছি। ৩২ আর ইয়াহিয়া সাক্ষ্য দিলেন, বললেন,
আমি পাক-রূহ্‌কে কবুতরের মত বেহেশত থেকে
নামতে দেখেছি; তিনি তাঁর উপরে অবস্থিতি
করলেন। ৩৩ আর আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু
যিনি আমাকে পানিতে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন,
তিনিই আমাকে বললেন, যাঁর উপরে রূহ্‌কে
নেমে অবস্থিতি করতে দেখবে, তিনিই সেই
ব্যক্তি, যিনি পাক-রূহে বাপ্তিস্ম দেন। ৩৪ আর
আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিয়েছি যে, ইনিই
আল্লাহ্‌র পুত্র।

ঈসা মসীহের প্রথম সাহাবী

৩৫ পরদিন পুনরায় ইয়াহিয়া ও তাঁর দু'জন সাহ-
াবী দাঁড়িয়ে ছিলেন; ৩৬ আর ঈসা বেড়াচ্ছিলেন,
এমন সময়ে ইয়াহিয়া তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে
বললেন, ঐ দেখ, আল্লাহ্‌র মেষশাবক। ৩৭ সেই
দুই সাহাবী তাঁর এই কথা শুনে ঈসার পিছনে
পিছনে যেতে লাগলেন। ৩৮ তাতে ঈসা ফিরে
তাঁদেরকে পিছনে পিছনে আসতে দেখে বললেন,
কিসের খোঁজ করছো? তাঁরা বললেন, রব্বি–
অনুবাদ করলে এর অর্থ ওস্তাদ– আপনি কোথায়
থাকেন? ৩৯ তিনি তাদেরকে বললেন, এসো,
দেখবে। অতএব তাঁরা গিয়ে তিনি যেখানে
থাকেন সেই স্থান দেখলেন। তারা সেদিন তাঁর

[১:২৮] ইউ ৩:২৬; ১০:৪০।
[১:২৯] ইশা ৫৩:৭; ১পিতর ১:১৯।
[১:৩০] আঃ ১৫:২৭।
[১:৩২] মথি ৩:১৬।
[১:৩৩] মার্ক ১:৪; ১:৮।
[১:৩৪] আঃ ৪৯; মথি ৪:৩।
[১:৩৫] মথি ৩:১।
[১:৩৬] আঃ ২৯।
[১:৩৮] আঃ ৪৯; মথি ২৩:৭।

রূহানিক বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় না।

১:২৭ জুতার ফিতা খুলবারও যোগ্য নই। একটি নগণ্য কাজ, যা গোলামদেরই কেবল মানায়। সাহাবীদের তাদের রব্বির (শিক্ষকের) জন্য সব ধরনের সেবামূলক কাজ সম্পাদন করতে হত, কিন্তু পাদুকার অর্থাৎ জুতার বাঁধন খুলে দেবার কাজ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল।

১:২৮ বৈথনিয়া। অন্যান্য সুসমাচারে উল্লিখিত বৈথনিয়া জেরুশালেম থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু এখানে যে বৈথনিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তা জর্ডান নদীর অপর পারে অর্থাৎ পূর্ব পারে অবস্থিত ছিল। এই বৈথনিয়া মরিয়ম ও মার্থার বাসস্থান থেকে ভিন্ন (১১:১ আয়াত দেখুন)।

১:২৯ পরদিন। লক্ষ্যণীয় যে, ইউহোন্না ১ ও ২ অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে মোট ছয় দিনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (১:২৯,৩৫,৪৩; ২:১ দেখুন)। ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের শেষের দিকে ছয় দিন ধরে কী হয়েছিল তার আরেকটি তালিকাও ইউহোন্না দিয়েছেন (১২:১ দেখুন)।

আল্লাহ্‌র মেষশাবক। শ্রোতাদের কাছে মেষ-শাবকের অর্থ ছিল ঈদুল-ফেসাখের মেষ। ইহুদীদের কাছে এর অর্থ ছিল বায়তুল মোকাদ্দসের কোরবানীর মেষ। পুরো বিবৃতিটি ইহিষ্কেল ২৯:৩৮-৪৬ ও ইশা ৫৩:৪-১২ আয়াতের পটভূমির আলোকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। পাক-কিতাবের বিভিন্ন স্থানে এর স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে (যেমন, ঈদুল ফেসাখের কোরবানীকৃত মেষশাবক, বা ইশা ৫৩:৭, ইয়ার ১১:১৯ এবং পয়দা ২২:৮ আয়াতে উল্লিখিত মেষশাবক)। ইয়াহিয়া বলেছেন, ঈসা হবেন দুনিয়ার গুনাহের কাফ্‌ফারাস্বরূপ কোরবানী।

গুনাহ্‌র ভার নিয়ে যান। 'নিয়ে যান' শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য অর্থ হচ্ছে 'কাফ্‌ফারা করা'। ইশা ৫৩ অধ্যায়ে দেখা যায়, মসীহের বদলিস্বরূপ দুঃখভোগ অনস্বীকার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উক্তিতে সুদূরপ্রসারী বিশ্বজনীন নাজাত দানের উল্লেখ রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

১:৩১ আমি তাঁকে চিনতাম না। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া, যিনি ইসরাইলের কাছে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত মরুভূমিতে ছিলেন (লূক ১:৮০), ঈসাকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর না চেনার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু উক্তিটি সম্ভবত এ কথা বোঝায় যে, ৩২-৩৩ আয়াতে উল্লিখিত চিহ্ন দেখার পরই তিনি কেবল বুঝতে পেরেছিলেন এবং চিনেছিলেন যে, ঈসা-ই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ যার পথ প্রস্তুত করার জন্য তিনি এসেছেন।

১:৩২ পাক-রূহ্‌কে ... নামতে দেখেছি। ঈসা মসীহের বাপ্তিস্ম সম্পর্কে জানতে মথি ৩:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। পাক-রূহের অবতরণ সম্পর্কে ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য পূর্ববর্তী সুসমাচার-গুলো থেকে একটু ভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে, কারণ এখানে ইয়াহিয়া পাক-রূহ্‌কে কবুতরের আকারে নেমে আসার দাবী করেছেন। এখানে ও পঞ্চাশত্তমীতে পাক-রূহ্ দৃশ্যনীয়ভাবে অবতরণ করেছেন (প্রেরিত ২:২,৩); উভয় ক্ষেত্রেই বেহেশতী পরিকল্পনা সাধিত হয়েছে।

১:৩৩ তিনিই ... পাক-রূহে বাপ্তিস্ম দেন। ইয়াহিয়া পানি দিয়ে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কিন্তু ঈসা মসীহ্ পাক-রূহে বাপ্তিস্ম দেবেন। যদি এই উক্তির মাধ্যমে কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে, তাহলে এর পরিপূর্ণতা ঘটেছিল পঞ্চাশত্তমীর দিনে পাক-রূহ্ নেমে আসার মাধ্যমে (প্রেরিত ২ অধ্যায়)।

১:৩৫ তাঁর দু'জন সাহাবী। একজন ছিলেন আন্দ্রিয় (আয়াত ৪০)। অপর ব্যক্তির নাম বলা হয় নি; কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, তিনি হচ্ছেন এই সুসমাচারের লেখক। তাঁরা ইয়াহিয়ার সাহাবী ছিলেন এই অর্থে যে, তাঁরা ইয়াহিয়া কর্তৃক বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন এবং তিনিই ছিলেন তাঁদের প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক।

১:৩৬ আল্লাহ্‌র মেষশাবক। ২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১:৩৮ কিসের খোঁজ **করছো?** তাদের স্পষ্ট ইচ্ছা ছিল ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজ ও শিক্ষায় যোগ দেওয়া। সেজন্য তাঁরা তাঁকে 'রব্বি' বলে সম্বোধন করলেন, যা সাধারণত পণ্ডিত ও শিক্ষকদের জন্য উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হত।

BACIB
International Bible
CHURCH

কাছে থাকলেন; তখন বেলা অনুমান দশম
ঘটিকা। ৪০ ইয়াহিয়ার কথা শুনে যে দু'জন ঈসার
পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক
জন শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। ৪১ তিনি
প্রথমে আপন ভাই শিমোনের দেখা পান, আর
তাঁকে বলেন, আমরা মসীহের দেখা পেয়েছি–
অনুবাদ করলে এর অর্থ অভিষিক্ত। ৪২ তিনি
তাঁকে ঈসার কাছে আনলেন। ঈসা তাঁর প্রতি
দৃষ্টিপাত করে বললেন, তুমি ইউহোন্নার পুত্র
শিমোন, তোমাকে কৈফা বলে ডাকা হবে–
অনুবাদ করলে এর অর্থ পিতর [পাথর]।

ফিলিপ ও নথনেলকে আহ্বান

৪৩ পরের দিন তিনি গালীলে যেতে ইচ্ছা
করলেন ও ফিলিপের দেখা পেলেন। আর ঈসা
তাঁকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর।
৪৪ ফিলিপ বৈৎসৈদার লোক; আন্দ্রিয় ও পিতর
সেই নগরের লোক। ৪৫ ফিলিপ নথনেলের দেখা
পেলেন, আর তাঁকে বললেন, মূসা শরীয়তে ও
নবীরা যাঁর কথা লিখেছেন, আমরা তাঁর দেখা
পেয়েছি; তিনি নাসরতীয় ঈসা, ইউসুফের পুত্র।
৪৬ নথনেল তাঁকে বললেন, নাসরত থেকে কি
উত্তম কিছু উৎপন্ন হতে পারে? ফিলিপ তাঁকে
বললেন, এসো, দেখ। ৪৭ ঈসা নথনেলকে তাঁর
নিজের কাছে আসতে দেখে তাঁর বিষয়ে
বললেন, ঐ দেখ, এক জন প্রকৃত ইসরাইল,
যার অন্তরে ছল নেই। ৪৮ নথনেল তাঁকে
বললেন, আপনি কিসে আমাকে চিনলেন?
জবাবে ঈসা তাঁকে বললেন, ফিলিপ, তোমাকে
ডাকবার আগে যখন তুমি সেই ডুমুর গাছের
তলে ছিলে, তখন তোমাকে দেখেছিলাম।
৪৯ জবাবে নথনেল তাঁকে বললেন, রব্বি,
আপনিই আল্লাহ্‌র পুত্র, আপনিই ইসরাইলের
বাদশাহ্‌। ৫০ জবাবে ঈসা তাঁকে বললেন, আমি
যে তোমাকে বললাম, সেই ডুমুর গাছের তলে

[১:৪১] ইউ ৪:২৫।
[১:৪২] মথি ১৬:১৮; পয়দা ১৭:৫,১৫; ৩২:২৮; ৩৫:১০।
[১:৪৩] মথি ১০:৩; ইউ ৬:৫-৭; ১২:২১,২২; ১৪:৮, ৯; মথি ৪:১৯।
[১:৪৪] মথি ১১:২১।
[১:৪৫] ইউ ২১:২; লূক ২৪:২৭; মার্ক ১:২৪; লূক ৩:২৩।
[১:৪৬] ইউ ৭:৪১,৪২,৫২।
[১:৪৭] জবুর ৩২:২; রোমীয় ৯:৪,৬।
[১:৪৯] আঃ ৩৮; মথি ২৩:৭; ৪:৩; আঃ ৩৪; ইউ

১:৩৯ দশম ঘটিকা। প্রচলিত মান অনুসারে বিকেল ৪টা; অর্থাৎ সাহাবীরা মসীহের সাথে রাতে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু রোমান মান অনুসারে সময়টি সকাল ১০টা, অর্থাৎ সাহাবীরা মসীহের সাথে দিনের অবস্থান করেছিলেন। ইউহোন্না এখানে সময়ের উল্লেখ করেছেন সাহাবীদের সাথে মসীহের পরিচয় পর্বের গুরুত্ব বোঝাতে।

১:৪১ অভিষিক্ত। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ইউহোন্না অ-ইহুদী পাঠকদের জন্য ইহুদী পরিভাষা 'মসীহ্‌' শব্দটির অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। নিঃসন্দেহে মসীহ্‌ শব্দটির অর্থ কী, সে ব্যাপারে এই দু'জন সাহাবীর ধারণা প্রকৃত অর্থ থেকে ভিন্ন ছিল। অন্যান্য সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে সিজারিয়া ফিলিপি না আসা পর্যন্ত ঈসা নিজেকে মসীহ্‌ বলে ব্যক্ত করেন নি, এমনকি মার্কের সুসমাচারে এ কথা গোপন রাখার জন্য বারবার তাগাদা দেওয়া হয়েছে।

১:৪২ পিতর। অরামীয় *কিফাস* ও গ্রীক *পেট্রোস*, অর্থাৎ 'পাথর'। কিন্তু সুসমাচারগুলোতে পিতরের চারিত্রিক যে ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা পাথর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; তিনি ছিলেন আবেগপ্রবণ ও অস্থিতিশীল। তিনি ছিলেন একজন প্রেরিত, প্রাথমিক মণ্ডলীর স্তম্ভ। তিনি কী ছিলেন তার উপর ভিত্তি করে ঈসা তাঁর নাম রাখেন নি, বরং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পরবর্তী সময়ে তিনি যা হবেন তার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর নাম রেখেছেন।

১:৪৩ ফিলিপ। ফিলিপকে সাহাবী হিসেবে আহ্বান করার ক্ষেত্রে ঈসা নিজেই উদ্যোগ নেন। ইউহোন্নার সুসমাচারে তাঁর কথা বহুবার বলা হয়েছে (৬:৫; ১২:২১; ১৪:৮ দেখুন)। তাঁকে বাস্তববাদী মানুষ হিসেবে আমরা দেখতে পাই। ফিলিপের সাথে এর আগে ঈসা মসীহের দেখা হয়েছিল বলে জানা যায় না, সেক্ষেত্রে তাঁর প্রতি এই আহ্বান একেবারেই আকস্মিক এবং অনাকাঙ্খিত।

১:৪৪ বৈৎসৈদা। মথি ১১:২১ আয়াতের নোট দেখুন। বৈৎসৈদা সুপরিচিত একটি নগর, যেখান থেকে ফিলিপ, আন্দ্রিয় ও পিতর এসেছেন। অনেকে মনে করেন ঈসা মসীহ্‌ আগে থেকেই তাঁদের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং ফিলিপকে কোথায় খুঁজতে হবে তা তিনি জানতেন।

১:৪৫ মূসা ... যাঁর কথা লিখেছেন। তৌরাত শরীফের অনেক অংশকে ফরীশীরা মসীহ্‌ সংক্রান্ত বলে মনে করতো এবং ঈসায়ীরাও পাক-কিতাবের অন্যান্য আরও অনেক অংশকে একইভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। ফিলিপ খুব দ্রুত এই সত্য অনুধাবন করতে পারলেন যে, নাসরতীয় ঈসা-ই সেই প্রতিজ্ঞাত মসীহ্‌।

নথনেল। এই সাহাবীকে প্রায়শ বর্থলময় বলে উল্লেখ করা হয়, অন্যান্য সুসমাচারে ফিলিপের পরে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইউহোন্না ২১:২ আয়াতে নথনেলকে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউসুফের পুত্র। ইউসুফ ঈসা মসীহের পালক-পিতা ও আইনগত পিতা, যদিও তিনি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইউসুফের ঔরসজাত সন্তান নন।

১:৪৭ একজন প্রকৃত ইসরাইলীয়। ইউ ২:২৪-২৫ দেখুন। নথনেলকে সুনির্দিষ্টভাবে একজন খাঁটি ইসরাইল হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঈসা মসীহ্‌ তাঁকে ইয়াকুবের সাথে তুলনা করেছেন এবং সম্ভবত তিনি ৫১ আয়াতে এর ইঙ্গিত দিয়েছেন।

১:৪৮ ডুমুর গাছ। গরম আবহাওয়ায় এই গাছের ছায়া অধ্যয়ন ও মুনাজাতের জন্য অত্যন্ত পছন্দনীয় স্থান ছিল।

আপনি কিসে আমাকে চিনলেন? প্রশ্নটি থেকে বোঝা যায় যে, ঈসা মসীহের সাথে তাঁর আগে থেকে পরিচয় ছিল না। এদিকে ঈসা মসীহের উত্তর তাঁর পূর্বজ্ঞান তুলে ধরে, যা নথনেলকে গভীরভাবে বিমোহিত করেছিল এবং এই বিশ্বাসে চালিত করেছিল যে, তাঁর মধ্যে অলৌকিক কিছু রয়েছে। স্পষ্ট অবস্থান বলে দেয়াতে এটি বোঝা যায় যে, নথনেলের গতিবিধি ঈসা মসীহের অজানা ছিল না।

১:৪৯ আল্লাহ্‌র পুত্র। ইউ ১:১৪,১৮,৩৪; ৩:১৬; ২০:৩১ দেখুন। ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের শুরুর দিকে নথনেল ঈসা মসীহের প্রতি এই অর্থপূর্ণ উপাধিটি সম্বোধন করেছিলেন; পরবর্তীতে মসীহের শত্রুরা এই উপাধিটি অপমান করার জন্য উচ্চারণ করেছে (মথি ২৭:৪০; ইউ ১৯:৭)।

ইসরাইলের বাদশাহ্‌। ইউ ১২:৩১ দেখুন। মার্ক ১৫:৩২ আয়াতে 'মসীহ্‌' ও 'ইসরাইলের বাদশাহ্‌' উপাধি দু'টি সমান বলে দেখানো হয়েছে।

তোমাকে দেখেছিলাম, সেজন্য কি ঈমান
আনলে? এসব থেকেও মহৎ মহৎ বিষয় দেখতে
পাবে। [৫১] আর তিনি তাঁকে বললেন, সত্যি,
সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা
দেখবে, বেহেশত খুলে গেছে এবং আল্লাহ্‌র
ফেরেশতারা ইবনুল-ইনসানের উপর দিয়ে
উঠছেন ও নামছেন।

কান্না নগরে বিয়ের মেজবানীতে ঈসা মসীহ্‌

২ [১] আর তৃতীয় দিনে গালীলের কান্না নগরে
একটি বিয়ে হল এবং ঈসার মা সেখানে
উপস্থিত ছিলেন; [২] আর সেই বিয়েতে ঈসা ও
তাঁর সাহাবীদেরকে দাওয়াত করা হয়েছিল।
[৩] পরে সেখানে আঙ্গুর-রস ফুরিয়ে গেলে ঈসার
মা তাঁকে বললেন, ওদের আঙ্গুর-রস নেই।
[৪] ঈসা তাঁকে বললেন, হে নারী, এই বিষয়ে
তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আমার সময়
এখনও উপস্থিত হয় নি। [৫] তাঁর মা
পরিচারকদেরকে বললেন, ইনি তোমাদেরকে যা
কিছু বলেন, তা-ই কর। [৬] সেখানে ইহুদীদের
পাক-সাফের রীতি অনুসারে পাথরের ছয়টা
জালা বসানো ছিল, তার এক একটাতে দুই তিন
মণ করে পানি ধরতো। [৭] ঈসা তাদেরকে
বললেন, ঐ সমস্ত জালায় পানি পূর্ণ কর। তারা
সেগুলো কানায় কানায় পূর্ণ করলো। [৮] পরে
তিনি তাদেরকে বললেন, এখন সেটি থেকে কিছু
তুলে ভোজের মালিকের কাছে নিয়ে যাও। তারা
নিয়ে গেল। [৯] ভোজের মালিক যখন সেই পানি,
যা আঙ্গুর-রস হয়ে গিয়েছিল তা খেয়ে দেখলেন
আর তা কোথা থেকে আসল, তা জানতেন না–
কিন্তু যে পরিচারকেরা পানি তুলেছিল, তারা
জানতো– তখন ভোজের মালিক বরকে ডেকে
বললেন, [১০] সকল লোকেই প্রথমে উত্তম আঙ্গুর-
রস পরিবেশন করে এবং যথেষ্ট পান করা হলে
পর তার চেয়ে কিছু মন্দ পরিবেশন করে; তুমি
উত্তম আঙ্গুর-রস এখন পর্যন্ত রেখেছ। [১১] এভাবে
ঈসা গালীলের কান্না নগরে এই প্রথম চিহ্ন-কাজ

১২:১৩। [১:৫১] মথি ৩:১৬; ৮:২০; পয়দা ২৮:১২। [২:১] ইউ ৪:৪৬; ২১:২; মথি ১২:৪৬। [২:৪] ইউ ১৯:২৬; মথি ৮:২৯; ২৬:১৮। [২:৫] পয়দা ৪১:৫৫। [২:৬] মার্ক ৭:৩,৪; ইউ ৩:২৫। [২:৯] ইউ ৪:৪৬। [২:১১] আঃ ২৩; মথি ১২:৩৮; ইউ ১:১৪; ৩:২; ৪:৪৮; ৬:২,১৪, ২৬,৩০; ১২:৩৭; ২০:৩০; হিজ ১৪:৩১।

১:৫১ বেহেশত খুলে গেছে। ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের সময় সাহাবীরা বেহেশতের, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য ঈসা মসীহের প্রতি সাধিত হতে দেখবেন।

আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ ... উঠছেন ও নামছেন। যেরূপ ইয়াকুবের স্বপ্নে হয়েছিল (পয়দা ২৮:১২)। ফেরেশতারা ওঠা ও নামার সময় বলছিলেন, মাবুদ আল্লাহ্‌ ইয়াকুবের আল্লাহ্‌ হতে চান। ইঞ্জিল শরীফে ঈসা মসীহ্‌ স্বয়ং বেহেশত ও পৃথিবীর মধ্যকার সেতু (ইউ ১৪:৬), আল্লাহ্‌ ও মানুষের মাঝে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী (১ তীম ২:৫)। এভাবেই ঈসাকে আল্লাহ্‌র মনোনীত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁর মধ্য দিয়ে দুনিয়াতে নাজাত এসেছে।

ইবনুল-ইনসান। ঈসা মসীহের নিজের পরিচয় দানের জন্য সবচেয়ে পছন্দনীয় উপাধি (মার্ক ৮:৩১; লূক ৬:৫; ১৯:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। মানুষের সাথে অবিরত যোগাযোগের জন্য বেহেশত খুলে গেছে, যার প্রতিনিধি হচ্ছেন ইবনুল-ইনসানরূপী ঈসা মসীহ্‌ স্বয়ং। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, নথনেলের বলা 'আল্লাহ্‌-পুত্র' উপাধির প্রত্যুত্তর হিসেবে মসীহ্‌ 'ইবনুল-ইনসান' বলছেন, অর্থাৎ বেহেশত ও পৃথিবীর সম্পর্ক মধ্যস্থতাকারী মসীহের মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও বেহেশতী বৈশিষ্ট্য উভয়ের উপর নির্ভরশীল।

২:১ বিয়ে। প্রথম শতাব্দীর প্যালেস্টাইনে কীভাবে বিয়ে অনুষ্ঠিত হত সে সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়টি স্পষ্ট যে, বিয়ের ভোজটি সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তা অনেক সময় এক সপ্তাহ ধরে চলতো। আতিথেয়তা পালনে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা মারাত্মক অপরাধ বলে মনে করা হত।

কান্না নগর। কেবল ইউহোন্নার সুসমাচারে এই নগরের কথা উল্লিখিত হয়েছে (২:১১; ৪:৪৬,৫০; ২১:২)। এটি গালীল সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত, কিন্তু সুনির্দিষ্ট অবস্থান অজানা। ইয়াহিয়া যেখানে বাপ্তিস্ম দিতেন, সেই স্থান থেকে এর দূরত্ব প্রায় তিন দিনের হাঁটা পথ।

২:৩ ওদের আঙ্গুর-রস নেই। আয়োজনকারীদের জন্য এই পরিস্থিতি খুবই বিব্রতকর ছিল, কারণ বিয়ের ভোজে যথেষ্ট পরিমাণে মানসম্পন্ন পানীয়ের ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক ছিল।

২:৪ এই বিষয়ে ... সম্পর্ক কি? এখানে বিস্ময় জাগতে পারে যে, ঈসা এভাবে তাঁর মায়ের সাথে কথা বলছেন কেন! কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মরিয়মের এই ধারণা সংশোধন করা যে, ঈসা তাঁর মায়ের থেকে নির্দেশনা নিয়ে কাজ করবেন। তিনি শুধুমাত্র তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করবেন, যা এই সুসমাচার প্রকাশ করে।

আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নি। পুরো সুসমাচারটি জুড়ে এই একই ধরনের প্রকাশভঙ্গি বেশ কয়েকবার খুঁজে পাওয়া যাবে (৭:৬,৮,৩০; ৮:২০), যেখানে এই চিত্র প্রকাশ পায় যে, ঈসা একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের অভিমুখে যাচ্ছেন এবং সে কারণেই তিনি দুনিয়াতে এসেছেন। এই সময়টি হচ্ছে তাঁর দুঃখভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু। ক্রুশারোপণ ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ঈসা মসীহের এই সময় প্রকৃতভাবে পূর্ণ হয়েছিল (১২:২৩,২৭; ১৩:১; ১৬:৩২; ১৭:১)।

২:৬ পাক-সাফের রীতি। ইহুদীরা দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার পর নিজেদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে নোংরা বলে মনে করতো এবং তারা হাতের উপর পানি ঢেলে দিয়ে নিজেদেরকে পাক-সাফ করতো। এই কারণে ভোজের আগে মেহমানদের হাত ধোয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ পানি প্রয়োজন হত।

২:৮-৯ ভোজের মালিক। যিনি পুরো অনুষ্ঠানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকতেন।

২:১০ তুমি উত্তম আঙ্গুর-রস এখন পর্যন্ত রেখেছ? এ ধরনের কাজ ছিল প্রথাবিরুদ্ধ। কিন্তু এখানে এরূপ ঘটনা ঘটার কারণ কী? এর রূহানিক তাৎপর্য হচ্ছে আঙ্গুর-রসের অপ্রত্যাশিত সুমিষ্ট স্বাদ প্রতীকীভাবে পূর্ববর্তী ব্যবস্থার চেয়ে মসীহী ব্যবস্থার উৎকৃষ্টতা প্রকাশ করে।

২:১১ এই প্রথম। ইউহোন্না এই ঘটনা দিয়েই মসীহের অলৌকিক কাজের আরম্ভ বলে উল্লেখ করছেন। তবে 'প্রথম' শব্দটি অবশ্যই ৪:৫৪ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে 'দ্বিতীয়' চিহ্ন-কার্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি গালীলে আসার পর করেছিলেন।

সাধন করে নিজের মহিমা প্রকাশ করলেন; আর
তাঁর সাহাবীরা তাঁর উপর ঈমান আনলেন।
[১২] পরে তিনি তাঁর মা ও ভাইয়েরা এবং তাঁর
সাহাবীরা কফরনাহূমে নেমে গেলেন, আর
সেখানে বেশি দিন থাকলেন না।

বায়তুল-মোকাদ্দসে ঈসা মসীহ্

[১৩] তখন ইহুদীদের ঈদুল ফেসাখ সন্নিকট ছিল,
আর ঈসা জেরুশালেমে গেলেন। [১৪] পরে তিনি
বায়তুল-মোকাদ্দসের মধ্যে দেখলেন, লোকে
গরু, ভেড়া ও কবুতর বিক্রি করছে এবং মুদ্রা
ক্রয়-বিক্রয়কারীরা বসে আছে; [১৫] তখন ঘাস
দ্বারা এক গাছা কশা প্রস্তুত করে গরু, ভেড়া
সমস্তই বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বের করে
দিলেন এবং টাকা ক্রয়-বিক্রয়কারীদের মুদ্রা
ছড়িয়ে দিলেন ও টেবিল উল্টিয়ে ফেললেন;
[১৬] আর যারা কবুতর বিক্রি করছিল, তাদেরকে
বললেন, এই স্থান থেকে এসব নিয়ে যাও;
আমার পিতার গৃহকে ব্যবসার গৃহ করো না।
[১৭] তাঁর সাহাবীদের মনে পড়লো যে, লেখা
আছে, "তোমার গৃহ-বিষয়ক গভীর আগ্রহ
আমাকে গ্রাস করবে।" [১৮] তখন ইহুদীরা জবাবে

[২:১২] মথি ৪:১৩; ১২:৪৬।
[২:১৩] লূক ২:৪১; ইউ ১১:৫৫; দ্বি:বি: ১৬:১-৬।
[২:১৪] লেবীয় ১:১৪; দ্বি:বি: ১৪:২৫,২৬।
[২:১৬] লূক ২:৪৯।
[২:১৮] ইউ ১:১৯; আঃ ১১; মথি ১২:৩৮।
[২:১৯] মথি ১৬:২১; ২৬:৬১; ২৭:৪০; মার্ক ১৪:৫৮; ১৫:২৯।
[২:২১] ১করি ৬:১৯।
[২:২২] লূক ২৪:৫-৮; ইউ ১২:১৬; ১৪:২৬; জবুর ১৬:১০; লূক ২৪:২৭।
[২:২৫] ইশা ১১:৩; দ্বি:বি ৩১:২১; ১বাদশা ৮:৩৯; মথি ৯:৪; ইউ

তাঁকে বললো, তুমি আমাদেরকে কি চিহ্ন-কাজ
দেখাচ্ছো যে এসব করছো? [১৯] জবাবে ঈসা
তাঁদেরকে বললেন, তোমরা এই এবাদতখানা
ভেঙ্গে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যেই তা
উঠাবো। [২০] তখন ইহুদীরা বললো, এই
এবাদতখানা নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর
লেগেছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে তা উঠাবে?
[২১] কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ বায়তুল-
মোকাদ্দসের বিষয় বলছিলেন। [২২] অতএব যখন
তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে উঠলেন, তখন তাঁর
সাহাবীদের মনে পড়লো যে, তিনি এই কথা
বলেছিলেন; আর তাঁরা পাক-কিতাবে এবং
ঈসার বলা কথায় বিশ্বাস করলেন।
[২৩] তিনি ঈদুল ফেসাখের সময়ে যখন
জেরুশালেমে ছিলেন, তখন যেসব চিহ্ন-কাজ
সাধন করলেন, তা দেখে অনেকে তাঁর নামে
ঈমান আনলো। [২৪] কিন্তু এই বিষয়ে ঈসা তাদের
বিশ্বাস করলেন না, কারণ তিনি সকলকে
জানতেন, [২৫] এবং কেউ যে মানুষের বিষয়ে
সাক্ষ্য দেয়, এতে তাঁর প্রয়োজন ছিল না; কেননা
মানুষের অন্তরে কি আছে, তা তিনি নিজে

চিহ্ন-কার্য। ইউহোন্না সবসময় ঈসা মসীহের অলৌকিক কাজকে 'চিহ্ন-কার্য' বলেছেন; এই শব্দটি অলৌকিক কাজের বিস্ময়ের চেয়ে এর তাৎপর্যের প্রতি জোর দিয়ে থাকে (৪:৪৫; ৬:১৪; ৯:১৬; ১১:৪৭ দেখুন)। চিহ্ন-কার্য ঈসা মসীহের মহিমা প্রকাশ করে (ইউ ১:১৪; ইশা ৩৫:১-২; যোয়েল ৩:১৮; আমোস ৯:১৩)।

২:১২ নেমে গেলেন। গালীল সাগরের তীরবর্তী হওয়ায় কফরনাহূম কান্না নগরের চেয়ে নিচু এলাকায় অবস্থিত।

২:১৩ ঈদুল ফেসাখ। হিজ ১২:২ আয়াত দেখুন। এই ঈদ ইহুদী বছরের প্রথম মাসে অনুষ্ঠিত হত। এই ঈদের মধ্য দিয়েই ইসরাইলের ধর্মীয় বর্ষপঞ্জির সূচনা হয়। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে নতুন বছরের ঈদগুলো স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতিতে নব জীবনের সঞ্চার ঘটাতো। ধর্মীয় নববর্ষ হিসেবে এই ঈদটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিত যে, আল্লাহ্‌র লোক হিসেবে তাদের জীবন তাঁর অধীনে আছে। এই মাসের কেনানীয় নাম ছিল *আবিব* (হিজ ১৩:৪; ২৩:১৫; ৩৪:১৮; দ্বি.বি. ১৬:১ দেখুন), যার অর্থ 'শস্যের কচি শীষ'। পরবর্তীতে ব্যাবিলনীয় নাম নিশান ব্যবহৃত হয়েছে (নহি ২:১; ইষ্টের ৩:৭ দেখুন)। ইসরাইলের কৃষিকাজের বর্ষপঞ্জি শুরু হত প্রথমে পাকা ফসল কাটার সময় (হিজ ২৩:১৬)।

২:১৪ গরু, ভেড়া ও কবুতর। বায়তুল মোকাদ্দসে কোরবানী করার জন্য এসব পশু প্রয়োজন হত। যে সমস্ত ইহুদীরা দূর থেকে আসতো, তাদেরকে বায়তুল মোকাদ্দসের নিকটস্থ স্থান থেকে কোরবানী করার জন্য পশু কিনতে হত। সে সময় ব্যবসায়ীরা বায়তুল মোকাদ্দসের বাইরের প্রাঙ্গণে এই পশুগুলো বিক্রি করছিল, যেখানে পরজাতীয়রা মুনাজাত করার জন্য আসতে পারতো।

মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়কারীরা। বায়তুল মোকাদ্দসে দান দেওয়ার জন্য জেরুশালেমে প্রচলিত মুদ্রা দিতে হত, এই কারণে সেখানে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা হত (মার্ক ১১:১৫ আয়াতের নোট দেখুন); কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দসের মধ্যে বসে তাদের ব্যবসা করা উচিত ছিল না।

২:১৯ এই এবাদতখানা। ইহুদীরা চিন্তা করেছিল যে, ঈসা মসীহ্ আক্ষরিক অর্থে বায়তুল মোকাদ্দসের কথা বোঝাচ্ছেন; কিন্তু ইউহোন্না আমাদের বলেন যে, তিনি তা করছিলেন না (আয়াত ২১)। কয়েক বছর পর ঈসাকে এ কথা বলার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে, তিনি বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংস করবেন এবং এটিকে আবার তুলবেন (মথি ২৬:৬০; মার্ক ১৪:৫৭-৫৯), এবং বিদ্রূপকারীরা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করার সময় অভিযোগটি বারবার উচ্চারণ করছিল (মথি ২৭:৪০; মার্ক ১৫:২৯)।

২:২১ আপন দেহরূপ বায়তুল-মোকাদ্দস; বায়তুল মোকাদ্দস ও ঈসা মসীহের দেহ উভয়ই আল্লাহ্‌র আবাসস্থল। 'তিন দিন' পরিষ্কারভাবে মসীহের পুনরুত্থানকে বোঝায়। এই কারণে মসীহের পুনরুত্থান ও মণ্ডলীর প্রসারের মাঝে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে।

২:২২ মনে পড়লো। ইউ ১৪:২৬ আয়াত দেখুন। তাঁরা শুধু যে স্মরণ করলেন তা-ই নয়, সেই সাথে আগে কখনো বুঝতে পারেন নি এমন অনেক কিছুর তাৎপর্য তাঁরা সে সময় বুঝতে পারলেন। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, পাক-কিতাব ও ঈসা মসীহের কথা উভয়ই মনে পড়াতে তাঁরা ঈমানে চালিত হলেন। সাহাবীদের ঈমানের ভিত্তি হিসেবে ঈসা মসীহের 'কথা' বা উক্তি পাক-কিতাবের সাথে সমান স্তরে রাখা হয়েছে।

২:২৩ তাঁর নামে ঈমান আনলো। প্রাচীন কালে একজন ব্যক্তির 'নাম' তার পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে সংক্ষেপে প্রকাশ করতো। এখানে কথাটির বিকল্প হিসেবে বলা যায়, 'তাঁর উপরে ঈমান আনলো।'

জানতেন।

নতুন জন্ম ও ঈমান সম্বন্ধে ঈসা মসীহের শিক্ষা

৩ [১] ফরীশীদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর
নাম নীকদীম; তিনি ইহুদীদের এক জন
নেতা। [২] তিনি রাতের বেলায় ঈসার কাছে
আসলেন এবং তাঁকে বললেন, রব্বি, আমরা
জানি, আপনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত
শিক্ষক; কেননা আপনি এই যে সব চিহ্ন-কাজ
সাধন করছেন, আল্লাহ্ সহবর্তী না থাকলে এসব
কেউ করতে পারে না। [৩] জবাবে ঈসা তাঁকে
বললেন, সত্যি সত্যি, আমি তোমাকে বলছি,
নতুন জন্ম না হলে কেউ আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখতে
পায় না। [৪] নীকদীম তাঁকে বললেন, মানুষ বৃদ্ধ
হলে কেমন করে তার জন্ম হতে পারে? সে কি
দ্বিতীয়বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নিতে
পারে? [৫] জবাবে ঈসা বললেন, সত্যি সত্যি, আমি
তোমাকে বলছি, যদি কেউ পানি এবং রূহ্ থেকে
না জন্মে, তবে সে আল্লাহ্‌র রাজ্যে প্রবেশ করতে
পারে না। [৬] দেহ থেকে যা জাত, তা দেহই;
আর রূহ্ থেকে যা জাত, তা রূহ্ই। [৭] আমি যে
তোমাকে বললাম, তোমাদের নতুন জন্ম হওয়া
আবশ্যক, এতে আশ্চর্য জ্ঞান করো না। [৮] বায়ু
যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে এবং তুমি
তার আওয়াজ শুনতে পাও; কিন্তু কোথা থেকে
আসে, আর কোথায় চলে যায়, তা জান না; রূহ্
থেকে জাত প্রত্যেক জন সেরকম। [৯] নীকদীম
জবাবে তাঁকে বললেন, এসব কিভাবে হতে
পারে? [১০] জবাবে ঈসা তাঁকে বললেন, তুমি
ইসরাইলের শিক্ষক হয়েও এসব বুঝতে পারছো
না?
[১১] সত্যি সত্যি, আমি তোমাকে বলছি, আমরা যা
জানি তা বলি এবং যা দেখেছি তার সাক্ষ্য দিই;
আর তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর না।
[১২] আমি দুনিয়াবী বিষয়ের কথা বললে, তোমরা

৬:৬১,৬৪; ১৩:১১।
[৩:২] মথি ২৩:৭; আঃ ১১; ইউ ২:১১; ১০:৩৮; ১৪:১০,১১; প্রেরিত ২:২২; ১০:৩৮।
[৩:৫] প্রেরিত ২২:১৬; তীত ৩:৫।
[৩:৬] ইউ ১:১৩; ১করি ১৫:৫০।
[৩:৮] ১করি ২:১৪-১৬।
[৩:১১] ইউ ১:১৮; ৭:১৬,১৭; আঃ ৩২।

৩:১ ফরীশীদের মধ্যে এক ব্যক্তি। মথি ৩:৭; মার্ক ২:১৬; লূক ৫:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:২ রাতের বেলায়। হতে পারে প্রকাশ্য দিবালোকে ঈসা মসীহের কাছে আসতে নীকদীম ভয় পেয়েছিলেন; অথবা তিনি চেয়েছিলেন দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আলাপ করতে, যা দিনের বেলায় ঈসা মসীহের চারপাশে জনতার প্রচণ্ড ভিড় থাকায় দুঃসাধ্য ছিল। ঈসা মসীহ্‌কে দাফন করার সময় মূল্যবান সুগন্ধি নিয়ে প্রকাশ্যে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কারণে বোঝা যায় যে, ইতিমধ্যেই তিনি ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনেছিলেন (ইউ ১৯:৩৯-৪০)।

আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত শিক্ষক। সকল ইহুদী শিক্ষকের শিক্ষকতার বেহেশতী স্বীকৃতির প্রমাণ নেই, কারণ তাদের কর্তৃত্ব আইন শিক্ষালয়ের রীতি অনুসারে আরোপিত হত। লক্ষ্যণীয় যে, 'চিহ্ন-কাজের' মারফত নীকদীম ঈসা মসীহের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুমোদন উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুত এখানে তিনি ঈসা মসীহের মসীহত্বকে স্বীকার করছেন।

৩:৩ নতুন জন্ম। মূল গ্রীক শব্দটির আরেকটি অর্থ হতে পারে 'উপর হতে জন্ম'। ঈসা মসীহের নাজাত দানের সাথে এই উভয় অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে শুধুমাত্র পুনর্জন্মের প্রয়োজনীতার কথাই বলা হয় নি, বরং সেই সাথে রূহানিক গুরুত্বের প্রসঙ্গও টানা হয়েছে।

৩:৪ দ্বিতীয় বার ... জন্ম নিতে পারে? নীকদীমের এ ধরনের অবিশ্বাসের কারণ সম্ভবত এই যে, বয়স ও অভ্যাসের পরিক্রমায় প্রথাগত রীতি-নীতি তাঁর অন্তরে স্থায়ীভাবে গেঁথে রয়েছে, যে কারণে তাঁর পক্ষে এত সহজে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

৩:৫ পানি এবং রূহ্। এই বাক্যাংশটি বিভিন্ন-ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:- ১. এই অংশটি মূলত 'রূহের নতুন জন্ম' বুঝিয়ে থাকে (আয়াত ৮; তীত ৩:৫); ২. পানি পাক-সাফকরণের উপকরণ; ৩. পানি বাপ্তিস্মের মাধ্যম– ইয়াহিয়ার বাপ্তিস্ম (১:৩১) বা ঈসা মসীহের ও তাঁর সাহাবীদের বাপ্তিস্ম (আয়াত ২২; ৪:১-২)। মূলত 'পানি' বাপ্তিস্মের প্রতীক এবং 'রূহ্' পুনর্জন্মের প্রতীক। আরেকটি সম্ভাবনা হচ্ছে, 'পানি' স্বাভাবিক জন্মকে বোঝায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই অংশটিতে 'রূহ্'-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং 'পানির' উপরে তেমন জোর দেওয়া হয় নি, যেরূপ ৬-৮ আয়াতে দেখা যায়; কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে অনেকে মনে করেন।

৩:৬ দেহ ... রূহ্। শব্দ দু'টি পরস্পর বিপরীতার্থক। পৌলের রচনাসমূহে এ ধরনের শব্দ বেশি রয়েছে, যদিও 'দেহ' শব্দটি পৌলের রচনার মত 'নৈতিক' অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়নি। এটি রূহানিক ও জাগতিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। আমাদের প্রভু এখানে ব্যক্ত করছেন যে, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য সেই উৎস দ্বারা স্থিরীকৃত, যা তাদের জন্ম দান করে।

৩:৭ তোমাকে। মূল গ্রীক শব্দটি বহুবচনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কথা সকলের প্রতি প্রয়োগ করা যায়, কেবল নীকদীম নয়। **আবশ্যক।** কোন ব্যতিক্রম বা বিকল্প পথ নেই।

৩:৮ বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে সেই দিকে বয়ে যায়। এখানে 'বায়ু' এবং 'রূহ্' সমার্থক শব্দ। রূহ্ বায়ুর মত যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করেন, এটাই তাঁর কাজের সার্বভৌম বৈশিষ্ট্য। পাক-রূহ্ সার্বজনীন ও সার্বভৌম, তাঁর সমস্ত গতিবিধি মানবীয় নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে।

৩:১০ ইসরাইলের শিক্ষক। গ্রীক ভাষায় 'শিক্ষক' শব্দটি বহুবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং শব্দটি এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা নিজেদেরকে ইসরাইলের শিক্ষক বলে দাবী করে, এখানে তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন নীকদীম।

৩:১১ আমরা। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে ঈসা মসীহ্ এবং তাঁর সাহাবীদেরকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কথাগুলো ঈসায়ীদের বেলায় সত্য এবং মসীহের বেলায়ও সত্য। ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন। ঈসা মসীহ্ পরিষ্কারভাবে রব্বিবাদী শিক্ষকদের থেকে নিজেকে পৃথক করে দেখিয়েছেন এবং তাদের শিক্ষায় কর্তৃত্বকে অভাবের প্রতি নির্দেশ করেছেন। আবার শুধুমাত্র বক্তব্যটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করার জন্যও বহুবচনে বলা হতে পারে, যা পৌল কখনো কখনো করেছেন।

৩:১২ দুনিয়াবী বিষয়ের ... বেহেশতী বিষয়ের। 'দুনিয়াবী বিষয়' অবশ্যই পূর্ববর্তী শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। 'বেহেশতী

নীকদীম

নীকদীম নামের অর্থ *বিজয়ী লোক*। তিনি ছিলেন একজন ফরীশী নেতা। তিনি প্রথমে এক রাতে প্রভু ঈসার কাছে তাঁর মতাদর্শ সম্পর্কে আরও কিছু জানার জন্য এসেছিলেন, ইউ ৩:১-২১। ঈসা মসীহ্‌ তাকে "নতুন জন্মের" বিষয় বলেছিলেন। তাকে পরে ফরীশীদের সভায় দেখা যায়, যেখানে তিনি ঈসা মসীহের বিরুদ্ধে যে শাস্তির নক্‌শা করা হয়েছিল তার বিরোধিতা করেছিলেন, ইউ ৭:৫০-৫২। তাকে আরেকবার দেখা যায় যখন ঈসা মসীহের লাশ কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি সুগন্ধি তেল নিয়ে এসেছিলেন, ইউ ১৯:৩৯। এরপর তার সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ নেই। তিনি মসীহের সাহাবী হয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ঈসা মসীহের উপরে ঈমান আনা হাতে গোণা কয়েকজন ধর্মীয় নেতার মধ্যে একজন ছিলেন।
- একটি ক্ষমতাশালী ইহুদী পরিষদের সদস্য ছিলেন।
- ঈসার চরিত্র ও তাঁর অলৌকিক কাজে আকৃষ্ট একজন ফরীশী ছিলেন।
- ঈসা মসীহের লাশ নেওয়ার সময় অরিমাথিয়ার ইউসুফের সাথে ছিলেন।

দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- মানুষের ভয়ে প্রকাশ্যে নিজেকে ঈসা মসীহের অনুসারী বলে ঘোষণা দেন নি।

তার জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- নতুন জন্ম না হলে আমরা কখনোই আল্লাহ্‌র রাজ্যের একজন হতে পারি না।
- যাদের মন পরিবর্তন করা আমরা অসম্ভব বলে মনে করি তাদের অন্তর আল্লাহ্‌ স্পর্শ করতে পারেন।
- আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীল ও দীর্ঘসহিষ্ণু।
- যদি আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখি, তাহলে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তাঁর কাজে ব্যবহার করবেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **পেশা:** ধর্মীয় নেতা
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** ঈসা মসীহ্‌, হানন, কায়াফা, পীলাত, অরিমাথিয়ার ইউসুফ।

মূল আয়াত: "নীকদীম তাঁকে বললেন, মানুষ বৃদ্ধ হলে কেমন করে তার জন্ম হতে পারে? সে কি দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নিতে পারে?" (ইউ ৩:৪)

নীকদীমের কথা ইউ ৩:১-২১; ৭:৫০-৫২ ও ১৯:৩৯,৪০ আয়াতে পাওয়া।

BACIB
International Bible CHURCH

যদি বিশ্বাস না কর, তবে বেহেশতী বিষয়ের কথা
বললে কেমন করে বিশ্বাস করবে? ১৩ আর
বেহেশতে কেউ উঠে নি; কেবল যিনি বেহেশতে
থাকেন ও বেহেশত থেকে নেমে এসেছেন, সেই
ইবনুল-ইনসান ছাড়া। ১৪ আর মূসা যেমন
মরুভূমিতে সেই সাপকে উঁচুতে উঠিয়েছিলেন,
তেমনি ইবনুল-ইনসানকেও উঁচুতে তোলা হতে
হবে, ১৫ যেন, যে কেউ তাঁতে ঈমান আনে, সে
অনন্ত জীবন পায়।
১৬ কারণ আল্লাহ্‌ দুনিয়াকে এমন মহব্বত
করলেন যে, তাঁর এক জাত পুত্রকে দান করলেন,
যেন যে কেউ তাঁতে ঈমান আনে সে বিনষ্ট না
হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।
১৭ কেননা আল্লাহ্‌ দুনিয়ার বিচার করতে
পুত্রকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন নি, কিন্তু দুনিয়া
যেন তাঁর দ্বারা নাজাত পায় সেজন্য তিনি তাঁকে
প্রেরণ করেছেন। ১৮ যে তাঁতে ঈমান আনে, তার
বিচার করা যায় না; যে ঈমান আনে না, তাঁর
বিচার হয়ে গেছে, যেহেতু সে আল্লাহ্‌র এক
জাত পুত্রের নামে ঈমান আনে নি। ১৯ আর সেই
বিচার এই যে, দুনিয়াতে নূর এসেছে এবং
মানুষেরা নূর থেকে অন্ধকার বেশি ভালবাসলো,
কেননা তাদের কাজগুলো মন্দ ছিল। ২০ কারণ
যে কেউ মন্দ আচরণ করে, সে নূর ঘৃণা করে
এবং সে নূরের কাছে আসে না, পাছে তার
কাজগুলোর দোষ প্রকাশিত হয়ে পরে। ২১ কিন্তু
যে যা সত্যি তা পালন করে, সে নূরের কাছে
আসে, যেন তার কাজগুলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত
সাধিত বলে প্রকাশ পায়।

ঈসা মসীহের বিষয়ে ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য

২২ তারপর ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা এহুদিয়া দেশে
আসলেন, আর তিনি সেখানে তাঁদের সঙ্গে
থাকলেন এবং বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন। ২৩ আর
ইয়াহিয়াও শালীমের নিকটবর্তী ঐনোন নামে

[৩:১৩] মেসাল ৩০:৪; প্রেরিত ২:৩৪; ইফি ৪:৮-১০।
[৩:১৪] শুমারী ২১:৮,৯।
[৩:১৬] রোমীয় ৫:৮; ৮:৩২; ২:৪; ১; ইউ ৪:৯,১০; ৬:২৯,৪০; ইশা ৯:৬; ইউ ১:১৮।
[৩:১৭] ইশা ৫৩:১১; রোমীয় ১১:১৪।
[৩:১৮] ১ইউ ৪:৯।
[৩:১৯] ইউ ১:৪; জবুর ৫২:৩; ইউ ৭:৭।
[৩:২০] ইফি ৫:১১,১৩।
[৩:২২] ইউ ৪:২।

বিষয়' হচ্ছে সেই সত্য, যা পৃথিবীতে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারে না।

৩:১৩ বেহেশতে কেউ উঠে নি ... নেমেছেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, এটি হচ্ছে সেই অবস্থান, যেখান থেকে ঈসা মসীহ্‌ অবতরণ করেছেন এবং যে অবস্থানে তিনি বেহেশতারোহণের পর ফিরে গিয়েছিলেন। 'নেমেছেন' বলতে অবশ্যই তাঁর মাংসে মূর্তিমান হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

ইবনুল-ইনসান। ঈসা মসীহের পছন্দসই পরিচিতিমূলক উপাধি (মার্ক ৮:৩১; লূক ৬:৫; ১৯:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

যিনি বেহেশতে থাকেন। এই বাক্যাংশটিকে মসীহের পূর্ব-অস্তিত্ব অর্থে ব্যাখ্যা করা যায় এবং এটি তাঁর বেহেশতী কর্তৃত্ব তুলে ধরে।

৩:১৪ উঁচুতে উঠিয়েছিলেন। ১২:৩১-৩২ আয়াতের নোট দেখুন। পুরাতন নিয়মে মূসা ও পিতলের তৈরি সাপের ঘটনা (শুমারী ২১:৮,৯) দ্বারা এই দুনিয়াতে ইবনুল-ইনসানের পরিচর্যা কাজ রূপায়িত হয়েছে। উচ্চীকৃত করা স্পষ্টভাবে ক্রুশে বিদ্ধ করা বোঝায়, মহিমান্বিতকরণ নয়। পিতলের সাপ উত্তোলন করার কারণ ছিল, ইসরাইলরা যেন সাপের আঘাত ও বিষের মৃত্যুজনক কষ্ট স্মরণ করে অনুতাপ করতে পারে। আল্লাহ্‌ তাদের গুনাহ্‌ দেখালেন। ক্রুশে ঈসা মসীহের মৃত্যুর যন্ত্রণাকেও আমাদের সেভাবে দেখা প্রয়োজন।

হতে হবে। আবশ্যকতা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ এই ঘটনা অবশ্যই ঘটাবেন এবং আমাদেরকে অবশ্যই তা বিশ্বাস করতে হবে।

৩:১৫ অনন্ত জীবন। আল্লাহ্‌র সাথে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ সহভাগিতা, যা অনন্ত কালের জন্য বিদ্যমান থাকবে।

৩:১৬ আল্লাহ্‌ দুনিয়াকে এমন মহব্বত করলেন। এ এক মহান সত্য, যা আল্লাহ্‌র নাজাতের পরিকল্পনার মূল অনুপ্রেরণা (১ ইউ ৪:৯-১০)।

দুনিয়া। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বা হয়তোবা সমস্ত সৃষ্টি (১:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

একজাত পুত্র। ইউ ১:১৪,১৮; পয়দা ২২:২,১৬; রোমীয় ৮:৩২ আয়াতের সাথে তুলনা করুন। হিজ ৪:২২-২৩; দ্বি.বি. ১৪:১; ৩২:৫-৬; জবুর ৭৩:১৫; ৮২:৬; হোসিয়া ১:১০; মালাখি ১:৬ আয়াত দেখুন, যেখানে ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্‌ তাঁর সন্তান বলে ব্যক্ত করেছেন; একে এক রূহানিক সম্পর্ক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইসরাইল সম্মিলিত জাতিগত অর্থে আল্লাহ্‌কে পিতা বলেছে, কিন্তু ঈসা একক ও ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহকে পিতা বলেন। যদিও সকল ঈমানদারদের 'আল্লাহ্‌র পুত্র' বলা হয়েছে (২ করি ৬:১৮; প্রকা ২১:৭), তথাপি ঈসা অতুলনীয়ভাবে আল্লাহ্‌র একজাত পুত্র।

পুত্রকে দান করলেন ... অনন্ত জীবন পায়। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র ভালবাসা সার্বজনীন। এই ভালবাসার প্রকাশ ত্যাগস্বীকারমূলক। এর উদ্দেশ্য ঈমানদারদের অনন্ত জীবন দান করা। এখানে 'পায়' শব্দটি বর্তমান কাল হিসেবে উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, ঈমানদারদের সেই অনন্ত জীবন বর্তমানে রয়েছে (ইশা ৯:৬ দেখুন)।

৩:১৮ ঈমান আনে ... ঈমান আনে না। ইউহোন্না ক্ষণিকের বিশ্বাস ও সন্দেহ সম্পর্কে বলছেন না, কিন্তু অবরিত ও স্থায়ী মনোভাবের কথা বলছেন। ইঞ্জিল শরীফে ঈমান বুদ্ধিবৃত্তিক সম্মতির চেয়েও বেশি কিছু বোঝায়। গ্রীক ভাষায় শব্দটির (*পিসতিস*) অর্থ হচ্ছে অনুগত, প্রতিশ্রুত, আস্থা, নির্ভরতা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপরে।

৩:১৯ নূর ... অন্ধকার। ইউ ১:৫ আয়াত দেখুন। মন্দ কাজ সুনির্দিষ্টভাবে অন্ধকারের সাথে সম্পর্কিত; নূর বা আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশি পছন্দ করার ফলে মানুষের উপরে শাস্তি নেমে আসবে (আয়াত ১৬)।

৩:২০ পাছে তার কর্ম সকলের দোষ ব্যক্ত হয়। মানুষের অন্ধকারকে ভালবাসে তার অপকর্ম লুকানোর জন্য। অন্যদিকে যাদের কাজ সত্য, তারা আলোকে স্বাগত জানায় যেন সে তা প্রকাশ করতে পারে।

৩:২২ বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন। ইউ ৪:২ অনুসারে প্রকৃতপক্ষে মসীহের সাহাবীরা বাপ্তিস্ম দিতেন। ইয়াহিয়ার কাজ ও ঈসা মসীহের কাজের ঐতিহাসিক সম্পর্ক এখানে বিবৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী সুসমাচারগুলোর সাথে সাদৃশ্য বিচারে বলা যায় যে, ঈসা মসীহ্‌ সে সময় ইয়াহিয়ার মতই মন পরিবর্তনের সুসমাচার তবলিগ করছিলেন।

৩:২৩ ঐনোন। সম্ভবত জর্ডানের পশ্চিমে স্কিথোপলি (বেথ-শান) এর প্রায় আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

BACIB International Bible CHURCH

একটি স্থানে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, কারণ সেই স্থানে
অনেক পানি ছিল; ২৪ আর লোকেরা এসে বাপ্তিস্ম
গ্রহণ করতো, কারণ তখনও ইয়াহিয়া কারাগারে
নিক্ষিপ্ত হন নি।
২৫ তখন এক জন ইহুদীর সঙ্গে পাক-
পবিত্রকরণ বিষয়ে ইয়াহিয়ার সাহাবীদের তর্ক
হল। ২৬ পরে তারা ইয়াহিয়ার কাছে এসে তাঁকে
বললো, রব্বি, যিনি জর্ডান নদীর ওপারে আপনার
সঙ্গে ছিলেন, যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছেন,
দেখুন, তিনি বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন এবং সকলে তাঁর
কাছে যাচ্ছে। ২৭ ইয়াহিয়া জবাবে বললেন,
বেহেশত থেকে মানুষকে যা দেওয়া হয়েছে, তা
ছাড়া সে আর কিছুই গ্রহণ করতে পারে না।
২৮ তোমরা নিজেরাই আমার সাক্ষী যে, আমি
বলেছি, আমি সেই মসীহ্ নই, কিন্তু তাঁর আগে
প্রেরিত হয়েছি। ২৯ যে ব্যক্তি কন্যাকে পেয়েছে,
সেই বর; কিন্তু বরের বন্ধু যে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা
শোনে, সে বরের গলার আওয়াজ শুনে অতিশয়
আনন্দিত হয়; অতএব আমার এই আনন্দ পূর্ণ
হল। ৩০ তাঁকে বৃদ্ধি পেতে হবে, কিন্তু আমাকে
হ্রাস পেতে হবে।

যিনি বেহেশত থেকে আসেন

৩১ যিনি উপর থেকে আসেন, তিনি সর্বপ্রধান; যে
দুনিয়া থেকে, সে দুনিয়াবী এবং দুনিয়ারই কথা
বলে; যিনি বেহেশত থেকে আসেন, তিনি
সর্বপ্রধান। ৩২ তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন,
তারই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর তাঁর সাক্ষ্য কেউ
গ্রহণ করে না। ৩৩ যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে,
সে এতে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ সত্য।
৩৪ কারণ আল্লাহ্ যাঁকে প্রেরণ করেছেন, তিনি
আল্লাহ্‌র কালাম বলেন; কারণ আল্লাহ্ রূহ্‌কে
মেপে দেন না। ৩৫ পিতা পুত্রকে মহব্বত করেন
এবং সমস্তই তাঁর হাতে দিয়েছেন। ৩৬ যে কেউ
পুত্রের উপর ঈমান আনে, সে অনন্ত জীবন

[৩:২৬] মথি ২৩:৭; ইউ ১:৭।
[৩:২৮] ইউ ১:২০,২৩।
[৩:২৯] মথি ৯:১৫; ইউ ১৬:২৪; ১৭:১৩; ফিলি ২:২; ১ইউ ১:৪; ২ইউ ১২।
[৩:৩১] আঃ ১৩; ইউ ৮:২৩; ১ইউ ৪:৫।
[৩:৩২] ইউ ৮:২৬; ১৫:১৫; আঃ ১১।
[৩:৩৪] লূক ৪:১৮; প্রেরিত ১০:৩৮।
[৩:৩৫] মথি ২৮:১৮।
[৩:৩৬] আঃ ১৫; ইউ ৫:২৪; ৬:৪৭।

৩:২৫ পাক-পবিত্রকরণ বিষয়ে ... তর্ক হল। ডেড সী স্ক্রোল থেকে দেখা যায় যে, কিছু কিছু ইহুদী আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র হওয়ার জন্য এবং সৎ পথে থাকতে গভীরভাবে চেষ্টা করতো।

৩:২৬ সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইউ ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন। ইয়াহিয়ার সাহাবীরা জানতো যে, তিনি ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন; কিন্তু তারা তাদের শিক্ষককে ভালবাসতো এবং এই কারণে তারা ঈসা মসীহের কৃতকার্যতায় ঈর্ষান্বিত ছিল।

৩:২৭ বেহেশত থেকে ... গ্রহণ করতে পারে না। কথাটি ঈসা ও ইয়াহিয়া উভয়ের বেলায় সত্য। উভয়েই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই সুসমাচারে 'দেওয়া' ক্রিয়াটি ৭৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে; বিশেষভাবে পিতা পুত্রকে যে সমস্ত দান দিয়েছেন, সে সবের বেলায়। এটি ছিল ঈসা মসীহের বেহেশতী কর্তৃত্ব প্রকাশক, যা অন্য কেউ নিয়ে নিতে পারে না।

৩:২৯ বর। বিবাহ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি; এখানে ঈসাকে বোঝানো হচ্ছে। মিত্র বা বরের সঙ্গী সেখানে রয়েছেন কেবলমাত্র বরকে সাহায্য করার জন্য, যা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার ভূমিকাকে বর্ণনা করে।

অতিশয় আনন্দিত হয়। তিনি নিজে মঞ্চে উপবিষ্ট থাকার কারণে নয়, কিন্তু বর সেখানে আছেন বলেই আনন্দিত। ইয়াহিয়ার আনন্দ ঈসা মসীহের কৃতকার্যতায় পূর্ণ হয়। ইয়াহিয়া নিজের কাজকে কেবল প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে দেখেন, যা বরের সঙ্গীর কাজের মত। তার কাজ হচ্ছে বরের আনন্দে আনন্দিত হওয়া (মথি ২২ ও ২৫ অধ্যায় দেখুন)। মসীহের কনে হিসেবে মণ্ডলীর ধারণা অন্যান্য স্থানে, বিশেষভাবে ইফি ৫:২২-৩৩ আয়াতে স্পষ্টত দেখা যায়।

৩:৩০ তাঁকে বৃদ্ধি পেতে হবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পেতে হবে। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়াকে ঈসা মসীহের জন্য পথ প্রস্তুত করতে পাঠানো হয়েছে এবং এখানে তাঁর অবস্থানকে পুনঃনিশ্চিত করা হয়েছে।

৩:৩১ যিনি উপর থেকে আসেন। ঈসা মসীহ্, যিনি বেহেশত থেকে এসেছেন (১ করি ১৫:৪৭)।

যে দুনিয়া থেকে। এটি একটি সাধারণ প্রকাশভঙ্গি, যা যে কারও বেলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে; কিন্তু এখানে সম্বোধনটি বিশেষত বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

৩:৩২ তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন। ঈসা মসীহ্ তাঁর বেহেশতী অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা দিয়েছেন।

কেউ গ্রহণ করে না। এ বোঝানো হচ্ছে না যে, তিনি যা বলেছেন তা কোন ব্যক্তি গ্রহণ করে নি (আয়াত ৩৩ দেখুন), কিন্তু সাধারণ অর্থে লোকেরা তাঁর শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৩:৩৩ যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে। যখন কেউ মসীহের সাক্ষ্য গ্রহণ করে, তখন সে এই সত্য গ্রহণ করে যে, ঈসা মসীহ্ বেহেশত থেকে এসেছেন এবং দুনিয়ার নাজাতের জন্য আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে কাজ করছেন। এর মাধ্যমে তিনি সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্ সত্যবাদী।

৩:৩৪ আল্লাহ্ যাঁকে প্রেরণ করেছেন। সমস্ত নবীকেই আল্লাহ্ প্রেরণ করে থাকেন। সাধারণ মানুষ এটাই বিশ্বাস করে। তাই যারা ঈসা মসীহ্‌কে একজন নবী বলে মনে করত তাদের মনেও এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, ঈসাকে আল্লাহ্‌ই প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এখানে ঈসা নিজের প্রসঙ্গে কথা বলেছেন যিনি শুধু নবী নন কিন্তু মসীহ্ হিসাবে যিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন তিনিই তাঁকে প্রেরণ করেছেন।

মেপে দেন না। কেউ কেউ মনে করে যে, আল্লাহ্ কেবল ঈসাকেই অপরিমেয়ভাবে রূহ্ দান করেছেন। আল্লাহ্ সকলকে তাদের প্রাপ্য অনুসারে প্রচুর পরিমাণে পাক-রূহ্ দান করেন। এখানে 'মেপে দেন না'-এর প্রকৃত অর্থ হবে 'অবারিতভাবে' দেন। ৩৫ আয়াত দ্বারা এ অর্থ পরিস্কার করা হয়েছে, যা পুত্রের প্রতি পিতার দানের কথা বলে।

৩:৩৫ সমস্তই তাঁর হাতে দিয়েছেন। মসীহের উৎকৃষ্টতা প্রকাশ করা হয়েছে; কেবল সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নয়, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে (ইউ ৫:২২,২৭; ৫:২৬; ১২:৪৯; ১৭:২; ১৭:২৪ দেখুন)।

৩:৩৬ অনন্ত জীবন পেয়েছে। অনন্ত জীবন বর্তমানেই প্রাপ্য এক অধিকার; এই জীবন ঈমানদারগণ পরবর্তীতে লাভ করবেন এমন নয় (১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

পেয়েছে; কিন্তু যে কেউ পুত্রকে অমান্য করে, সে
জীবন দেখতে পাবে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র গজব
তার উপরে অবস্থিতি করবে।

ঈসা মসীহ্‌ ও সামেরিয়ার এক জন স্ত্রীলোক

৪ [1] ঈসা যখন জানলেন যে, ফরীশীরা
শুনেছে, 'ঈসা ইয়াহিয়ার চেয়ে বেশি সাহাবী
করেন এবং বাপ্তিস্ম দেন'– [2] কিন্তু ঈসা নিজে
বাপ্তিস্ম দিতেন না, তাঁর সাহাবীরাই দিতেন–
[3] তখন তিনি এহুদিয়া ত্যাগ করলেন এবং
পুনর্বার গালীলে চলে গেলেন, [4] আর সামেরিয়ার
মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হল। [5] তাতে তিনি শুখর
নামক সামেরিয়ার একটি নগরের কাছে গেলেন;
ইয়াকুব তাঁর পুত্র ইউসুফকে যে ভূমি দান
করেছিলেন, সেই নগর তার নিকটবর্তী। [6] আর
সেই স্থানে ইয়াকুবের কূপ ছিল। তখন তিনি
পথশ্রান্ত হওয়াতে সেই কূপের পাশেই বসলেন।
বেলা তখন অনুমান ষষ্ঠ ঘটিকা। সামেরিয়ার এক
জন স্ত্রীলোক সেই কূপ থেকে পানি তুলতে
আসল।
[7] ঈসা তাকে বললেন, আমাকে পান করার পানি
দাও। [8] কেননা তাঁর সাহাবীরা খাদ্য ক্রয় করতে
নগরে গিয়েছিলেন। [9] তাতে সামেরীয় স্ত্রীলোকটি
বললো, আপনি ইহুদী হয়ে কেমন করে আমার
কাছে পান করার পানি চাচ্ছেন? আমি তো
সামেরীয় স্ত্রীলোক। –কেননা সামেরীয়দের সঙ্গে
ইহুদীদের কোন দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নেই।–
[10] জবাবে ঈসা তাকে বললেন, তুমি যদি
জানতে, আল্লাহ্‌র দান কি, আর কে তোমাকে
বলছে, 'আমাকে পান করার পানি দাও', তবে
তাঁরই কাছে তুমি যাচ্ঞা করতে এবং তিনি
তোমাকে জীবন্ত পানি দিতেন। [11] স্ত্রীলোকটি তাঁকে
বললো, হুজুর, পানি তুলবার কোন পাত্র আপন-
ার কাছে নেই, কূপটিও গভীর; তবে সেই জীবন্ত
পানি কোথা থেকে পেলেন? [12] আমাদের
পূর্বপুরুষ ইয়াকুব থেকে কি আপনি মহান?
তিনিই আমাদেরকে এই কূপ দিয়েছেন, আর এর
পানি তিনি নিজে ও তাঁর পুত্ররা পান করতেন,
তাঁর পশুপালও পান করতো। [13] জবাবে ঈসা
তাকে বললেন, যে কেউ এই পানি পান করে,
তার আবার পিপাসা পাবে; [14] কিন্তু আমি যে
পানি দেব, তা যে কেউ পান করে, তার পিপাসা
আর কখনও হবে না; বরং আমি তাকে যে পানি
দেব, তা তার অন্তরে এমন পানির ফোয়ারা
হবে, যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত উথলে উঠবে।
[15] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললো, হুজুর, সেই পানি
আমাকে দিন, যেন আমার পিপাসা না পায় এবং
পানি তুলবার জন্য এতটা পথ হেঁটে আসতে না
হয়।

[৪:১] ইউ ৩:২২,২৬।
[৪:৩] লূক ৭:১৩; ইউ ৩:২২।
[৪:৫] পয়দা ৩৩:১৯; ইউসা ২৪:৩২।
[৪:৮] আঃ ৫,৩৯।
[৪:৯] মথি ১০:৫।
[৪:১০] ইয়ার ২:১৩; ১৭:১৩; ইশা ৪৪:৩; ৫৫:১; জাকা ১৪:৮; ইউ ৭:৩৭,৩৮; প্রকা ৭:১৭; ২১:৬; ২২:১,১৭।
[৪:১২] আঃ ৬।
[৪:১৪] ইউ ৬:৩৫; ৭:৩৮; ইশা ১২:৩; ৫৮:১১; মথি ২৫:৪৬।
[৪:১৫] ইউ ৬:৩৪।

আল্লাহ্‌র গজব। আল্লাহ্‌ সমস্ত মন্দের ঘোর বিরোধী। ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারে 'গজব' শব্দটি শুধুমাত্র এই আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে (রোমীয় ১:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

অবস্থিতি করবে। গুনাহ্‌গারের উপর থেকে আল্লাহ্‌র গজব কখনও নির্বাপিত হবে না কিংবা তা ক্রমশ হ্রাস পাবে না; মন্দতার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র ক্রোধ সর্বদাই স্থায়ী।

৪:১ ফরীশীরা শুনেছে। ইহুদী ফরীশীরা বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল (১:২৪ আয়াতের নোট দেখুন) এবং এখন তারা ঈসা মসীহের প্রতিও মনোযোগ দিচ্ছে।

৪:২ তাঁর সাহাবীরাই দিতেন। সাহাবীরা ঈসা মসীহের অনুমোদন নিয়ে বা তাঁর পক্ষে বাপ্তিস্ম দিতেন (৩:২২)।

৪:৩ এহুদিয়া ত্যাগ করলেন। সফলতার কারণে ঈসা মসীহ্‌ এহুদিয়া থেকে চলে যেতে বাধ্য হলেন (যা বাধা সৃষ্টি করে, ইউ ৭:১), ব্যর্থতার কারণে নয়।

৪:৪ সামেরিয়া। এখানে সম্পূর্ণ অঞ্চল, কেবল নগর নয়। ইহুদীরা প্রায়ই জর্ডান পার হয়ে এবং পূর্ব পাশের দিকে ভ্রমণ করে সামেরিয়া এড়িয়ে চলতো (মথি ১০:৫; লূক ৯:৫২ আয়াতের নোট দেখুন)।

তাঁকে যেতে হল। আবশ্যকতা ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের মূল নীতি, ভৌগলিক প্রেক্ষাপট নয়।

৪:৫ শুখর। শিখিমের নিকটবর্তী একটি ছোট গ্রাম। ইয়াকুব শিখিমের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কিছু জমি কিনেছিলেন (পয়দা ৩৩:১৮-১৯) এবং সেই জমি তিনি পরবর্তীতে ইউসুফকে দিয়েছিলেন (পয়দা ৪৮:২১-২২)।

৪:৬ ইয়াকুবের কূপ। কিতাবুল মোকাদ্দসের আর কোথাও এই কূপের উল্লেখ নেই।

ষষ্ঠ ঘটিকা। প্রায় দুপুর ১২টা।

৪:৭ পানি তুলতে। লোকেরা স্বাভাবিকভাবে দিনের শেষ দিকে অর্থাৎ দিনের সবচেয়ে ঠাণ্ডা সময়ে পানি তুলতো, দিনের মধ্যে দুপুরের গরমে নয় (পয়দা ২৪:১১ দেখুন)।

৪:৯ সামেরীয়দের ... সম্পর্ক নেই। একজন ইহুদী আনুষ্ঠানিকভাবে নাপাক হয়ে পড়তো, যদি সে কোন সামেরীয় ব্যক্তির ছোঁয়া পানীয়ের পাত্র ব্যবহার করত; কারণ ইহুদীরা মনে করতো যে, সকল সামেরীয় 'নাপাক' ছিল।

৪:১০ আল্লাহ্‌র দান। দান বলতে মসীহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দত্ত অনুগ্রহ বোঝানো হয়েছে। ঈসা মসীহ্‌ জীবন দেন এবং তা তিনি বিনামূল্যেই দেন। 'দান' শব্দটি প্রেরিতদের কার্যবিবরণী কিতাবে বা পত্রসমূহে সবসময় বেহেশতী দান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌র রূহ্‌কে দানরূপে দেখানো হচ্ছে, ঠিক যেরূপ প্রেরিত কিতাবে দেখানো হয়েছে।

কে তোমাকে বলছে। রূহের দান কেবল ঈসা মসীহ্‌ দিতে পারেন। যদি সেই স্ত্রীলোক জানতো যে, ঈসা মসীহের এরূপ দান দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে, তাহলে সে তার অনুরোধ পরিবর্তন করতো।

জীবন্ত পানি। ইউ ৭:৩৮-৩৯ আয়াতে এর মধ্য দিয়ে পাক-রূহ্‌কে বোঝানো হয়েছে, কিন্তু এখানে এটি জীবন বোঝায় (আয়াত ১৪ দেখুন)। পুরাতন নিয়মে রূপক অর্থে শব্দটি পাওয়া যায় (মেসাল ১৩:১৪; ইয়ার ১৭:১৩; জাকা ১৪:৮ দেখুন)।

৪:১২ পূর্বপুরুষ ইয়াকুব। অতীতের সম্মান এই স্ত্রীলোকটিকে তার সামনে বর্তমান মহান সুযোগ দেখতে বাধা দিচ্ছিল।

৪:১৪ উথলে উঠবে। প্রকাশভঙ্গিটি খুব তেজস্বী, যার অর্থ 'কেঁপে ওঠা'। ঈসা মসীহ্‌ এখানে বেগমান, প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনের

BACIB
International Bible
CHURCH

[১৬] ঈসা তাকে বললেন, যাও, তোমার স্বামীকে
এখানে ডেকে নিয়ে এসো। [১৭] স্ত্রীলোকটি জবাবে
তাঁকে বললো, আমার স্বামী নেই। [১৮] ঈসা তাকে
বললেন, তুমি ভালই বলেছ তোমার স্বামী নেই;
কেননা ইতোমধ্যে তোমার পাঁচটি স্বামী হয়ে
গেছে, আর এখন তোমার যে আছে, সে তোমার
স্বামী নয়; এই কথা সত্যি বলেছ। [১৯] স্ত্রীলোকটি
তাঁকে বললো, হুজুর, আমি দেখছি যে, আপনি
এক জন নবী। [২০] আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই
পর্বতে এবাদত করতেন, আর আপনারা বলে
থাকেন, যে স্থানে এবাদত করা উচিত, সে স্থানটি
জেরুশালেমেই আছে। [২১] ঈসা তাকে বলেন, হে
নারী, আমার কথায় বিশ্বাস কর; এমন সময়
আসছে, যখন তোমরা না এই পর্বতে, না
জেরুশালেমে পিতার এবাদত করবে। [২২] তোমরা
যা জান না, তার এবাদত করছো; আমরা যা
জানি, তার এবাদত করছি, কারণ ইহুদীদের মধ্য
দিয়েই নাজাত পাবার উপায় এসেছে। [২৩] কিন্তু
এমন সময় আসছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন
প্রকৃত এবাদতকারীরা রূহে ও সত্যে পিতার
এবাদত করবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এরকম
এবাদতকারীদেরই খোঁজ করেন। [২৪] আল্লাহ্
রূহ্; আর যারা তাঁর এবাদত করে, তাদেরকে
রূহে ও সত্যে এবাদত করতে হবে।
[২৫] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বললো, আমি জানি, মসীহ্,
যাঁকে অভিষিক্ত বলে, তিনি আসছেন, তিনি যখন
আসবেন, তখন আমাদেরকে সকলই জানাবেন।
[২৬] ঈসা তাকে বললেন, তোমার সঙ্গে কথা বলছি
যে আমি, আমিই তিনি।
[২৭] এই সময় তাঁর সাহাবীরা আসলেন এবং

[৪:১৯] মথি ২১:১১।
[৪:২০] দ্বি:বি: ১১:২৯; ইউসা ৮:৩৩; লূক ৯:৫৩।
[৪:২১] ১৬:২; মালাখি ১:১১; ১তীম ২:৮।
[৪:২২] ২বাদশা ১৭:২৮-৪১; ইশা ২:৩; রোমীয় ৩:১,২; ৯:৪,৫; ১৫:৮,৯।
[৪:২৩] ১৬:৩২; ফিলি ৩:৩।
[৪:২৪] ফিলি ৩:৩।
[৪:২৫] মথি ১:১৬।
[৪:২৭] আঃ ৮।

কথা বলছেন (ইউ ১০:১০ দেখুন)।

৪:১৮ পাঁচটি স্বামী। ইহুদীরা মনে করতো যে, একজন স্ত্রীলোক বেশি হলে দু'বার বা সর্বোচ্চ তিনবার তালাকপ্রাপ্তা হতে পারে। যদি সামেরীয়দের মধ্যে এই একই রীতি থাকে, তাহলে মহিলাটির জীবন ভীষণভাবে অনৈতিক ছিল। আবার দেখা যায় সে তার বর্তমান স্বামীকে প্রকৃত অর্থে বিয়ে করে নি।

৪:১৯ আপনি একজন নবী। মসীহের বিশেষ দূরদৃষ্টির কারণে এই উপাধি তাঁকে দেওয়া হল।

৪:২০ এই পর্বতে। এবাদতের সঠিক স্থান নিয়ে ইহুদী ও সামেরীয়দের মধ্যে বহুদিন যাবত এক তর্কের বিষয় হয়ে আসছিল। সামেরীয়রা মনে করতো যে, 'এই পর্বত' অর্থাৎ গরিষীম পর্বত বিশেষভাবে পবিত্র। ইব্রাহিম ও ইয়াকুব সাধারণ এলাকায় কোরবানগাহ্ নির্মাণ করেছিলেন (পয়দা ১২:৭; ৩৩:২০) এবং লোকেরা এই পর্বত থেকে দোয়া পেয়ে আসছে (দ্বি.বি. ১১:২৯; ২৭:১২)। সামেরীয়দের কিতাবে গরিষীম পর্বত হচ্ছে সেই পর্বত, যার উপর মূসা কোরবানগাহ্ নির্মাণের আদেশ করেছিলেন (দ্বি.বি. ২৭:৪-৬)। সামেরীয়রা ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গরিষীম পর্বতে একটি এবাদতখানা নির্মাণ করেছিল, যেটি ১২৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের দিকে ইহুদীরা ধ্বংস করে দিয়েছিল। সামেরীয়দের কাছে গরিষীম পর্বত এবং ইহুদীর নিকট জেরুশালেম সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৪:২১ এমন সময় আসছে। বর্তমানে সময় বিরোধের, কিন্তু এমন এক সময় আসছে যখন এ কথা স্পষ্ট হবে যে, এবাদতের জন্য ভৌগলিক স্থান বিবেচ্য বিষয় নয়, রূহানিক পবিত্রতাই মূল বিবেচ্য বিষয় (আয়াত ২৩)। স্থান নিয়ে বিরোধ সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক।

৪:২২ তোমরা যা জান না, তার এবাদত করছো। সামেরীয় পাক-কিতাবে কেবল মূসার পাঁচটি কিতাব রয়েছে। তারা সত্যিকার আল্লাহ্‌র এবাদত করতো বটে, কিন্তু তাঁর প্রত্যাদেশের অধিকাংশ সংরক্ষণে তাদের ব্যর্থতা বোঝায় যে, তারা তাঁর সম্পর্কে খুবই কম জানতো।

ইহুদীদের মধ্য দিয়েই নাজাত। মসীহ্ হবেন একজন ইহুদী বংশোদ্ভূত ব্যক্তি যাঁর মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীতে নাজাত আসবে।

৪:২৩ এমন সময় ... এখনই উপস্থিত। এখন এমন কিছু নেই যা ইহুদী কি 'রূহে ও সত্যে' এবাদত করা থেকে দূরে রাখতে পারে। সত্যের সাথে রূহ্‌কে সম্পর্কিত করা 'সত্যিকার এবাদতকারীর' ধর্ম। এবাদতের জন্য মূল গুরুত্ব আরোপ করতে হবে রূহের উপর, যা পরবর্তী আয়াতে দেখা যায়।

বাস্তবিক পিতা ... খোঁজ করেন। সত্যিকার এবাদত রূহানিক হওয়ার মূল কারণ আল্লাহ্‌র স্বভাবে পাওয়া যায়। তিনি সেরকম এবাদতকারীদের চান যারা কেবল তাঁর নিজের স্বভাবের অনুসারী।

৪:২৪ রূহে ও সত্যে এবাদত করতে হবে। ঈসা মসীহ্ এই আয়াতে দু'টি বিষয় শিক্ষা দিতে চেয়েছেন:

(১) "রূহে"– যে অবস্থায় পৌঁছালে আমরা প্রকৃত এবাদত করতে পারি। যদি কেউ আল্লাহ্‌র কাছে আসতে চায় তবে তাকে প্রকৃত আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ্‌র কাছে আসতে হবে ও পাক-রূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

(২) "সত্যে"– মসীহ্‌ই আল্লাহ্‌র সত্য যেখানে মিথ্যা ও অন্ধকার বাস করে না। মসীহ্ আমাদের মধ্যে থাকলে আমাদের মধ্যে সত্য বাস করে। সুতরাং সত্যে এবাদত করার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর মধ্যে অবস্থান করতে পারি।

৪:২৫ মসীহ্ ... সকলই জ্ঞাত করবেন। মহিলাটির সর্বশেষ চেষ্টা ছিল আলোচনাটি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া। সামেরীয়রা একজন মসীহের আশা করছিল বটে; কিন্তু তৌরাত শরীফ ব্যতীত আর কোন কিতাব গ্রহণ না করায় বোঝা যায় যে, তারা তাঁর সম্পর্কে খুব কম জানতো। তারা তাঁকে প্রধানত একজন শিক্ষক হিসেবে মনে করেছিল। কিন্তু এই মহিলার কথা থেকে বোঝা যায়, সে অন্ততপক্ষে একজন নবীর আশা করছিল (দ্বি.বি. ১৮:১৫)।

৪:২৬ আমিই তিনি। এই সুসমাচারে ঈসা মসীহ্ তাঁর বন্দী হওয়া ও বিচারের আগে শুধুমাত্র এই একবার সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনিই মসীহ্ (মার্ক ৯:৪১ দেখুন)। এখানে এমন একজনের কাছে মসীহ্ নিজেকে প্রকাশ করেছেন, যে স্পষ্টত মসীহের আগমন প্রত্যাশা করছিল এবং সে এ ধরনের প্রত্যাদেশের জন্য প্রস্তুত ছিল।

আশ্চর্য হলেন যে, তিনি এক জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছেন, তবুও কেউ বললেন না আপনি কি চান? কিংবা, কি জন্য ওর সঙ্গে কথা বলছেন? ২৮ তখন সেই স্ত্রীলোকটি নিজের কলসী ফেলে রেখে নগরে গেল, ২৯ আর লোকদেরকে বললো, এসো, এক জন মানুষকে দেখ, আমি যা কিছু করেছি, তিনি সকলই আমাকে বলে দিলেন; তিনিই কি সেই মসীহ্‌ নন? ৩০ তারা নগর থেকে বের হয়ে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

৩১ ইতোমধ্যে সাহাবীরা তাঁকে ফরিয়াদ করে বললেন, রব্বি, আহার করুন। ৩২ কিন্তু তিনি তাঁদেরকে বললেন, খাবারের জন্য আমার এমন খাদ্য আছে, যা তোমরা জান না। ৩৩ অতএব সাহাবীরা পরস্পর বলতে লাগলেন, কেউ কি তাঁকে খাদ্য এনে দিয়েছে? ৩৪ ঈসা তাঁদেরকে বললেন, আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, যেন তাঁর ইচ্ছা পালন করি ও তাঁর কাজ সাধন করি। ৩৫ তোমরা কি বল না, আর চার মাস পরে শস্য কাটার সময় হবে? দেখ, আমি তোমাদেরকে বলছি, চোখ তুলে ক্ষেতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, শস্য এখনই কাটার মত সাদা রংয়ের হয়েছে। ৩৬ যে কাটে সে বেতন পায় এবং অনন্ত জীবনের জন্য শস্য সংগ্রহ করে; যেন, যে বুনে ও যে কাটে, উভয়ে একত্র আনন্দ করে।

[৪:২৯] আঃ ১৭,১৮; মথি ১২:২৩; ইউ ৭:২৬,৩১।
[৪:৩২] আইউব ২৩:১২; মথি ৪:৪; ইউ ৬:২৭।
[৪:৩৪] ইউ ১৯:৩০; মথি ২৬:৩৯।
[৪:৩৫] মথি ৯:৩৭; লূক ১০:২।
[৪:৩৬] রোমীয় ১:১৩; মথি ২৫:৪৬।
[৪:৩৭] মিকাহ্‌ ৬:১৫; আইউব ৩১:৮।
[৪:৩৯] আঃ ৫,২৯।
[৪:৪২] লূক ২:১১।
[৪:৪৩] আঃ ৪০।
[৪:৪৪] লূক ৪:২৪; মথি ১৩:৫৭।

৩৭ কেননা এই স্থলে এই কথা সত্যি, এক জন বুনে, আর এক জন কাটে। ৩৮ আমি তোমাদেরকে এমন শস্য কাটতে প্রেরণ করলাম, যার জন্য তোমরা পরিশ্রম কর নি; অন্যেরা পরিশ্রম করেছে এবং তোমরা তাদের শ্রম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছ।

৩৯ সেই নগরের সামেরীয়রা অনেকে সেই স্ত্রীলোকটি যে সাক্ষ্য দিয়েছিল– আমি যা কিছু করেছি, তিনি আমাকে সকলই বলে দিলেন– তার এই কথার জন্য তাঁর উপর ঈমান আনলো। ৪০ অতএব সেই সামেরীয়েরা যখন তাঁর কাছে আসল, তখন তাঁকে ফরিয়াদ করলো, যেন তিনি তাদের কাছে অবস্থান করেন; তাতে তিনি দুই দিন সেখানে অবস্থান করলেন। ৪১ তখন আরও অনেক লোক তাঁর কথা শুনে তাঁর উপর ঈমান আনলো; ৪২ আর তারা সেই স্ত্রীলোককে বললো, এখন যে আমরা ঈমান এনেছি, তা তোমার কথা শুনে নয়, কেননা আমরা নিজেরা শুনেছি ও জানতে পেরেছি যে, ইনি সত্যিই দুনিয়ার নাজাতদাতা।

ঈসা মসীহের গালীলে গমন

৪৩ সেই দুই দিনের পর তিনি সেখান থেকে গালীলে গমন করলেন। ৪৪ কারণ ঈসা নিজে এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, নবী নিজের দেশে

৪:২৭ আশ্চর্য জ্ঞান করলেন। ইহুদী ধর্মীয় শিক্ষকগণ জনসমক্ষে কদাচিৎ মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতেন। এছাড়া ফরীশী ও রব্বিদের সাথে মহিলাদের কথা বলার অনুমতি ছিল না। এই কারণেই সাহাবীরা মহিলাটিকে ঈসা মসীহের সাথে কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন।

৪:২৯ আমি যা কিছু করেছি। এটি অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছিল। কিন্তু ঈসা তার উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা এই উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়।

৪:৩৩ কেউ কি তাঁকে খাদ্য এনে দিয়েছে? স্ত্রীলোকটির মত সাহাবীরাও আরেকটি ভুল ধারণা করলেন (আয়াত ১৫)। তাঁরা হয়তোবা ভেবেছিলেন যে, স্ত্রীলোকটি ঈসাকে কিছু খাবার খেতে দিয়েছে।

৪:৩৪ আমার খাদ্য এই ...। ইউহোন্না প্রায়ই উল্লেখ করেন যে, ঈসা মসীহ্‌ তাঁর পিতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং পিতা যে কাজ করতে তাঁকে পাঠিয়েছেন, তিনি সেই কাজই করেছেন (যেমন ৫:৩০; ৬:৩৮; ৮:২৬; ৯:৪; ১০:৩৭-৩৮; ১২:৪৯-৫০; ১৪:৩১; ১৫:১০; ১৭:৪)। সুতরাং এই উক্তি অনুসারে জাগতিক খাবারের পূর্বে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অগ্রাধিকার পাবে। ঈসা এখানে জাগতিক খাবারের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করছেন না। এই সুসমাচারে প্রায়শ ঈসা মসীহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর গভীর চেতনা প্রকাশ পায়।

৪:৩৫ চার মাস ... সময় হবে? একটি প্রবাদ, যার অর্থ অনেকটা এমন – 'শস্য কাটার কাজ তাড়াহুড়ো করে হয় না,' যাতে করে তা পাকতে পারে। কিন্তু ঈসা সেই ফসলের কথা বুঝিয়েছেন, যা ইতোমধ্যেই পেকে গেছে। রূহানিক শস্য ঋতু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

চোখ তুলে ... দৃষ্টিপাত কর। ঈসা মসীহ এখানে সেই বীজ পাক শস্যে রূপান্তরিত হওয়ার কথা বলছেন, যে বীজ তিনি সামেরীয় স্ত্রীলোকের মনে ইতোমধ্যে বপন করেছেন।

৪:৩৬ অনন্ত জীবনের জন্য শস্য। ঈসা মসীহ্‌ সাধারণ শস্য সম্পর্কে বলেন নি, বরং 'অনন্ত জীবনের শস্য' সম্পর্কে বলছেন।

উভয়ে একত্রে আনন্দ করে। মসীহের বিশ্বস্ত গোলামদের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা থাকবে না এবং বপনকারী ও কর্তনকারী শস্যের আনন্দ ভাগ করে নেবে।

৪:৩৮ অন্যেরা। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়া ও তাঁর সাহাবীদের বোঝানো হতে পারে, যাদের কাজের ভিত্তির উপর প্রেরিতেরা গাঁথবেন; অথবা হয়তোবা ঈসা আরও পিছনের দিকে ফিরে পুরাতন নিয়মের নবী ও অন্যান্য ধার্মিক লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করছেন।

৪:৩৯ এই কথা প্রযুক্ত তাঁতে ঈমান আনলো। ঈসা মসীহের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে স্ত্রীলোকটি লোকদের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে বেড়াচ্ছিল। এছাড়া হয়তো সামেরীয়দের মধ্যে প্রতিজ্ঞাত মসীহের প্রত্যাশা জাগ্রত ছিল, সে কারণেই তারা এত সহজে মসীহের উপরে ঈমান এনেছিল। উপরন্তু ঈসা মসীহের সংস্পর্শে এসে তাদের ঈমান আরও গভীরতর হয়েছিল (আয়াত ৪০-৪২)।

৪:৪২ দুনিয়ার নাজাতদাতা। ইঞ্জিল শরীফে এই প্রকাশভঙ্গি কেবল এখানে এবং ১ ইউ ৪:১৪ আয়াতে দেখা যায়। এই উক্তির মধ্য দিয়ে এটি পরিষ্কার হয়েছে যে, ঈসা মসীহ্‌ কেবল শিক্ষা দেন না, কিন্তু নাজাতও দান করেন; এবং তাঁর নাজাত সমগ্র দুনিয়ার জন্য (৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:৪৪ নবী নিজের দেশে সমাদর পান না। এটি একটি প্রবাদ। এ কথা জানা সত্ত্বেও ঈসা গালীলে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি

সমাদর পান না। [৪৫] অতএব তিনি যখন গালীলে
আসলেন, তখন গালীলীয়েরা তাঁকে গ্রহণ করলো,
কারণ জেরুশালেমে ঈদের সময়ে তিনি যা যা
করেছিলেন, সেসব তারা দেখেছিল; কেননা
তারাও সেই ঈদে গিয়েছিল।

রাজ-কর্মচারীর পুত্রকে সুস্থ করা

[৪৬] পরে তিনি আবার গালীলের সেই কান্না
নগরে গেলেন, যেখানে পানিকে আঙ্গুর-রস
করেছিলেন। সেখানে এক জন রাজ-কর্মচারী
ছিলেন, তার পুত্র কফরনাহূমে অসুস্থ ছিল।
[৪৭] ঈসা এহুদিয়া থেকে গালীলে এসেছেন শুনে
তিনি তাঁর কাছে গেলেন এবং ফরিয়াদ জানালেন,
যেন তিনি গিয়ে তার পুত্রকে সুস্থ করেন; কারণ
সে মৃতপ্রায় হয়েছিল। [৪৮] তখন ঈসা তাকে
বললেন, চিহ্ন-কাজ এবং অদ্ভুত লক্ষণ যদি না
দেখ, তোমরা কোন মতে ঈমান আনবে না।
[৪৯] সেই রাজ-কর্মচারী তাঁকে বললেন, হে প্রভু,
আমার ছেলেটি মারা যাবার আগেই আসুন।
[৫০] ঈসা তাকে বললেন, যাও, তোমার পুত্র
বাঁচলো। ঈসা সেই ব্যক্তিকে যে কথা বললেন,
তিনি তা বিশ্বাস করে চলে গেলেন। [৫১] তিনি
যাচ্ছেন, এমন সময়ে তার গোলামেরা তার কাছে
এসে বললো, আপনার বালকটি বাঁচলো।
[৫২] তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্

[৪:৪৫] ইউ ২:২৩।
[৪:৪৬] ইউ ২:১-১১।
[৪:৪৭] আঃ ৩,৫৪।
[৪:৪৮] ইউ ২:১১; দানি ৪:২,৩; প্রেরিত ২:৪৩; ১৪:৩; রোমীয় ১৫:১৯; ২করি ১২:১২; ইব ২:৪।
[৪:৫৩] প্রেরিত ১১:১৪।
[৪:৫৪] আঃ ৪৮; ইউ ২:১১।
[৫:২] নহি ৩:১; ১২:৩৯; ইউ ১৯:১৩,১৭,২০; ২০:১৬; প্রেরিত২১:৪০; ২২:২; ২৬:১৪।

ঘটিকায় তার উপশম আরম্ভ হয়েছিল? তারা
তাঁকে বললো, গতকাল সপ্তম ঘটিকার সময়ে
তার জ্বর ছেড়ে গেছে। [৫৩] তাতে পিতা বুঝলেন,
ঈসা সেই ঘটিকাতেই তাকে বলেছিলেন, তোমার
পুত্র বাঁচলো; আর তিনি নিজে ও তার সমস্ত
পরিবার ঈসার উপর ঈমান আনলেন।
[৫৪] এহুদিয়া থেকে গালীলে আসার পর ঈসা
আবার এই দ্বিতীয় চিহ্ন-কাজ করলেন।

বিশ্রামবারে এক জন রোগীকে সুস্থ করা

৫ [১] এর পরে ইহুদীদের একটি ঈদ উপস্থিত
হল; আর ঈসা জেরুশালেমে গেলেন।
[২] জেরুশালেমে মেষ-দ্বারের কাছ একটি পুকুর
আছে; ইবরানী ভাষায় সেটির নাম বৈথেস্‌দা,
তার পাঁচটি চাঁদনি-ঘাট আছে। [৩] সেসব ঘাটে
অনেক রোগী, অন্ধ, খঞ্জ ও যাদের শরীর
একেবারে শুকিয়ে গেছে তারা পড়ে থাকতো।
[৪] তারা পানি কম্পনের অপেক্ষায় থাকতো।
কেননা বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ পুকুরে প্রভুর
এক জন ফেরেশতা নেমে আসতেন ও পানি
কাঁপাতেন; সেই পানি কাঁপানোর পরে যে কেউ
প্রথমে পানিতে নামতো, তার যে কোন রোগ
হোক, সে তা থেকে মুক্তি পেত।
[৫] আর সেখানে একটি লোক ছিল, সে আটত্রিশ
বছরের রোগী। [৬] ঈসা তাকে পড়ে থাকতে দেখে
ও দীর্ঘকাল সেই অবস্থায় রয়েছে জেনে বললেন,

আমাদের গুনাহের জন্য মৃত্যুবরণ করতে এসেছিলেন (ইউ ১:২৯ তুলনীয়)। পূর্ববর্তী সুসমাচারগুলোতেও এমনটি ঘটতে দেখা যায়, কিন্তু সেখানে তাঁর নিজের দেশ গালীলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখানে এহুদিয়ার কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্য করুন যে, মার্ক ৬:৪ ও মথি ১৩:৫৭ আয়াতের উক্তি সরাসরি ঈসা মসীহের বক্তব্য রূপে উদ্ধৃত করেছে, কিন্তু এখানে লেখক বিবৃতি আকারে তা তুলে ধরেছেন। একজন ইহুদী সাধারণত নবীর দেশ বলতে জেরুশালেমকেই মনে করে। হয়তোবা জেরুশালেমে যেসব চিহ্ন-কাজগুলো করা হয়েছিল তা গালীলীয়দের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে সে সময় তারা ঈসাকে গ্রহণ করেছিল।

৪:৪৫ তাঁকে গ্রহণ করলো। গালীলীয়দের অভ্যর্থনা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের প্রত্যাখ্যান, কারণ তারা কেবল তাঁর অলৌকিক কাজের প্রতি আগ্রহী ছিল। তারা মসীহ্‌কে এই ভেবে স্বাগত জানাচ্ছিল না যে, তিনি তাদেরকে নাজাত দান করতে পারেন; উল্টো তারা তাঁকে কেবলমাত্র একজন অলৌকিক কার্য সাধনকারী হিসেবে বিবেচনা করেছিল, যিনি তাদেরকে এ ধরনের অলৌকিক কাজ দেখিয়ে আনন্দ দিতে পারবেন।

৪:৪৬ রাজ-কর্মচারী। তিনি হেরোদের অধীনস্থ একজন কর্মকর্তা ছিলেন। এখানে তাঁর পুত্রের উল্লেখ করায় তাঁকে পূর্ববর্তী সুসমাচারে উল্লিখিত শতপতি থেকে পৃথক করে দেখানো যায় (মথি ৮:৫-১০; লূক ৭:২-১০)।

৪:৪৮ চিহ্ন-কার্য ... ঈমান আনবে না। সাধারণ গালীলীয়দের মনোভাব, রাজ-কর্মচারীর মনোভাব নয়। ঈসা মসীহ্ সেই লোকটির অন্তরের চিন্তা সম্পর্কে জানতেন।

৪:৫০ তোমার পুত্র বাঁচলো। এই উক্তি কেবল সাধারণ এক ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং এক পরাক্রমপূর্ণ বচন (আয়াত ৫১-৫৩ দেখুন)।

৪:৫২ সপ্তম ঘটিকা। ইহুদী পঞ্জিকা অনুসারে সময়টি দুপুর ১টা হতে পারে; কিন্তু রোমান নিয়ম অনুসারে সময়টি সকাল ৭টা, গতকাল উল্লেখ থাকায় যার সম্ভাবনা অধিক।

৪:৫৪ দ্বিতীয় চিহ্ন-কার্য। যদিও এরকম বহু চিহ্ন-কার্য তিনি এর আগে সাধন করেছেন (ইউ ২:২৩; ৩:২), কিন্তু এহুদিয়া থেকে গালীলে এসে ঈসা এই দ্বিতীয় বারের মত চিহ্ন-কার্য করলেন।

৫:১ এর পরে। একটি অনির্দিষ্ট সময়কাল প্রকাশ করা হয়েছে (৬:১; ৭:১ দেখুন)।

ইহুদীদের একটি ঈদ। ঈদুল ফেসাখ, পঞ্চাশত্তমী অথবা কুঁড়ে-ঘরের ঈদ – এই তিনটি ঈদের যে কোন একটি হতে পারে। ইউহোন্না স্পষ্টভাবে অন্তত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঈদুল ফেসাখের কথা উল্লেখ করেছেন, প্রথমটি ২:১৩,২৩ আয়াতে, দ্বিতীয়টি ৬:৪ আয়াতে এবং তৃতীয়টি কয়েক বার, যেমন ১১:৫৫; ১২:১ ইত্যাদি আয়াতে।

৫:৫ আটত্রিশ বছরের রোগী। ইউহোন্না এ কথা বলেন নি যে, তার কী ধরনের রোগ ছিল; তবে সম্ভবত সে পক্ষাঘাতের মত কোন রোগে আক্রান্ত ছিল। সে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছে এবং সুস্থতা কামনা করেছে কিন্তু কোন ফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত তার সুদিন এসেছিল। লোকটির দীর্ঘদিনের দুঃখকষ্টের জন্যই ঈসা মসীহের সাহানুভূতি হয়েছিল। আমাদের কখনই এই প্রত্যাশা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ্ শীঘ্রই আমাদের প্রতি রহম করতে যাচ্ছেন।

ঈসা মসীহের অলৌকিক কাজসমূহ

সুস্থতাদানের কাজ	*মথি*	*মার্ক*	*লূক*	*ইউহোন্না*
কুষ্ঠরোগী	৮:২-৪	১:৪০-৪২	৫:১২-১৩	
রোমান শতপতির গোলাম	৮:৫-১৩	৭:১-১০		
পিতরের শাশুড়ি	৮:১৪-১৫	১:৩০-৩১	৪:৩৮-৩৯	
গাদারীয় অঞ্চলের দু'জন লোক	৮:২৮-৩৪	৫:১-১৫	৮:২৭-৩৫	
পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোক	৯:২-৭	২:৩-১২	৫:১৮-২৫	
রক্তস্রাবগ্রস্ত স্ত্রীলোক	৯:২০-২২	৫:২৫-২৯	৮:৪৩-৪৮	
দু'জন অন্ধ লোক	৯:২৭-৩১			
বোবা, বদ-রূহ্‌গ্রস্থ লোক	৯:৩২-৩৩			
শুষ্কহস্ত লোক	১২:১০-১৩	৩:১-৫	৬:৬-১০	
অন্ধ, বোবা, বদ-রূহ্‌গ্রস্থ লোক	১২:২২		১১:১৪	
কেনানীয় স্ত্রীলোকের কন্যা	১৫:২১-২৮	৭:২৪-৩০		
ভূতে পাওয়া বালক	১৭:১৪-১৮	৯:১৭-২৯	৯:৩৮-৪৩	
দু'জন অন্ধ লোক (বর্তীময় সহ)	২০:২৯-৩৪	১০:৪৬-৫২	১৮:৩৫-৪৩	
বোবা বধির		৭:৩১-৩৭		
মজলিস-খানায় বদ-রূহ্‌গ্রস্ত লোক		১:২৩-২৬	৪:৩৩-৩৫	
বৈথসৈদায় অন্ধ লোক		৮:২২-২৬		
কুঁজা স্ত্রীলোক			১৩:১১-১৩	
শোথ-রোগী			১৪:১-৪	
দশজন কুষ্ঠরোগী			১৭:১১-১৯	
মহা-ইমামের গোলাম			২২:৫০-৫১	
কফরনাহূমে রাজ-কর্মচারীর পুত্র				৪:৪৬-৫৪
বৈথেস্‌দার পুকুর পারে অসুস্থ লোক				৫:১-৯
জন্মান্ধ লোক				৯:১-৭
প্রকৃতির উপরে ক্ষমতা দেখানো বিষয়ক অলৌকিক কাজ				
ঝড় থামান	৮:২৩-২৭	৪:৩৭-৪১	৮:২২-২৫	
পানির উপরে হাঁটা	১৪:২৫	৬:৪৮-৫১		৬:১৯-২১
৫ হাজার লোককে খাওয়ান	১৪:১৫-২১	৬:৩৫-৪৪	৯:১২-১৭	৬:৬-১৩
৪ হাজার লোককে খাওয়ান	১৫:৩২-৩৮	৮:১-৯		
মাছের মুখে মুদ্রা	১৭:২৪-২৭			
ডুমুর গাছ শুকিয়ে ফেলা	২১:১৮-২২	১১:১২-২৫		
প্রচুর মাছ ধরা			৫:৪-১১	
পানিকে আঙ্গুর-রস করা				২:১-১১
আরেকবার প্রচুর মাছ ধরা				২১:১-১১
মৃতদের জীবিত করার অলৌকিক কাজ				
যায়ীরের কন্যা	৯:১৮-২৫	৫:২২-৪২	৮:৪১-৫৬	
নায়িন নগরে বিধবার পুত্র			৭:১১-১৫	
লাসার				১১:১-৪৪

তুমি কি সুস্থ হতে চাও? ৭ রোগী জবাবে বললো,
হুজুর, আমার এমন কোন লোক নেই যে, যখন
পানি কাঁপে তখন আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেয়;
আমি যেতে যেতে আর এক জন আমার আগে
নেমে পড়ে। ৮ ঈসা তাকে বললেন, উঠ, তোমার
খাট তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও। ৯ তাতে তৎক্ষণাৎ
সেই ব্যক্তি সুস্থ হল এবং নিজের খাট তুলে নিয়ে
হেঁটে বেড়াতে লাগল। সেদিন ছিল বিশ্রামবার।
১০ অতএব যাকে সুস্থ করা হয়েছিল, তাকে
ইহুদীরা বললো, আজ বিশ্রামবার, খাট বহন করা
তোমার পক্ষে উচিত নয়। ১১ কিন্তু সে তাদেরকে
জবাবে বললো, যিনি আমাকে সুস্থ করলেন,
তিনিই আমাকে বললেন, তোমার খাট তুলে নিয়ে
হেঁটে বেড়াও। ১২ তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো,
সেই ব্যক্তি কে, যে তোমাকে বলেছে, খাট তুলে
নিয়ে হেঁটে বেড়াও? ১৩ কিন্তু যে সুস্থ হয়েছিল,
সে জানত না, তিনি কে, কারণ সেখানে অনেক
লোক থাকাতে ঈসা চলে গিয়েছিলেন।
১৪ তারপরে ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসে তার
দেখা পেলেন, আর তাকে বললেন, দেখ, তুমি
সুস্থ হলে; আর গুনাহ্ করো না, পাছে তোমার
আরও বেশি মন্দ ঘটে। ১৫ সেই ব্যক্তি চলে গেল
ও ইহুদীদেরকে বললো যে, যিনি তাকে সুস্থ
করেছেন তিনি ঈসা। ১৬ আর এই কারণে
ইহুদীরা ঈসাকে নির্যাতন করতে শুরু করলো,
কেননা তিনি বিশ্রামবারে এসব করছিলেন।
১৭ কিন্তু ঈসা তাদেরকে এই জবাব দিলেন,
আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজ করছেন, আমিও
করছি। ১৮ ঈসার এই কথার জন্য ইহুদীরা তাঁকে
হত্যা করতে আরও চেষ্টা করতে লাগল; কেননা
তিনি কেবল বিশ্রামবার লঙ্ঘন করতেন তা নয়,
কিন্তু আবার আল্লাহ্‌কে নিজের পিতা বলে
নিজেকে আল্লাহ্‌র সমান করতেন।

পুত্রের কর্তৃত্ব

১৯ অতএব জবাবে ঈসা তাদেরকে বললেন,
সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, পুত্র
নিজ থেকে কিছুই করতে পারে না, কেবল
পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই করেন;

[৫:৮] মথি ৯:৫,৬।
[৫:৯] ইউ ৯:১৪; মথি ১২:১-১৪।
[৫:১০] আঃ ১৬; নহি ১৩:১৫-২২; ইয়ার ১৭:২১; মথি ১২:২।
[৫:১৪] মার্ক ২:৫; ইউ ৮:১১।
[৫:১৫] ইউ ১:১৯।
[৫:১৭] লূক ২:৪৯; ইউ ৯:৪; ১৪:১০।
[৫:১৮] মথি ১২:১৪; ইউ ১০:৩০,৩৩; ১৯:৭।
[৫:১৯] ইউ ৮:২৮।

৫:৬ তুমি কি সুস্থ হতে চাও? লোকটির কাছে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, হয়তো সে এই প্রশ্ন আশাও করে নি। কারণ সে হয়তো ঈসাকে জানতো না। কিন্তু এই প্রশ্ন থেকে তার মনে সুস্থ হবার আশা জেগে উঠেছিল।

৫:৭ যখন পানি কাঁপে। এখানকার সাধারণ মানুষগুলো বিশেষ করে অসুস্থলোকেরা হয়তো ঈসাকে যথাযোগ্য আরোগ্যদায়ী হিসেবে জানত না; এখানে ঈসাকে হাতের কাছে পেয়েও লোকটি কেবল পানিতে নামলে সুস্থ হতে পারবে বলে আশা করছিল।

৫:৯ তৎক্ষণাৎ ... সুস্থ হল। স্বাভাবিকভাবে ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনলে সুস্থ হওয়া আবশ্যক (যেমন মার্ক ৫:৩৪), কিন্তু এখানে লোকটি এমনকি ঈসা কে তাও জানত না (আয়াত ১৩)। মসীহ্ সচরাচর ঈমানের নিশ্চয়তা পেলে তবেই সুস্থ করেছেন, কিন্তু তিনি মানুষের ঈমানের অভাবের কারণে সীমাবদ্ধ থাকেন না। অ-ঈসায়ীরাও সুস্থতা লাভ করতে পারে, যদি তারা ঈসা মসীহের সুস্থকরণের পরাক্রমে বিশ্বাস করে।

৫:১০ খাট বহন করা ... উচিত নয়। এমন কথা প্রত্যক্ষভাবে মূসার শরীয়তে নেই, কিন্তু এটি হচ্ছে ফরীশীদের দ্বারা প্রচলিত নিয়ম, যার মধ্য দিয়ে তারা বিশ্রামবারে যে কোন ধরনের বোঝা বহন নিষিদ্ধ করেছিল। ইহুদীরা বিশ্রামবার পালনের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি নিয়ম পালন করতো (মথি ২৩:৪)। জেরুশালেমে ঈসা মসীহ্ কর্তৃক প্রকাশ্যে বিশ্রামবার লঙ্ঘনের ঘটনা এটিই প্রথম। যদিও এখানে সুস্থ হওয়া লোকটিই সমালোচিত হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ঈসা মসীহের প্রতি এটি পরোক্ষ আক্রমণ (আয়াত ১৬)।

৫:১২ সেই ব্যক্তি কে। ইহুদীরা আল্লাহ্‌র শরীয়তের কর্তৃত্ব এবং একজন সাধারণ মানুষের কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছিল।

৫:১৪ আরও বেশি মন্দ। গুনাহের অনন্তকালীন পরিণতি যে কোন দৈহিক পীড়ার চেয়ে আরও মারাত্মক। দৈহিক আরোগ্য ও নৈতিক স্খলনের মাঝে এখানে পার্থক্য দেখানো হচ্ছে। হতে পারে যে, লোকটির অসুস্থতা ও তার নৈতিক জীবনের মাঝে সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। যদিও এটি এখানে ব্যাখ্যা করা হয়নি। অন্যদিকে শারীরিক পঙ্গুত্বের চাইতেও মারাত্মক হচ্ছে রূহানিক পঙ্গুত্ব।

৫:১৬ নির্যাতন করতে শুরু করলো। ইউহোন্না আমাদেরকে এ কথা বিস্তারিতভাবে বলেন নি যে, মসীহের প্রতি এই তাড়না কেমন ছিল।

করছিলেন। ঈসা মসীহ্ যে অবিরতভাবে বিভিন্ন অলৌকিক কাজ সাধন করছিলেন, সে কথা প্রকাশ পায়।

৫:১৭ আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজ করছেন। কাজের বিষয়ে ঈসা মসীহের নির্দোষিতা তাঁর পিতার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ইহুদীরা আল্লাহ্‌কে 'আমার পিতা' বলে সম্বোধন করে না, অথচ এই সম্বোধন খুবই আন্তরিক। অবশ্য তারা 'আমাদের পিতা' ব্যবহার করতো, বা মুনাজাতে 'আমাদের বেহেশতী পিতা' বলতো। ঈসা এই উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, কীভাবে বিশ্রামবার পালন করতে হবে। আল্লাহ্ সে দিনে করুণাবশত তাঁর কাজ বন্ধ রাখেন নি এবং ঈসাও বন্ধ রাখেন নি।

৫:১৮ নিজের পিতা। ইহুদীরা এই ধারণার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতো না যে, আল্লাহ্ সবার পিতা; কিন্তু তারা প্রবলভাবে ঈসা মসীহের দাবীতে বাধা দিয়েছিল, কারণ তিনি পিতার সাথে এক বিশেষ সম্পর্কে নিজেকে যুক্ত করেছেন– এই সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র সমান হিসেবে উপস্থাপন করছেন। ইহুদীদের কাছে বিশ্রামবার ভঙ্গ করার চেয়েও এটি বড় অপরাধ ছিল এটি। এই দাবী তাদের মৌলিক একত্ববাদকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে বলে তারা ধরে নিয়েছিল।

৫:১৯ কিছুই করতে পারে না। ঈসা মসীহের পক্ষে পিতার উপর নির্ভর করা ব্যতীত কিছুই করা সম্ভব নয়। পুত্র নিজে থেকে কিছু না করার কারণ চার ভাগে বিবৃত হয়েছে:- ১. পুত্র স্পষ্টত পিতার মত কাজ করেন (আয়াত ১৯); ২. পিতা পুত্রকে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করান (আয়াত ২০); ৩. পিতার মত, পুত্রেরও জীবন দেয়ার ক্ষমতা আছে (আয়াত ২১); এবং ৪. বিচারের জন্য পিতা পুত্রকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন (আয়াত ২২)।

কেননা তিনি যা যা করেন, পুত্রও তা-ই করেন।
[২০] কারণ পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং তিনি যা
যা করেন, সকলই তাঁকে দেখান; আর এর
চেয়েও মহৎ মহৎ কাজ তাঁকে দেখাবেন, যেন
তোমরা আশ্চর্য মনে কর। [২১] কেননা পিতা যেমন
মৃতদেরকে উঠান ও জীবন দান করেন, তেমনি
পুত্রও যাদেরকে ইচ্ছা, জীবন দান করেন।
[২২] পিতা কারো বিচার করেন না, কিন্তু বিচারের
সমস্ত ভার পুত্রকে দিয়েছেন, [২৩] যেন সকলে
যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি পুত্রকে
সমাদর করে। পুত্রকে যে সমাদর করে না, যিনি
তাঁকে পাঠিয়েছেন সে পিতাকেও সমাদর করে
না। [২৪] সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি,
যে ব্যক্তি আমার কালাম শুনে ও যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন তাঁর উপর ঈমান আনে, সে অনন্ত
জীবন পেয়েছে এবং তাকে বিচারে আনা হবে না;
সে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।
[২৫] সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, এমন
সময় আসছে, বরং এখন উপস্থিত, যখন মৃতেরা
আল্লাহ্‌র পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনবে এবং যারা শুনবে,
তারা জীবিত হবে। [২৬] কেননা পিতা যেমন
জীবনের অধিকারী, তেমনি তিনি পুত্রকেও
জীবনের অধিকারী হতে দিয়েছেন। [২৭] আর
তিনি তাঁকে বিচার করার অধিকার দিয়েছেন,
কেননা তিনি ইবনুল-ইনসান। [২৮] এতে আশ্চর্য
মনে করো না; কেননা এমন সময় আসছে, যখন
কবরস্থ সকলে তাঁর স্বর শুনবে, [২৯] এবং যারা
সৎকর্ম করেছে, তারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য
ও যারা অসৎকর্ম করেছে, তারা বিচারের
পুনরুত্থানের জন্য বের হয়ে আসবে।

ঈসা মসীহের বিষয়ে সাক্ষ্য

[৩০] আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না;
যেমন শুনি তেমনি বিচার করি; আর আমার
বিচার ন্যায্য, কেননা আমি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ
করতে চেষ্টা করি না, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ
করেছেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি।
[৩১] আমি যদি নিজের বিষয়ে নিজে সাক্ষ্য দিই,
তবে আমার সাক্ষ্য সত্যি নয়। [৩২] আমার বিষয়ে

[৫:২০] ইউ ৩:৩৫।
[৫:২১] ইউ ১১:২৫।
[৫:২২] ইউ ৯:৩৯; প্রেরিত ১০:৪২।
[৫:২৩] ১ইউ ২:২৩।
[৫:২৪] ১ইউ ৩:১৪।
[৫:২৫] ইউ ৪:২৩; ১৬:৩২; ৮:৪৩,৪৭।
[৫:২৬] ইউ ১:৪; দ্বি:বি: ৩০:২০; আইউব ১০:১২; ৩৩:৪; জবুর ৩৬:৯।
[৫:২৮] ইউ ৪:২১; ১৬:২।
[৫:২৯] মথি ২৫:৪৬।
[৫:৩১] ইউ ৮:১৪।
[৫:৩২] ইউ ৮:১৮।

এ সকল সমন্বিত কাজের দু'টো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে – "যেন তোমরা আশ্চর্য মনে কর" (আয়াত ২০) এবং "যেন সকলে যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি পুত্রকে সমাদর করে" (আয়াত ২৩)।

৫:২০ পিতা পুত্রকে ভালবাসেন। পিতা ও পুত্রের মধ্যে একতার ভিত্তি ভালবাসা। ভালবাসার কারণেই পিতা তাঁর মহৎ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য পুত্রের কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং পুত্র বাধ্যতার সাথে তা পালন করেছিলেন।

এর চেয়েও মহৎ মহৎ কর্ম। মৃতদের জীবিত করা এবং বিচার কাজ পরিচালনা করা (পরবর্তী আয়াতগুলো দেখুন)।

৫:২১ পিতা যেমন মৃতদেরকে উঠান। এটি ইহুদীদের এক দৃঢ় বিশ্বাস। তারা আরও মনে করতো যে, তিনি অন্য কাউকে এই সুযোগ দেন নি। ঈসা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন এমন অধিকার দাবী করেছেন, যা তাঁর বিরোধিতাকারীদের মতে কেবল আল্লাহ্‌র রয়েছে।

পুত্রও ... জীবন দান করেন। এখানে পুনরুত্থানের কথা বোঝানো হয়েছে (১১:২৫-২৬)।

৫:২২ বিচারের সমস্ত ভার পুত্রকে দিয়েছেন। ইহুদীরা বিশ্বাস করতো যে, পিতা অর্থাৎ আল্লাহ্ সমস্ত দুনিয়ার বিচারক; তাই এই শিক্ষা তাদের কাছে ভ্রান্ত মনে হয়েছিল।

৫:২৪ বিশ্বাস করে ... অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্বাস ও জীবন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত (২০:৩১ দেখুন)। ঈসা মসীহের শিক্ষা শ্রবণ করা ও যিনি ঈসাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করার মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ঈসা মসীহের বেহেশতী পরিচর্যা কাজের স্বীকৃতি থেকে বিশ্বাস প্রবাহিত হয় এবং এভাবেই তাঁর কালামের বেহেশতী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পার হয়ে গেছে। চূড়ান্ত কাজ সংঘটিত হয়েছে এবং ঈমানদারগণ আর মৃত্যুর অধীন নন।

৫:২৫ এমন সময় আসছে, বরং এখন উপস্থিত। কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ পুনরুত্থানের কথা বলা হচ্ছে না, সেই সাথে এই সত্যও বোঝানো হচ্ছে যে, মসীহ্ এখন জীবন দেন। রূহানিকভাবে যারা মৃত, তারা তাঁর কথা শুনে তাঁর কাছ থেকে জীবন লাভ করে।

৫:২৬ পুত্রকেও জীবনের অধিকারী হতে দিয়েছেন। কথাটি পুরাতন নিয়মের পটভূমিতে ব্যাখ্যা করতে হবে, যেখানে জীবনকে আল্লাহ্‌র দান হিসেবে বলা হচ্ছে (দ্বি.বি. ৩০:২০; আইয়ুব ১০:১২; ৩৩:৪; জবুর ১৬:১১; ২৭:১; ৩৬:৯)। পুত্রকে একই রকম জীবন দেয়া হয়েছে, যা পিতার অধিকারে রয়েছে (১ ইউ ৫:১১ দেখুন)।

৫:২৭ বিচার করার অধিকার। পিতা কর্তৃক পুত্রকে দেয়া হয়েছে।

ইবনুল-ইনসান। ইউ ১:৫১ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, পুনরুত্থান বলার সময় ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র (আয়াত ২৫) এবং বিচারের কথা বলার সময় ইবনুল-ইনসান উপাধি ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় উপাধিটি সত্যিকার মানুষ হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্যকে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করে। বিচার এমন একজন করবেন যিনি মানুষকে জানেন।

৫:২৮ এমন সময় আসছে। মৃতদের জীবিত করে তোলার সময়। এখানে 'সময়' শব্দটির অর্থ ২৫ আয়াতের 'সময়' শব্দের অর্থ থেকে আলাদা, কারণ এখানে চূড়ান্ত দৈহিক পুনরুত্থানের কথা রয়েছে।

৫:২৯ সৎকার্য করেছে ... অসৎকার্য করেছে। মানুষের বিচার হবে তার কাজের ভিত্তিতে, যদিও ঈমানের উত্তর হিসেবে আল্লাহ্ নাজাত দান করবেন (আয়াত ২৪)। জীবনের পুনরুত্থান ও বিচারের পুনরুত্থানের মধ্যে তারতম্য রয়েছে, কারণ যে অনন্ত জীবনের অধিকারী, সে ইতোমধ্যে বিচারিত হিসেবে গণ্য; অন্যদিকে গুনাহ্‌গারদের আসন্ন বিচারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

৫:৩০ আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না। ঈসা তাঁর পিতার উপর নির্ভর করেন (১৯ আয়াতের নোট দেখুন)। তিনি কেবল পিতার পরিকল্পনা অনুসারে কার্য সাধন করেন। পিতার ইচ্ছা অনুসারেই পুত্র কাজ করেন।

৫:৩১ আমি যদি ... সাক্ষ্য সত্যি নয়। নিজের সম্পর্কে ঈসা মসীহের সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র সকল প্রত্যাদেশকে সমর্থন করে;

BACIB International Bible CHURCH

আর এক জন সাক্ষ্য দিচ্ছেন; এবং আমি জানি,
আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সেই
সাক্ষ্য সত্যি। ৩৩ তোমরা ইয়াহিয়ার কাছে লোক
পাঠিয়েছ, আর তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য
দিয়েছেন। ৩৪ কিন্তু আমি যে সাক্ষ্য গ্রহণ করি,
তা মানুষ থেকে নয়; তবুও আমি এসব বলছি,
যেন তোমরা নাজাত পাও। ৩৫ তিনি সেই জ্বলন্ত
ও জ্যোতির্ময় প্রদীপ ছিলেন এবং তোমরা তাঁর
আলোতে কিছু কাল আনন্দ করতে ইচ্ছুক
হয়েছিলে। ৩৬ কিন্তু ইয়াহিয়ার দেওয়া সাক্ষ্যের
চেয়ে আমার আরও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য আছে;
কেননা পিতা আমাকে যেসব কাজ সম্পন্ন করতে
দিয়েছেন, সেসব কাজ আমি করছি, সেসব
আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পিতা
আমাকে প্রেরণ করেছেন। ৩৭ আর পিতা যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য
দিয়েছেন; তাঁর স্বর তোমরা কখনও শোন নি,
তাঁর আকারও দেখ নি। ৩৮ আর তাঁর কালাম
তোমাদের অন্তরে অবস্থিতি করে না; কেননা
তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর তোমরা
ঈমান আন না।
৩৯ তোমরা পাক-কিতাব অনুসন্ধান করে থাক,
কারণ তোমরা মনে করে থাক যে, তাতেই
তোমাদের অনন্ত জীবন রয়েছে; আর তা-ই
আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়; ৪০ আর তোমরা
জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে ইচ্ছা
কর না। ৪১ আমি মানুষের কাছ থেকে গৌরব
গ্রহণ করি না! ৪২ কিন্তু আমি তোমাদেরকে
জানি, তোমাদের অন্তরে তো আল্লাহ্‌র মহব্বত
নেই। ৪৩ আমি আমার পিতার নামে এসেছি,
আর তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না; অন্য কেউ
যদি নিজের নামে আসে, তাকে তোমরা গ্রহণ
করবে। ৪৪ তোমরা কিভাবে ঈমান আনতে পার?
তোমরা তো পরস্পরের কাছ থেকে প্রশংসা গ্রহণ
করছো এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে
প্রশংসা আসে, তার চেষ্টা কর না। ৪৫ মনে করো
না যে, আমি পিতার কাছে তোমাদের উপরে
দোষারোপ করবো; এক জন আছেন, যিনি
তোমাদের উপরে দোষারোপ করেন; তিনি মূসা,
যাঁর উপরে তোমরা প্রত্যাশা রেখেছ। ৪৬ কারণ

[৫:৩৪] ১ইউ ৫:৯; প্রেরিত ১৬:৩০, ৩১; ইফি ২:৮; তীত ৩:৫।
[৫:৩৫] ২পিতর ১:১৯; দানি ১২:৩।
[৫:৩৬] ১ইউ ৫:৯।
[৫:৩৭] ১তীম ১:১৭; ১:১৮; দ্বিঃবিঃ ৪:১২।
[৫:৩৯] মথি ২৫:৪৬; রোমীয় ২; ১৭,১৮; লূক ২৪:২৭,৪৪; প্রেরিত ১৩:২৭।
[৫:৪৪] রোমীয় ২:২৯।
[৫:৪৫] রোমীয় ২:১৭।
[৫:৪৬] পয়দা ৩:১৫; লূক ২৪:২৭,৪৪; প্রেরিত ২৬:২২।

অন্যথায় এটি অগ্রহণযোগ্য হবে।

৫:৩২ আর এক জন। পিতা পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। ইহুদীরা এই সাক্ষ্য গ্রহণ নাও করতে পারে, কিন্তু এই সাক্ষ্যই প্রকৃত প্রমাণ।

৫:৩৩ তোমরা ইয়াহিয়ার কাছে লোক পাঠিয়েছ। এখানে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার কাছে ইহুদী নেতাদের প্রতিনিধি পাঠানো সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে (ইউ ১:১৯)।

তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু যদি ইহুদীরা ইয়াহিয়ার কথা বিশ্বাস করতো, তাহলে তারা মসীহ্‌কেও বিশ্বাস করতো এবং নাজাত পেত।

৫:৩৫ তিনি ... ছিলেন। অতীত কাল এই ইঙ্গিত দেয় যে, ইয়াহিয়া ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিংবা কারাবন্দী ছিলেন।

জ্বলন্ত ও জ্যোতির্ময় প্রদীপ। ইয়াহিয়ার দেওয়া শিক্ষা মানুষের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ছিল।

কিছু কাল। ইহুদী নেতারা ইয়াহিয়ার বার্তাকে কখনো মন থেকে গ্রহণ করে নি এবং তাঁর প্রতি তাদের সাড়াদান একেবারেই লোক দেখানো।

৫:৩৬ কাজ। ঈসা মসীহের অলৌকিক কাজ, যা তাঁর পরিচয় এবং তাঁর বেহেশতী পরিচর্যা কাজের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় (১০: ২৫)। এই সকল কাজ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ পিতা এই সকল কাজ সাধন করছেন। যিনি দায়িত্ব দিয়েছেন, তাঁর সাক্ষ্যই কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে ঈসা মসীহের কাজের সাক্ষ্য ইয়াহিয়ার সাক্ষ্যের চেয়ে বড়। তবুও সেই সাক্ষ্য অনুর্বর ভূমিতে পড়েছিল।

৫:৩৭ তাঁর রব তোমরা কখনও শোন নি। সম্ভবত এখানে পাক-কিতাবে আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে (আয়াত ৩৮-৩৯ দেখুন)। আল্লাহ্ ঈসা মসীহের বাপ্তিস্মের সময়ে তাঁর রবের মধ্য দিয়ে তাঁকে অনুমোদন দিয়েছেন (মথি ৩: ১৭ দেখুন)।

তাঁর আকারও দেখ নি। সম্ভবত ঈসা মসীহ্ প্রকৃতপক্ষে কে, সেই রূহানিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাদের অযোগ্যতাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

৫:৩৮ তোমরা ঈমান আন না। আল্লাহ্ যা বলছিলেন ইহুদীরা তা স্বীকার করে নি, যেভাবে ঈসার উপর ঈমান আনতে তাদের ব্যর্থতা দেখা যায়।

৫:৩৯ তোমরা পাক-কিতাব অনুসন্ধান করে থাক। ইহুদী নেতারা সূক্ষ্মভাবে অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে পাক-কিতাব অধ্যয়ন করে থাকে। কিতাবের প্রতিটি বর্ণের জন্য তাদের শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও (মথি ৫:১৮-২১ আয়াতের নোট দেখুন) তারা সেই ব্যক্তিকে চিনতে পারে নি, যার সম্পর্কে পাক-কিতাব সর্বোচ্চ সাক্ষ্য বহন করে।

৫:৪১ মানুষের থেকে গৌরব। ঈসা মসীহ্ মানবীয় প্রশংসা গ্রহণ করেন নি এবং মানবীয় সাক্ষ্য ছাড়া বেশি কিছু গ্রহণ করেন নি (আয়াত ৩৪)।

৫:৪২ আল্লাহ্‌র মহব্বত। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র মহব্বত বা আল্লাহ্‌র জন্য তাদের মহব্বত বোঝাতে পারে; সম্ভবত শেষেরটাই ঠিক (১ ইউ ৪:১৯)।

৫:৪৩ তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না। ইহুদীদের মনোযোগ লোকদের উপর দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ ছিল। আত্ম-অন্বেষণ ও মানবীয় প্রশংসায় তাদের গুরুত্ব দান দেখায় যে, তারা সেই ব্যক্তিকে গ্রহণ করে নি, যিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছিলেন এবং এ কারণেই তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা অর্জন করতে পারে নি। যারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসে, তারা নিজেদের নয়, কিন্তু কিভাবে আল্লাহ্‌র গৌরব হবে তাঁর খোঁজ করবে। কিন্তু ঈসা মসীহের প্রতি ইহুদীদের মনোভাব দ্বারা এটি পরিষ্কার যে, তারা এরূপ করছিল না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের ও আল্লাহ্‌র গৌরব একসাথে করতে পারে না।

৫:৪৫ যিনি তোমাদের উপরে দোষারোপ করেন। মূসা। ইহুদীরা মূসার সাথে তাদের যোগাযোগের জন্য নিজেদের গর্বিত মনে করেছিল, যিনি তাদের মহান শরীয়তদাতা। তাই এটি ঈসা মসীহের এই কথা ইহুদীদের কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত যে, মূসা নিজেই আল্লাহ্‌র সামনে তাদের অভিযুক্ত করবেন।

BACIB
International Bible CHURCH

ঈসা মসীহের দাবীগুলো

যারা ঈসা মসীহের জীবন কাহিনী পাঠ করবেন, তারা প্রত্যেকেই এই অবধারিত প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন – ঈসা কি আল্লাহ্ ছিলেন? সুসমাচারগুলোতে লিপিবদ্ধ ঈসা মসীহের বিভিন্ন দাবী বিশ্লেষণ করে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, তিনি আল্লাহ্ ছিলেন। তাঁর এই দাবী অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে নেওয়ার মাঝেই আমাদের অনন্ত জীবনের সমস্ত নিশ্চয়তা নিহিত রয়েছে।

ঈসা মসীহের দাবী	মথি	মার্ক	লূক	ইউহোন্না
পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূর্ণতা	৫:১৭; ১৪:৩৩; ১৬:১৬,১৭; ২৬:৩১,৫৩-৫৬; ২৭:৪৩	১৪:২১,৬১,৬২	৪:১৬-২১; ৭:১৮-২৩; ১৮:৩১; ২২:৩৭; ২৪:৪৪	২:২২; ৫:৪৫-৪৭; ৬:৪৫; ৭:৪০; ১০:৩৪-৩৬; ১৩:১৮; ১৫:২৫; ২০:৯
ইবনুল-ইনসান	৮:২০; ১২:৮; ১৬:২৭; ১৯:২৮; ২০:১৮,১৯; ২৪:২৭,৪৪; ২৫:৩১; ২৬:২,৪৫,৬৪	৮:৩১,৩৮; ৯:৯; ১০:৪৫; ১৪:৪১	৬:২২; ৭:৩৩,৩৪; ১২:৮; ১৭:২২; ১৮:৮,৩১; ১৯:১০; ২১:৩৬	১:৫১; ৩:১৩,১৪; ৬:২৭,৫৩; ১২:২৩,৩৪
ইবনুল্লাহ্, আল্লাহ্র পুত্র	১১:২৭; ১৪:৩৩; ১৬:১৬,১৭; ২৭:৪৩	৩:১১,১২; ১৬:৬১,৬২	৮:২৮; ১০:২২	১:১৮; ৩:৩৫,৩৬; ৫:১৮-২৬; ৬:৪০; ১০:৩৬; ১১:৪; ১৭:১; ১৯:৭
প্রতিজ্ঞাত মসীহ্	২৩:৯,১০; ২৬:৬৩,৬৪	৮:২৯,৩০	৪:৪১; ২৩:১,২; ২৪:২৫-২৭	৪:২৫,২৬; ১০:২৪,২৫; ১১:২৭
শিক্ষক	২৬:১৮			১৩:১৩,১৪
যাঁর গুনাহ্ ক্ষমা করার কর্তৃত্ব আছে		২:১-১২	৭:৪৮,৪৯	
প্রভু		৫:১৯		১৩:১৩,১৪; ২০:২৮,২৯
নাজাতদাতা			১৯:১০	৩:১৭; ১০:৯

যদি তোমরা মূসার উপর ঈমান আনতে, তবে
আমার উপরও ঈমান আনতে, কেননা আমারই
বিষয়ে তিনি লিখেছেন। ৪৭ কিন্তু তাঁর লেখায়
যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমার কথায় কিভাবে
বিশ্বাস করবে?

পাঁচ হাজার লোককে আহার দান

৬ ১ এর পরে ঈসা গালীল-সাগরের, অর্থাৎ
টিবেরিয়াস-সাগরের, অন্য পারে চলে
গেলেন। ২ আর বিস্তর লোক তাঁর পিছনে পিছনে
যেতে লাগল, কেননা তিনি রোগীদের উপরে
যেসব চিহ্ন-কাজ করতেন, সেসব তারা দেখতে
পেত। ৩ আর ঈসা পর্বতে উঠলেন এবং সেখানে
তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে বসলেন। ৪ তখন
ইহুদীদের ঈদ ঈদুল ফেসাখ সন্নিকট ছিল।
৫ আর ঈসা চোখ তুলে বিস্তর লোক তাঁর কাছে
আসছে দেখে ফিলিপকে বললেন, ওদের
খাবারের জন্য আমরা কোথায় রুটি কিনতে পাব?
৬ এই কথা তিনি তাঁর পরীক্ষার জন্য বললেন?
কেননা কি করবেন, তা তিনি নিজে জানতেন।
৭ ফিলিপ তাঁকে জবাবে বললেন, ওদের জন্য দুই
শত সিকির রুটিও এরকম যথেষ্ট নয় যে,
প্রত্যেক জন কিছু কিছু পেতে পারে। ৮ তাঁর
সাহাবীদের মধ্যে এক জন, শিমোন পিতরের
ভাই আন্দ্রিয় তাঁকে বললেন, ৯ এখানে একটি
বালক আছে, তার কাছে যবের পাঁচখানা রুটি
এবং দু'টি মাছ আছে; কিন্তু এত লোকের মধ্যে
তাতে কি হবে? ১০ ঈসা বললেন, লোকদেরকে
বসিয়ে দাও। সেই স্থানে অনেক ঘাস ছিল আর
তার উপরেই লোকেরা বসে গেল। সেখানে
পুরুষের সংখ্যা অনুমান পাঁচ হাজার লোক ছিল।
১১ তখন ঈসা সেই রুটি কয়খানি নিলেন ও
শুকরিয়া জানালেন এবং যারা বসেছিল তাদেরকে
ভাগ করে দিলেন; সেভাবে মাছ কয়টি থেকেও
যে যত চাইল তা তিনি তাদের দিলেন। ১২ আর
তারা তৃপ্ত হলে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে
বললেন, অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়াগুলো সংগ্রহ কর,
যেন কিছুই নষ্ট না হয়। ১৩ তাতে তাঁরা সংগ্রহ
করলেন, আর ঐ পাঁচখানা যবের রুটির
গুঁড়াগাঁড়ায় সেই লোকদের ভোজনের পর যা
বেঁচেছিল, তাতে বারো ডালা পূর্ণ করলেন।
১৪ অতএব সেই লোকেরা তাঁর কৃত চিহ্ন-কাজ
দেখে বলতে লাগল, উনি সত্যিই সেই নবী, যিনি
দুনিয়াতে আসছেন।
১৫ তখন ঈসা বুঝতে পারলেন যে, তারা এসে

[৫:৪৭] লূক ১৬:২৯,৩১।
[৬:২] ইউ ২:১১।
[৬:৩] আঃ ১৫।
[৬:৪] ইউ ১১:৫৫।
[৬:৫] ইউ ১:৪৩।
[৬:৮] ইউ ১:৪০।
[৬:৯] ২বাদশা ৪:৪৩।
[৬:১১] আঃ ২৩; মথি ১৪:১৯।
[৬:১৪] ইউ ২:১১; দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫,১৮; মথি ১১:৩; ২১:১১।
[৬:১৫] মার্ক ৪:৪৬;

৫:৪৬ আমারই বিষয়ে তিনি লিখেছেন। ইঞ্জিল শরীফের সকল লেখক এ বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পুরাতন নিয়মের প্রতিটি কিতাবে ঈসা মসীহের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (লূক ২৪:২৫-২৭,৪৪ দেখুন)। ঈসা মসীহ্ সুনির্দিষ্টভাবে এই সত্য মূসার লেখার প্রতি আরোপ করেছেন (পয়দা ৪৯:১০; হিজ ১২:২১; লেবীয় ১৬:৫; শুমারী ২৪:১৭; দ্বি.বি. ১৮:১৫ দেখুন)। পয়দা ৪৯:১০ আয়াতটি মসীহ্ সংক্রান্ত; এটি প্রথমদিকে দাউদের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে এবং পরিশেষে মসীহ্তে পূর্ণতা পেয়েছে।

৬:১-১৫ পাঁচ সহস্র লোককে আহার দান। ঈসা মসীহের পুনরুত্থান ব্যতীত ৫ হাজার লোককে খাওয়ানো এমন একটি অলৌকিক কাজ, যা চারটি সুসমাচারের সবক'টিতে দেখা যায়। এখানে ঈসা মসীহ্‌কে মানবীয় চাহিদা পূরণকারী হিসেবে দেখা যায়। তিনি তাঁর এই অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, তিনিই জীবন-খাদ্য (আয়াত ৩৫)।

৬:১ টিবেরিয়াস-সাগর। সম্ভবত গালীল সাগরের রোমীয় নাম। নামটি সম্রাটের নামে নামাঙ্কিত টিবেরিয়াস শহর থেকে এসেছে, যা ২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সম্ভবত ঈসা মসীহের সময়ে এই নাম খুব বেশি ব্যবহৃত হত না।

৬:৪ ঈদুল ফেসাখ। ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। ইউহোন্না কেন ঈদুল ফেসাখের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি বেহেশতী রুটির বিষয়ে রূহানিক শিক্ষার সাথে অলৌকিক কাজের তাৎপর্য যুক্ত করেছেন, যা ঈসায়ী 'ঈদুল ফেসাখের' ভিত্তি তৈরি করেছিল (আয়াত ৫১ দেখুন)।

৬:৫ ফিলিপ। যেহেতু তিনি নিকটস্থ বৈৎসৈদা থেকে এসেছিলেন (১:৪৪), সেই কারণে এভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যথার্থ ছিল। অন্যান্য সুসমাচারের সাথে এই অলৌকিক কাজে একটি ভিন্নতা রয়েছে – তাঁরা লিখেছেন যে, সাহাবীরা খাবার আয়োজনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন; কিন্তু ইউহোন্না লিখেছেন যে, খাবারের প্রয়োজন সম্পর্কে ঈসা সর্বপ্রথম মনোযোগ আনেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল ফিলিপের প্রতি, যার উল্লেখ এই সুসমাচারে অন্য তিনটি উপলক্ষে রয়েছে (১:৪৩; ১২:২১ এবং ১৪:৮)।

৬:৮ শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের আরেকটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হল আন্দ্রিয়ের বিশেষ উল্লেখ। এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, এই সুসমাচার রচনায় ইউহোন্নার সহযোগী ছিলেন আন্দ্রিয় (১:৪৪ ও ১২:২১ আয়াত দেখুন, যেখানে ফিলিপের সাথে আন্দ্রিয়েরও উল্লেখ রয়েছে)।

৬:৯ যবের রুটি। সস্তা রুটি, যা দরিদ্রদের খাদ্য ছিল।

৬:১০ অনুমান পাঁচ হাজার। শুধুমাত্র পুরুষের সংখ্যা; নারী ও শিশুদের এখানে ধরা হয় নি (মথি ১৪:২১)।

৬:১১ শুকরিয়া জানালেন। পূর্ববর্তী সবক'টি সুসমাচার বলে যে, ঈসা মসীহ্ বেহেশতের দিকে তাকালেন এবং তারপর দোয়া করলেন ও রুটি ভাঙ্গলেন। ইউহোন্নার বর্ণনা অনুসারে প্রথম দু'টি কাজকে এক করে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬:১৩ গুঁড়াগাঁড়ায় ... বারো ডালা পূর্ণ করলেন। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার সরবরাহ করা হয়েছিল।

৬:১৪ চিহ্ন-কার্য। এই অলৌকিক কাজ লোকদেরকে ইবনুল-ইনসানের প্রতি নির্দেশ করে এবং অনন্ত জীবনের খাদ্যের কথা বলে, যা তিনি দেন (আয়াত ২৭), কিন্তু তারা তাঁকে কেবল নবী হিসেবে দেখেছিল, অর্থাৎ দ্বি.বি. ১৮:১৫ আয়াতের নবী, যিনি হবেন মূসার মত (১:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। মূসার মাধ্যমে প্রান্তরে লোকদের জন্য আল্লাহ্ খাদ্য ও পানীয় যুগিয়েছিলেন, আর এখানেও তারা ঈসাকে একজন নবীর চেয়ে বেশি কিছু হিসেবে প্রত্যাশা করে নি।

তাঁকে বাদশাহ্‌ করার জন্য ধরতে উদ্যত হয়েছে,
তাই আবার নিজে একাকী পর্বতে চলে গেলেন।

পানির উপর দিয়ে হাঁটা

১৬ সন্ধ্যা হলে তাঁর সাহাবীরা সমুদ্রতীরে নেমে
গেলেন, ১৭ এবং একখানি নৌকায় উঠে
সমুদ্রপারে কফরনাহূমের দিকে যেতে লাগলেন।
সেই সময়ে অন্ধকার হয়েছিল এবং ঈসা তখনও
তাঁদের কাছে আসেন নি। ১৮ আর খুব জোরে
বাতাস বইছিল বলে সাগরে বড় বড় ঢেউ
উঠছিল। ১৯ এভাবে দেড় বা দুই মাইল বেয়ে
গেলে পর তাঁরা ঈসাকে দেখতে পেলেন, তিনি
সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে নৌকার কাছে
আসছেন; এতে তাঁরা ভয় পেলেন। ২০ কিন্তু তিনি
তাঁদেরকে বললেন, এ আমি, ভয় করো না।
২১ তখন তাঁরা তাঁকে নৌকায় তুলে নিতে
চাইলেন; আর তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, নৌকাটি
তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে গেল।

বেহেশতী খাদ্য

২২ পর দিন, যে লোকেরা সমুদ্রের অন্য পারে
দাঁড়িয়ে ছিল, তারা দেখেছিল যে, সেখানে একটি
নৌকা ছাড়া আর কোন নৌকা ছিল না এবং ঈসা
সাহাবীদের সঙ্গে সেই নৌকাতে উঠেন নি, কেবল
তাঁর সাহাবীরা একাই চলে গিয়েছিলেন। ২৩ কিন্তু
টিবেরিয়াস থেকে কয়েকখানি নৌকা, যেখানে
প্রভু শুকরিয়া জানালে পর লোকেরা রুটি
খেয়েছিল, সেই স্থানের কাছে এসেছিল।
২৪ অতএব লোকেরা যখন দেখলো, ঈসা
সেখানে নেই, তাঁর সাহাবীরাও নেই, তখন তারা
সেসব নৌকায় চড়ে ঈসার খোঁজে কফরনাহূমে
আসল।
২৫ আর সমুদ্রের পারে তাঁকে পেয়ে বললো,
রব্বি, আপনি এখানে কখন এসেছেন? ২৬ ঈসা
তাদেরকে জবাবে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি
তোমাদেরকে বলছি, তোমরা চিহ্ন-কাজ
দেখেছো বলে আমার খোঁজ করছো, তা নয়;
কিন্তু সেই রুটি খেয়েছিলে ও তৃপ্ত হয়েছিলে
বলেই আমার খোঁজ করছো। ২৭ যে খাদ্য নষ্ট
হয়ে যায় সেই খাদ্যের জন্য পরিশ্রম করো না,
কিন্তু সেই খাদ্যের জন্য পরিশ্রম কর, যা অনন্ত
জীবন পর্যন্ত থাকে, যা ইবনুল-ইনসান তোমাদেরকে
দেবেন, কেননা পিতা-আল্লাহ্‌ তাঁকেই সীলমোহরকৃত
করেছেন। ২৮ তখন তারা তাঁকে বললো, আমরা
যেন আল্লাহ্‌র কাজ করতে পারি, এজন্য
আমাদেরকে কি করতে হবে? ২৯ জবাবে ঈসা
তাঁদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌র কাজ এই, যেন
তাঁতে তোমরা ঈমান আনো, যাঁকে তিনি প্রেরণ
করেছেন। ৩০ তারা তাঁকে বললো, ভাল, আপনি
এমন কি চিহ্ন-কাজ করছেন, যা দেখে আমরা

ইউ ১৮:৩৬; মথি ১৪:২৩।
[৬:১৯] আইউব ৯:৮।
[৬:২০] মথি ১৪:২৭।
[৬:২২] আঃ ২,১৫-২১।
[৬:২৫] মথি ২৩:৭।
[৬:২৬] আঃ ২৪, ৩০; ইউ ২:১১।
[৬:২৭] আঃ ৫৪; ইশা ৫৫:২; মথি ২৫:৪৬; ৮:২০; রোমীয় ৪:১১; ১করি ৯:২; ২করি ১:২২; ইফি ১:১৩; ৪:৩০; ২তীম ২:১৯; প্রকা ৭:৩।
[৬:২৯] ১ইউ ৩:২৩; ইউ ৩:১৭।
[৬:৩০] ইউ ২:১১;

৬:১৫ বাদশাহ্‌ করার জন্য ধরতে উদ্যত হয়েছে। ঈসা মসীহ্‌ একবার শয়তানের জাগতিক রাজত্ব লাভের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছেন (মথি ৪:৮-১০; ইউ ১৮:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন)। ঈসাকে বাদশাহ্‌ করার পরিকল্পনা অন্যান্য সুসমাচারে পাওয়া যায় না।

৬:১৯ দেড় বা দুই মাইল। মার্ক বলেছেন, 'তখন নৌকাখানি সমুদ্রের মাঝখানে ছিল' (মার্ক ৬:৪৭)।

তাঁরা ভয় পেলেন। তাঁরা চিন্তা করলেন যে, তাঁরা ভূত দেখছেন (মথি ১৪:২৬)।

৬:২০ এ আমি। এটি মসীহের 'আমিই' বিবৃতিগুলোর একটি নয় (যেমন "আমিই পথ ..."); যদিও গ্রীক ভাষায় দু'টো শব্দ একই অর্থ বহন করে। এখানে এটি পরিষ্কার যে, ঈসা মসীহের উপস্থিতির উপলব্ধি দ্বারা সাহাবীদের ভয় দূরীভূত হয়েছে।

৬:২১ নৌকা তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হল। কেউ কেউ মনে করে যে, এটি আরেকটি অলৌকিক কাজ; নৌকাটির নিরাপদ আগমনের কৃতিত্ব অস্পষ্টভাবে ঈসাকে দেয়া হয়েছে।

৬:২৪ ঈসার অন্বেষণে। জনতা বুঝতে পারে নি যে, ঈসা কোথায় গেলেন; কিন্তু তারা তাঁকে আবার দেখতে চাইল। তাই তারা তাঁকে যেখানে পাওয়া যেতে পারে, সেই কফরনাহূমে খোঁজ করেছিল।

৬:২৫ রব্বি, আপনি এখানে কখন এসেছেন? এই প্রশ্ন তাদের বিস্ময়কে প্রকাশ করে। তাদের এই বোধ ছিল না যে, পানির উপরে হেঁটে দেখানোর মত ঈসা বস্তুগত সীমাবদ্ধতার বাইরে ছিলেন।

৬:২৬ চিহ্ন-কার্য দেখেছো বলে ... তৃপ্ত হয়েছিলে বলে। ঈসা তাঁর উত্তরে খাবারের স্বার্থে তাঁকে খোঁজার জন্য তাদের প্রতি অভিযোগ করেন। ঈসা এখানে 'চিহ্ন-কার্য' শব্দটি ব্যবহার করেন, কারণ তিনি লোকদের মনোভাব সম্পর্কে বলছেন। তারা এই অলৌকিক কাজে খাবার বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া আরও কোন অর্থ অনুধাবন করতে পারে নি, তাই অলৌকিক কাজটি এর পূর্ণ তাৎপর্য দেখাতে ব্যর্থ হল।

৬:২৭ যে খাদ্য ... পরিশ্রম করো না। ঈসা মসীহের এসব কথা তাঁর শ্রোতাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে, কারণ তারা শ্রমবিমুখ হওয়ার চিন্তা করছিল, কিন্তু তাদের আকাঙ্ক্ষা অবদমনে তাঁর এই পদক্ষেপ অত্যন্ত দয়াপূর্ণ।

অনন্ত জীবন। এমন এক জীবন যা অর্জন করা যায় না, কিন্তু মসীহের উপরে ঈমান আনার মাধ্যমে পাওয়া যায় (ইউ ৩:১৫; ৬:২৮-২৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

সীলমোহরকৃত করেছেন। ইবনুল-ইনসানের উপরে আল্লাহ্‌ সীলমোহরকৃত করেছেন, যা বিশুদ্ধতার চিহ্ন। যিনি সীলমোহরকৃত হন, তিনি এই সীলমোহরকৃত মালিকের পক্ষে কাজ করেন। ঈসা যা করেন, যা বলেন তা আল্লাহ্‌র কাজ ও কথা। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলোর একটি (৪:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:২৮ আমাদেরকে কী করতে হবে? তারা আসল বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে নি যে, অনন্ত জীবন মসীহের দান; তারা ভেবেছিল ধার্মিক জীবন যাপন করেই কেবল তারা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবে।

৬:২৯ আল্লাহ্‌র কাজ। ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনা অপরিহার্য কাজ, যে কাজের জন্য আল্লাহ্‌ আহ্বান করেন, যা অনন্ত জীবনে পরিচালিত করে।

৬:৩০ আপনি কী চিহ্ন-কাজ করছেন? তারা মান্নার চেয়েও বড় কোন চিহ্ন ঈসা মসীহের কাছ থেকে চাচ্ছিল, যা মূসা

আপনার উপর ঈমান আনবো? আপনি কি কাজ
করছেন? ৩১ আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরুভূমিতে
মান্না খাইয়েছিলেন, যেমন লেখা আছে, “তিনি
ভোজনের জন্য তাদেরকে বেহেশত থেকে খাদ্য
দিলেন।” ৩২ ঈসা তাদেরকে বললেন, সত্যি,
সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, মূসা
তোমাদেরকে বেহেশত থেকে সেই খাদ্য দেন নি,
কিন্তু আমার পিতাই তোমাদেরকে বেহেশত
থেকে প্রকৃত খাদ্য দেন। ৩৩ কেননা আল্লাহ্‌র
খাদ্য তা-ই, যা বেহেশত থেকে নেমে আসে ও
দুনিয়াকে জীবন দান করে। ৩৪ তখন তারা তাঁকে
বললো, হুজুর, চিরকাল সেই খাদ্য আমাদেরকে
দিন।
৩৫ ঈসা তাদেরকে বললেন, আমিই সেই
জীবন-খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আসে, সে
ক্ষুধার্ত হবে না এবং যে আমাতে ঈমান আনে,
সে তৃষ্ণার্ত হবে না, কখনও না। ৩৬ কিন্তু আমি
তোমাদেরকে বলেছি যে, তোমরা আমাকে
দেখেছো, তবুও ঈমান আন নি। ৩৭ পিতা যাদের
আমাকে দেন, তারা আমারই কাছে আসবে এবং
যে আমার কাছে আসবে, তাকে আমি কোন মতে
বাইরে ফেলে দেব না। ৩৮ কেননা আমার ইচ্ছা
সাধন করার জন্য আমি বেহেশত থেকে নেমে
আসি নি; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই
ইচ্ছা সাধন করার জন্য এসেছি। ৩৯ আর যিনি

মথি ১২:৩৮। [৬:৩১] নহি ৯:১৫; শুমারী ১১:৭-৯; হিজ ১৬:৪,১৫; জবুর ৭৮:২৪; ১০৫:৪০। [৬:৩৩] আঃ ৫০; ইউ ৩:১৩,৩১ ৬:৩৪; ইউ ৪:১৫। [৬:৩৫] হিজ ৩:১৪; ইউ ৮:১২; ১০:৭,১১; ১১:২৫; ১৪:৬; ১৫:১; ৩:১৫; ৪:১৪; আঃ ৪৮,৫১। [৬:৩৯] ইশা ২৭:৩; ইয়ার ২৩:৪; ইউ ১০:২৮; ১৭:১২; ১৮:৯। [৬:৪০] ইউ ১২:৪৫; মথি ২৫:৪৬। [৬:৪২] লূক ৪:২২; ইউ ৭:২৭,২৮; আঃ ৩৮,৬২। [৬:৪৪] ইয়ার ৩১:৩; ইউ ১২:৩২। [৬:৪৫] ইশা ৫৪:১৩; ইয়ার ৩১:৩৩,৩৪; ১করি

আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা এই, তিনি
আমাকে যে সমস্ত লোকদের দিয়েছেন, তাদের
কাউকেই যেন না হারাই, কিন্তু শেষ দিনে
জীবিত করে তুলি। ৪০ কারণ আমার পিতার
ইচ্ছা এই, যে কেউ পুত্রকে দর্শন করে ও তাঁতে
ঈমান আনে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়; আর
আমিই তাঁকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।
৪১ অতএব ইহুদীরা তাঁর বিষয়ে বচসা করতে
লাগল, কেননা তিনি বলেছিলেন, আমিই সেই
খাদ্য, যা বেহেশত থেকে নেমে এসেছে।
৪২ তারা বললো, এ কি ইউসুফের পুত্র সেই ঈসা
নয়, যার পিতামাতাকে আমরা জানি? তবে এ
কেমন করে বলে, আমি বেহেশত থেকে নেমে
এসেছি? ৪৩ জবাবে ঈসা তাঁদেরকে বললেন,
তোমরা পরস্পর বচসা করো না। ৪৪ পিতা, যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে
কেউ আমার কাছে আসতে পারে না, আর আমি
তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব।
৪৫ নবীদের কিতাবে লেখা আছে, “তারা সকলে
আল্লাহ্‌র কাছে শিক্ষা পাবে।” যে কেউ পিতার
কাছে শুনে শিক্ষা পেয়েছে, সেই আমার কাছে
আসে। ৪৬ কেউ যে পিতাকে দেখেছে, তা নয়;
যিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন, কেবল
তিনিই পিতাকে দেখেছেন। ৪৭ সত্যি, সত্যি,
আমি তোমাদেরকে বলছি, যে ঈমান আনে, সে

মরুভূমিতে ইসরাইলদেরকে দিয়েছিলেন।

৬:৩১ মান্না। একটি প্রচলিত ইহুদী প্রত্যাশা ছিল যে, যখন মসীহ্‌ আসবেন তখন তিনি নতুনভাবে মান্না পাঠাবেন। জনতা সম্ভবত যুক্তি দেখিয়েছিল যে, মূসার তুলনায় ঈসা অল্প কিছু করেছেন। তিনি ৫ হাজার লোককে খাবার দিয়েছেন, মূসা একটি জাতিকে খাইয়েছেন। তিনি এই কাজটি একবার করেছেন, মূসা করেছেন ৪০ বছর ধরে। তিনি দিয়েছেন সাধারণ রুটি; মূসা 'বেহেশত থেকে খাবার' দিয়েছেন।

৬:৩২ আমার পিতাই ... প্রকৃত খাদ্য দেন। ঈসা মসীহ্‌ তাদের সংশোধন করলেন এবং এ কথা বোঝালেন যে, মরুভূমিতে মূসা নিজে থেকে মান্না তৈরি করেন নি, বরং তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে এবং পিতা আল্লাহ্‌ এখনও বেহেশত থেকে সত্যিকার রুটি (পুত্রের মাধ্যমে অনন্ত জীবন) দিয়ে থাকেন।

৬:৩৩ খোদায়ী খাদ্য। ঈসা মান্নার চেয়ে অধিক অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।

৬:৩৪ সেই খাদ্য। সম্ভবত কূপের পাশে সামেরীয় স্ত্রীলোকটির মত এটি আরেকটি ভুল উপলব্ধি (ইউ ৪:১৫; নীকদীমের ঘটনাও তুলনা করুন, ইউ ৩:৪)। তাদের চিন্তা জাগতিক দিকেই ধাবিত হল।

৬:৩৫ আমিই। ঈসা মসীহের সাতটি স্বীয়-বর্ণনার প্রথমটি তুলে ধরা হচ্ছে “আমিই” দ্বারা (৮:১২; ৯:৫; ১০:৭,৯; ১০:১১,১৪; ১১:২৫; ১৪:৬; ১৫:১,৫ দেখুন)। গ্রীক ভাষায় শব্দগুলোতে গুরুত্বপূর্ণভাবে জোর দেয়া হয়েছে এবং এখানে হিজ ৩:১৪ আয়াতের প্রতিফলন ঘটেছে।

জীবন-খাদ্য। এর অর্থ 'এমন খাদ্য যা জীবন্ত' বা 'এমন খাদ্য যা জীবন দেয়'। ৩৩ আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা এখন পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ৪১, ৪৮ ও ৫১ আয়াতে সামান্য পরিবর্তন করে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

৬:৩৭ পিতা যাদের আমাকে দেন। আল্লাহ্‌র পদক্ষেপ (৬:৪৪; ১০:২৯; ১৭:৬; ১৮:৯ দেখুন), মানুষের নয় (আয়াত ২৮), যা নাজাতের প্রাথমিক ধাপ এবং মসীহের দয়া অব্যর্থ (আয়াত ৩০ -৪০; ১০:২৮; ১৭:৯,১২,১৫,১৯; ১৮:৯ দেখুন)। এখানে বেহেশতী স্বার্বভৌমত্ব (পিতা যাদের আমাকে দেন) ও মানবীয় সাড়াদান (যে আমার কাছে আসবে)-এর মাঝে সংযোগ রয়েছে, কিন্তু বেহেশতী কর্তৃত্বের উপরে প্রধান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৬:৩৮ আমার ইচ্ছা ... নেমে আসি নি। এই প্রসঙ্গটি ছয়বার উল্লেখ করা হয়েছে (আয়াত ৩৩,৩৮,৪১,৫০-৫১,৫৮), যা ঈসা মসীহের বেহেশতী উৎসের প্রতি জোর দেয়।

৬:৩৯ তাদের কাউকেই যেন না হারাই। সত্যিকার ঈমানদার রক্ষা পাবে তার উপর মসীহের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের কারণে (ফিলি ১:৬ দেখুন)।

শেষ দিনে। ইঞ্জিল শরীফে এই প্রকাশভঙ্গি কেবল ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারে পাওয়া যায় (আয়াত ৪০,৪৪,৫৪ দেখুন)।

৬:৪০ আমিই তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব। মসীহ্‌ যে জীবন দেন, মৃত্যু সেই জীবনকে ধ্বংস করতে পারে না।

৬:৪৪ তিনি আকর্ষণ না করলে। লোকেরা নিজেদের উদ্যোগে মসীহের কাছে আসে তা নয়, কিন্তু পিতাই তাদের আহ্বান করে নিয়ে আসেন।

৬:৪৫ নবীদের কিতাব। পুরাতন নিয়মের যে অংশ থেকে এই উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ইশা ৫৪:১৩ আয়াত।

যে কেউ পিতার কাছে ... আমার কাছে আসে। কেবল তারাই–

অনন্ত জীবন পেয়েছে। ৪৮ আমিই জীবন-খাদ্য।
৪৯ তোমাদের পূর্বপুরুষেরা মরুভূমিতে মান্না
খেয়েছিল, আর তারা ইন্তেকাল করেছে। ৫০ এ
সেই খাদ্য, যা বেহেশত থেকে নেমে আসে, যেন
লোকে তা খায় ও মারা না যায়। ৫১ আমিই সেই
জীবন্ত খাদ্য, যা বেহেশত থেকে নেমে এসেছে।
কেউ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে অনন্তকাল
জীবিত থাকবে, আর আমি দুনিয়ার জীবনের জন্য
যে খাদ্য দেব, তা আমার শরীর।
৫২ অতএব ইহুদীরা পরস্পর তর্ক করে বলতে
লাগল, এই ব্যক্তি কেমন করে আমাদেরকে
ভোজনের জন্য নিজের শরীর দিতে পারে?
৫৩ ঈসা তাদেরকে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি
তোমাদেরকে বলছি, তোমরা যদি ইবনুল-
ইনসানের গোশ্‌ত ভোজন ও তাঁর রক্ত পান না
কর, তোমাদের মধ্যে জীবন নেই। ৫৪ যে আমার
গোশ্‌ত ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে
অনন্ত জীবন পেয়েছে এবং আমি তাকে শেষ
দিনে জীবিত করে তুলব। ৫৫ কারণ আমার
গোশ্‌ত প্রকৃত খাদ্য এবং আমার রক্ত প্রকৃত
পানীয়। ৫৬ যে আমার গোশ্‌ত ভোজন ও আমার
রক্ত পান করে, সে আমার মধ্যে থাকে এবং
আমি তার মধ্যে থাকি। ৫৭ যেমন জীবন্ত পিতা
আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং পিতার কারণে
আমি জীবিত আছি, ঠিক সেভাবে যে কেউ
আমাকে ভোজন করে, সেও আমার কারণে

২:১৩; ১থিষ ৪:৯; ইব ৮:১০,১১; ১০:১৬; ১ইউ ২:২৭।
[৬:৪৬] ইউ ১:১৮; ৫:৩৭; ৭:২৯।
[৬:৪৮] আঃ ৩৫,৫১।
[৬:৪৯] আঃ ৩১,৫৮।
[৬:৫২] ইউ ১:১৯; ৭:৪৩; ৯:১৬; ১০:১৯।
[৬:৫৬] ইউ ১৫:৪-৭; ১ইউ ২:২৪; ৩:২৪; ৪:১৫।
[৬:৫৭] ইউ ৩:১৭।
[৬:৫৮] আঃ ৪৯-৫১; ইউ ৩:৩৬; ৫:২৪।
[৬:৬০] আঃ ৬৬,৫২।
[৬:৬১] মথি ১৩:৫৭।
[৬:৬২] মথি ৮:২০; মার্ক ১৬:১৯; ইউ ৩:১৩; ১৭:৫।
[৬:৬৩] ২করি ৩:৬।
[৬:৬৪] ইউ ২:২৫; মথি ১০:৪।
[৬:৬৫] মথি ১৩:১১।

জীবিত থাকবে। ৫৮ এ সেই খাদ্য, যা বেহেশত
থেকে নেমে এসেছে; পূর্বপুরুষেরা যেমন
খেয়েছিল এবং মারা গিয়েছিল, সেরকম নয়;
এই খাদ্য যে ভোজন করে, সে অনন্তকাল
জীবিত থাকবে।
৫৯ এসব কথা তিনি কফরনাহূমে উপদেশ দেবার
সময়ে মজলিস-খানায় বললেন।

অনন্ত জীবনের কালাম

৬০ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে অনেকে এই কথা শুনে
বললো, এ কঠিন কথা, কে এই কথা গ্রহণ
করতে পারে? ৬১ কিন্তু তাঁর সাহাবীরা এই বিষয়ে
বচসা করছে, ঈসা তা অন্তরে জানতে পেরে
তাদেরকে বললেন, এই কথায় কি তোমরা মনে
বাধা পেয়েছ? ৬২ তবে ইবনুল-ইনসান আগে
যেখানে ছিলেন, সেখানে তোমরা তাঁকে উঠতে
দেখলে কি বলবে? ৬৩ রূহ্‌ই জীবনদায়ক, দৈহিক
শক্তি জীবন দিতে পারে না; আমি তোমাদেরকে
যেসব কথা বলেছি, তা রূহ্‌ ও জীবন; ৬৪ কিন্তু
তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা বিশ্বাস
করে না। কেননা ঈসা প্রথম থেকে জানতেন,
কে কে বিশ্বাস করে না এবং কেই বা তাঁকে
দুশমনদের হাতে তুলে দেবে? ৬৫ তিনি আরও
বললেন, এজন্য আমি তোমাদেরকে বলেছি, যদি
পিতা থেকে ক্ষমতা দেওয়া না হয়, তবে কেউই
আমার কাছে আসতে পারে না।
৬৬ এতে তাঁর অনেক সাহাবী পিছিয়ে পড়লো,

যারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আহ্বান পায়, নাজাতের জন্য আসে এবং যারা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নেয়, তারা সকলে নাজাত পেয়েছে।

৬:৪৯ তারা ইন্তেকাল করেছে। ঈসা মসীহ্‌ যে জীবন দান করেন, তা অনন্তকাল স্থায়ী।

৬:৫১ যদি এই খাদ্য খায়; যদি নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য ঈসাকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ তাঁর উপরে ঈমান আনে।

আমার শরীর, দুনিয়ার জীবনের জন্য। যেভাবে তিনি কালভেরী পাহাড়ে নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন; অনন্ত জীবন দান করা দাতার জন্য ব্যয়সাপেক্ষ।

৬:৫৩ তোমরা যদি ... জীবন নেই। এই উক্তি প্রভুর ভোজের বিষয়ে প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত। তিনি পরিষ্কারভাবে এ কথা শিক্ষা দেন না যে, এই আচারানুষ্ঠানই একমাত্র অধ্যাদেশ যার মধ্য দিয়ে মসীহ্‌ ও তাঁর উদ্ধারকারীর দোয়া গ্রহণ করা হয়। ঈসা আল্লাহ্‌র নিরূপিত কোরবানীরূপে তাঁর নিজের ঈমানের পূর্ণতার কথা প্রকাশ করেছেন।

৬:৬০ এ কঠিন কথা। মসীহের কথা লোকদের কাছে অনেক কঠিন বলে মনে হয়েছিল, যা তারা বুঝতে পারছিল না। ইবনুল -ইনসানের গোশ্‌ত ভোজন করা এবং তাঁর রক্ত পান করার চিন্তা নিঃসন্দেহে মসীহের অনেক ইহুদী শ্রোতার কাছে বিঘ্নস্বরূপ ছিল (৫৩-৫৮ আয়াতের নোট দেখুন)। কঠিন কথা বলতে তারা বুঝিয়েছিল, 'গ্রহণ করা কঠিন'।

৬:৬১ এই কথায় কি তোমরা মনে বাধা পেয়েছ? ঈসা মসীহের উত্তরকে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত মনে হয় না। কিন্তু যেহেতু ইউহোন্না তাদের বচসার বিষয়ে মসীহের অবগতির দিকে গুরুত্ব দেন, তাই অবশ্যই মনে করা দরকার যে, তিনি তাদের অন্তরে যে প্রশ্নের জন্ম নিয়েছিল তার উত্তর দিচ্ছেন। সম্ভবত তাঁর গোশ্‌ত ভোজন এবং রক্ত পান করার বিষয়ে বলার কারণে তাদের ভেতরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল।

৬:৬২ আগে যেখানে ছিলেন। এখানে ঈসা মসীহের বেহেশতী পূর্ব-অস্তিত্বের কথা বোঝানো হচ্ছে।

তাঁকে উঠতে দেখলে। সম্ভবত এখানে কয়েকটি ঘটনাপ্রবাহের কথা বোঝানো হয়েছে, যা ক্রুশারোপণ থেকে শুরু হয়েছে, যেখানে ঈসা গৌরবান্বিত হয়েছিলেন (৭:৩৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:৬৫ যদি পিতা থেকে ... আসতে পারে না। নাজাতের জন্য অবশ্যই মসীহের কাছে আসতে হবে, কোন মানবীয় গুণে তা অর্জন করা যাবে না (আয়াত ৩৭,৩৯,৪৪-৪৫ দেখুন)।

৬:৬৬ অনেক সাহাবী পিছিয়ে পড়লো। ঈসা ইতোমধ্যেই তাদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, শিষ্যত্ব কী। অনেকেই তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে জীবন

BACIB International Bible CHURCH

তাঁর সঙ্গে আর যাতায়াত করলো না। ৬৭ অতএব
ঈসা সেই বারো জনকে বললেন, তোমরাও কি
চলে যেতে ইচ্ছা করছো? ৬৮ শিমোন পিতর
তাঁকে জবাবে বললেন, প্রভু, কার কাছে যাব?
আপনার কাছে অনন্ত জীবনের কথা আছে;
৬৯ আর আমরা ঈমান এনেছি ও জেনেছি যে,
আপনিই আল্লাহ্‌র সেই পবিত্র ব্যক্তি। ৭০ ঈসা
তাঁদেরকে জবাবে বললেন, তোমরা এই যে বারো
জন, আমি কি তোমাদেরকে মনোনীত করি নি?
আর তোমাদের মধ্যেও এক জন শয়তান আছে।
৭১ এই কথা তিনি ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র
এহুদার বিষয়ে বললেন, কারণ সেই ব্যক্তি তাঁকে
ধরিয়ে দেবে, সে বারো জনের মধ্যে এক জন।

ঈসা মসীহের ভাইদের অবিশ্বাস

৭ ১ এই সকলের পরে ঈসা গালীলে
চলাফেরা করতে লাগলেন, কেননা ইহুদীরা
তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করায় তিনি এহুদিয়াতে
যেতে চাইলেন না। ২ এদিকে ইহুদীদের
কুটিরবাস ঈদ সন্নিকট হল। ৩ অতএব তাঁর
ভাইয়েরা তাঁকে বললো, এই স্থান থেকে প্রস্থান
কর, এহুদিয়াতে চলে যাও; যেন তুমি যা যা
করছো, তোমার সেসব কাজ তোমার সাহাবীরাও
দেখতে পায়। ৪ কারণ এমন কেউ নেই যে,
নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে অথচ গোপনে
কাজ করে। তুমি যখন এসব কাজ করছো, তখন
নিজেকে দুনিয়ার কাছে প্রকাশ কর। ৫ –কারণ
তাঁর ভাইয়েরাও তাঁর উপর ঈমান আনে নি।–
৬ তখন ঈসা তাদেরকে বললেন, আমার সময়
এখনও আসে নি, কিন্তু তোমাদের সময় সর্বদাই
উপস্থিত। ৭ দুনিয়া তোমাদেরকে ঘৃণা করতে
পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে, কারণ আমি
তার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিই যে, তার কাজ মন্দ।
৮ তোমরাই ঈদে যাও; আমি এখনও এই ঈদে
যাচ্ছি না, কেননা আমার সময় এখনও সম্পূর্ণ
হয় নি।
৯ তাদেরকে এই কথা বলে তিনি গালীলেই
রইলেন।

ঈদের সময়ে বায়তুল-মোকাদ্দসে ঈসা মসীহ্‌

১০ কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা ঈদে গেলে পর তিনিও
গেলেন, প্রকাশ্যরূপে নয়, কিন্তু এক প্রকার
গোপনে। ১১ তাতে ইহুদীরা ঈদে তাঁর খোঁজ
করতে লাগল, আর বললো, সেই ব্যক্তি
কোথায়? ১২ আর সমাগত লোকেরা তাঁর বিষয়ে
ফিস্‌ ফিস্‌ করে অনেক কথা বলতে লাগল।
কেউ কেউ বললো, তিনি ভাল লোক; আর কেউ
কেউ বললো, তা নয়, বরং সে লোকদেরকে
ভুলাচ্ছে। ১৩ কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে কেউ তাঁর
বিষয়ে প্রকাশ্য-রূপে কিছু বললো না।

[৬:৬৭] মথি ১০:২।
[৬:৬৮] মথি ১৬:১৬; ২৫:৪৬।
[৬:৬৯] মার্ক ১:২৪; ৮:২৯; লূক ৯:২০।
[৬:৭১] মথি ২৬:১৪; ১০:৪।
[৭:১] ইউ ১:১৯; আঃ ১৯,২৫; মথি ১২:১৪।
[৭:২] দ্বি:বি: ১৬:১৬; লেবীয় ২৩:৩৪।
[৭:৩] মথি ১২:৪৬।
[৭:৫] জবুর ৬৯:৮; মার্ক ৩:২১।
[৭:৭] ইউ ১৫:১৮, ১৯; ৩:১৯,২০।
[৭:৮] মথি ২৬:১৮।
[৭:১১] ইউ ১১:৫৬।
[৭:১৩] ইউ ৯:২২; ১২:৪২; ১৯:৩৮; ২০:১৯।

পরিবর্তন করার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

৬:৬৮ শিমোন পিতর তাঁকে জবাবে বললেন। যেভাবে অন্যান্য সুসমাচারে পিতর মুখপাত্র হিসেবে কথা বলেছেন।

অনন্ত জীবনের কথা। এই প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত সাধারণ। পিতর কোন নিয়মের কথা বলছেন না, কিন্তু ঈসা মসীহের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা বলছেন। তিনি ৬৩ আয়াতের সত্য উপলব্ধি করেছিলেন।

৬:৬৯ আমরা ঈমান এনেছি ও জ্ঞাত হয়েছি। এই উক্তি মূল অর্থ হচ্ছে: "আমরা ঈমান ও জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছি এবং সেই জগতে পথ চলছি।"

৬:৭০ শয়তান। এহুদা শয়তানের রূহে পরিচালিত হয়ে মসীহের বিরোধিতা করবে।

৬:৭১ ঈষ্করিয়োতীয়। কিরিয়োত নিবাসী, যার অবস্থান এহুদিয়াতে (ইউসা ১৫:২৫ এবং ইউ ১২:৪ দেখুন)। বারোজনের মধ্যে শুধুমাত্র এহুদাকে দেখে গালীলীয় বলে মনে হত না।

৭:১ এই সকলের পরে। ৫ ও ৬ অধ্যায়ের প্রথম আয়াতে উল্লিখিত সময়ের মত এই আয়াতে উল্লিখিত সময়ও অনির্দিষ্ট। তবে ৬:৪ আয়াতে ঈদুল ফেসাখের কথা বলা হয়েছে এবং ৭:২ আয়াতে কুঁড়ে-ঘরের ঈদের কথা বলা হয়েছে, যার ব্যবধান প্রায় ছয় মাস।

৭:২ কুটিরবাস ঈদ। ইহুদী রীতি অনুসারে শস্য কাটা শেষ হওয়া উপলক্ষে এবং মরুভূমিতে পরিভ্রমণের সময় লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া স্মরণ করে এই ঈদ পালন করা হত (লেবীয় ২৩:৩৩-৪৩; দ্বি.বি. ১৬:১৩-১৫; জাকা ১৪:১৬-১৯ দেখুন)। এই নামটি এসেছে পাতার ছাউনি থেকে, যেখানে লোকেরা এই ঈদের সময় মোট সাত দিন বাস করতো।

৭:৪ তুমি যখন ... প্রকাশ কর। এটি পরিষ্কার নয় যে, ঈসা মসীহের ভাইয়েরা তাঁর অলৌকিক কাজের বিষয়ে লোকদেরকে শিক্ষা দিতে বলছিলেন কি না অথবা তারা এই পরামর্শ দিচ্ছিলেন কি না যে, তিনি যেন তাঁর মসীহ্‌ত্ব দাবী করার জন্য জেরুশালেমে গিয়ে এই সমস্ত অলৌকিক কাজ সাধন করেন। তাদের এই উপদেশ নিষ্ঠার সাথে দেয়া হয় নি, কারণ তারা ঈসার উপরে ঈমান আনেন নি (আয়াত ৫)।

৭:৬ আমার সময়। ঈসা মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে চালিত হয়েছেন (২:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:৭ দুনিয়া। (১) হতে পারে লোকেরা আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করেছিল; অথবা (২) আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার বিপক্ষে মানবীয় পদ্ধতিগুলো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল (১:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। ঈসা দুনিয়াকে তিরস্কার করেছিলেন এবং একইভাবে তিনিও দুনিয়া কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন।

৭:৮ এখনও এই ঈদে যাচ্ছি না। ঈসা মসীহ্‌ ঈদে জেরুশালেমে যেতে অস্বীকার করেন নি; কিন্তু ভাইয়েরা যেভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেভাবে যেতে চান নি, অর্থাৎ তীর্থযাত্রী হিসেবে যেতে চান নি। তিনি যখন যাবেন, তখন আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে বার্তা প্রদান করতে যাবেন; এই কারণে তিনি 'সঠিক সময়ের' অপেক্ষা করছিলেন (আয়াত ৬)।

৭:১০ প্রকাশ্যরূপে নয়। ভাইদের তাঁকে আত্মপ্রকাশ করার জন্য যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন (৪)।

৭:১২ ফিস্‌ ফিস্‌ করে অনেক কথা বলতে লাগল। কারণ

[১৪] ঈদের মাঝামাঝি সময়ে ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসে গেলেন এবং উপদেশ দিতে লাগলেন। [১৫] তাতে ইহুদীরা আশ্চর্য জ্ঞান করে বললো, এই ব্যক্তি শিক্ষা না নিয়ে কিভাবে জ্ঞানবান হয়ে উঠলো? [১৬] ঈসা তাদেরকে জবাবে বললেন, আমার উপদেশ আমার নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর। [১৭] যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছা করে, তবে সে এই উপদেশের বিষয়ে জানতে পারবে যে, এই শিক্ষা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে, নাকি আমি নিজের থেকে বলি। [১৮] যে নিজের থেকে বলে, সে নিজেরই গৌরব চেষ্টা করে; কিন্তু যিনি তাঁর প্রেরণকর্তার গৌরবের চেষ্টা করেন, তিনি সত্যবাদী, আর তাঁর মধ্যে কোন অধর্ম নেই।

[১৯] মূসা তোমাদেরকে কি শরীয়ত দেন নি? তবুও তোমাদের মধ্যে কেউই সেই শরীয়ত পালন করে না। কেন আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছো? [২০] লোকেরা জবাবে বললো, তোমাকে ভূতে পেয়েছে, কে তোমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে? [২১] জবাবে ঈসা তাদেরকে বললেন, আমি একটি কাজ করেছি, আর সেজন্য তোমরা সকলে আশ্চর্য বোধ করছো। [২২] মূসা তোমাদেরকে খৎনার নিয়ম দিয়েছেন– তা যে মূসার কাছ থেকে এসেছে, এমন নয়, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এসেছে– এবং তোমরা বিশ্রামবারের মানুষের খৎনা করে থাক। [২৩] মূসার শরীয়তের যেন লঙ্ঘন না হয়, সেজন্য বিশ্রামবারে মানুষের খৎনা করানো যায়, তবে আমি বিশ্রামবারেও একটি মানুষকে সর্বাঙ্গীন সুস্থ করেছি বলে আমার উপরে রাগ করছো কেন? [২৪] বাইরের চেহারা দেখে বিচার করো না, কিন্তু ন্যায্যভাবে বিচার কর।

ইনি কি সেই মসীহ্‌?

[২৫] তখন জেরুশালেম-নিবাসীদের মধ্যে কয়েক জন বললো, এ কি সেই ব্যক্তি নয়, যাকে তাঁরা হত্যা করতে চেষ্টা করছেন? [২৬] আর দেখ, এ তো প্রকাশ্যরূপে কথা বলছে, আর তাঁরা একে কিছুই বলছেন না; নেতৃবর্গ কি বাস্তবিক জানেন যে, ইনি সেই মসীহ্‌? [২৭] যা হোক এ কোথা থেকে আসল, তা আমরা জানি; মসীহ্‌ যখন আসবেন, তখন তিনি কোথা থেকে আসবেন, তা কেউ জানবে না। [২৮] তখন ঈসা বায়তুল-

[৭:১৪] আঃ ২৮; মথি ২৬:৫৫।
[৭:১৫] ইউ ১:১৯; প্রেরিত ২৬:২৪; মথি ১৩:৫৪।
[৭:১৭] জবুর ২৫:১৪ ।
[৭:১৮] ইউ ৫:৪১; ৮:৫০,৫৪।
[৭:১৯] ইউ ১:১৭; দ্বিঃবিঃ ৩২:৪৬; আঃ ১; মথি ১২:১৪।
[৭:২০] মার্ক ৩:২২।
[৭:২২] লেবীয় ১২:৩; পয়দা ১৭:১০-১৪।
[৭:২৪] ১শামু ১৬:৭; ইশা ১১:৩,৪; ২করি ১০:৭; ইউ ৮:১৫।
[৭:২৫] আঃ ১; মথি ১২:১৪।
[৭:২৬] আঃ ৪৮; ইউ ৪:২৯।
[৭:২৭] লূক ৪:২২;

প্রকাশ্যে কথা বলা নিরাপদ ছিল না (আয়াত ১৩ দেখুন)।

৭:১৪ ঈদের মাঝামাঝি সময়ে। যখন জেরুশালেমে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ থাকে। এ সময়ে বায়তুল মোকাদ্দসে অনেক মানুষের কাছে একত্রে শিক্ষা দান করা যাবে।

৭:১৫ ইহুদীরা। 'সমাগত লোকেরা' থেকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে (আয়াত ১২), সেই লোকেরাও ইহুদী ছিল (১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

শিক্ষা না নিয়ে। অর্থাৎ, একজন শিক্ষকের অধীনে থেকে শিক্ষা না নিয়ে; কারণ ঈসা মসীহ্‌ কখনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন নি বলে ধারণা করা হয়।

৭:১৬ আমার নয়। পিতা আল্লাহ্‌, যাঁর থেকে তিনি এসেছেন, তিনিই তাঁর 'শিক্ষক' (৪:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:১৭ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে ইচ্ছা করে। এখানে জীবনের আদর্শ মনোভাবকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পালন করতে প্রস্তুত হলে অবশ্যই ঈসা মসীহের শিক্ষাকে অভ্যর্থনা জানাবে এবং তাঁর উপরে ঈমান আনবে (৬:২৯ দেখুন)।

৭:১৮ তিনি সত্যবাদী। অথবা 'সত্য'। তাদের স্বীকার করা প্রয়োজন যে, ঈসা মসীহ্‌ আত্ম-অন্বেষণকারী নন। এই সুসমাচারে পিতা আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে কাউকেই 'সত্য' উপাধি দেওয়া হয় নি (ইউ ৩:৩৩; ৮:২৬); শুধুমাত্র এখানে ঈসাকে সত্যবাদী বলা হয়েছে।

৭:১৯ শরীয়ত। ইহুদীরা নিজেদেরকে শরীয়তের মনোনীত গ্রহীতা ভেবে গর্বিত ছিল (রোমীয় ২:১৭ দেখুন); কিন্তু ঈসা তাদের বলেন যে, তারা সবাই শরীয়ত ভঙ্গ করেছে, যার সম্পর্কে তারা এতটাই গর্বিত ছিল।

৭:২০ লোকেরা। সম্ভবত যারা ঈদ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেরুশালেমে এসেছিল।

তোমাকে ভূতে পেয়েছে। ভূতে পাওয়ার অভিযোগ ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে (৮:৪৮-৫১; ১০:২০২১; এছাড়া দেখুন মথি ১২:২৪-৩২; মার্ক ৩:২২-৩০)।

৭:২১ একটি কাজ। প্রমাণ মতে এই কাজটি হচ্ছে বৈথেস্‌দা ঘাটে আটত্রিশ বছরের রোগীকে সুস্থ করা (ইউ ৫:১-৯)।

৭:২২ খৎনার নিয়ম। মূসার শরীয়ত অনুসারে খৎনা করা বাধ্যতামূলক ছিল (হিজ ১২:৪৪,৪৮; লেবীয় ১২:৩)। তথাপি এই আইন মূসার সময়ে প্রথম দেওয়া হয় নি, কিন্তু আরও আগে ইব্রাহিমের সাথে এই বিষয়ে চুক্তি করা হয়েছিল (পয়দা ১:৯-১৪)। ইহুদীরা এই নিয়মকে লেবীয় ১২:৩ আয়াত মোতাবেক এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে যে, খৎনা অবশ্যই অষ্টম দিনে করতে হবে, এমনকি যদি সেদিন বিশ্রামবার হয় তবুও, যে দিনে কোন কাজ করা উচিত না। এই ব্যতিক্রম বিরোধটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ (আয়াত ২৩)। ঈসা বলছেন না যে, বিশ্রামবার পালন করা উচিত নয় অথবা ইহুদী নিয়ম খুবই কড়া। তিনি বলছেন যে, তাঁর বিরোধীরা বিশ্রামবার বলতে কী বোঝায় তা বুঝতে পারে নি। খৎনা করার আদেশ দেখিয়ে থাকে যে, কোন কোন কাজ বিশ্রামবারে অবশ্যই করা যেতে পারে। দয়ার কাজ এই শ্রেণীতে পড়ে।

৭:২৫ জেরুশালেম নিবাসীদের। এই প্রকাশভঙ্গি ইঞ্জিল শরীফে কেবল এখানে মার্ক ১:৫ আয়াতে দেখা যায়, সম্ভবত এখানে জেরুশালেমে হাঙ্গামাকারীদের বোঝানো হচ্ছে (২০ আয়াতের নোট দেখুন)। তারা ঈসা মসীহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করে নি, কিন্তু তারা এ সম্পর্কে জানতো।

৭:২৬ নেতৃবর্গ কি বাস্তবিক জানেন ... ? গ্রীক ভাষায় প্রশ্নটি এমনভাবে করা হয়েছে, যা অবশ্যম্ভাবীভাবে নেতিবাচক উত্তর দান করে।

৭:২৭ তিনি কোথা থেকে আসলেন, তা কেউ জানে না। কোন কোন ইহুদী মনে করে যে, পুরাতন নিয়ম মসীহের উৎপত্তির কথা বলে (আয়াত ৪২, মথি ২:৪-৬ দেখুন); কিন্তু অন্যান্যরা বিশ্বাস করেন যে, ব্যাপারটি সেরূপ নয়।

মোকাদ্দসে উপদেশ দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে
বললেন, তোমরা তো আমাকে জান এবং আমি
কোথা থেকে এসেছি তাও জান। আর আমি
নিজের থেকে আসি নি; কিন্তু যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন, তিনি সত্যময়; তোমরা তাঁকে জান
না; ২৯ আমিই তাঁকে জানি, কেননা আমি তাঁর
কাছ থেকে এসেছি, আর তিনিই আমাকে প্রেরণ
করেছেন। ৩০ এজন্য লোকেরা তাঁকে ধরতে চেষ্টা
করলো, তবুও কেউ তাঁর উপরে হস্তক্ষেপ করলো
না, কারণ তখনও তাঁর সময় উপস্থিত হয় নি।
৩১ কিন্তু লোকদের মধ্যে অনেকে তাঁর উপর
ঈমান আনলো, আর বললো, মসীহ্ যখন
আসবেন তখন এঁর কাজের চেয়েও কি তিনি
বেশি চিহ্ন-কাজ করবেন?

ঈসা মসীহ্‌কে ধরবার জন্য পদাতিক বাহিনী

৩২ ফরীশীরা তাঁর বিষয়ে লোকদেরকে এসব
কথা ফিস্ ফিস্ করে বলতে শুনল; আর প্রধান
ইমামেরা ও ফরীশীরা তাঁকে ধরে আনবার জন্য
কয়েক জন পদাতিককে পাঠিয়ে দিল। ৩৩ তাতে
ঈসা বললেন, আমি এখন অল্প কাল তোমাদের
সঙ্গে আছি, তারপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন,
তাঁর কাছে যাচ্ছি। ৩৪ তোমরা আমার খোঁজ
করবে, কিন্তু আমাকে পাবে না; আর আমি
যেখানে আছি, সেখানে তোমরা আসতে পার না।
৩৫ তখন ইহুদীরা পরস্পর বলতে লাগল, এ
কোথায় যাবে যে, আমরা একে খুঁজে পাব না? এ
কি গ্রীকদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা
ইহুদীদের কাছে যাবে ও গ্রীকদেরকে উপদেশ
দেবে? ৩৬ এ যে বললো, 'আমার খোঁজ করবে,
কিন্তু আমাকে পাবে না এবং আমি যেখানে
আছি, সেখানে তোমরা আসতে পার না', এই
কথার অর্থ কি?

জীবন্ত পানির নদী

৩৭ শেষ দিন, ঈদের প্রধান দিন, ঈসা দাঁড়িয়ে
উচ্চৈঃস্বরে বললেন, কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে
আমার কাছে এসে পান করুক। ৩৮ যে আমার
উপর ঈমান আনে, পাক-কিতাব যেমন বলে,
তার অন্তর থেকে জীবন্ত পানির নদী বইবে।
৩৯ যারা তাঁর উপর ঈমান এনে যে রূহ্‌কে পাবে,
তিনি সেই রূহের বিষয়ে এই কথা বললেন;
কারণ তখনও রূহ্ দেওয়া হয় নি, কেননা
তখনও ঈসা মহিমান্বিত হন নি।

লোকদের মধ্যে মতের ভিন্নতা

৪০ সেসব কথা শুনে লোকদের মধ্যে কেউ কেউ
বললো, ইনি সত্যিই সেই নবী। ৪১ আর কেউ
কেউ বললো, ইনি সেই মসীহ্। কিন্তু কেউ কেউ
বললো, তা কেমন করে হবে? মসীহ্ কি গালীল
থেকে আসবেন? ৪২ পাক-কিতাবে কি বলে নি,
মসীহ্ দাউদের বংশ থেকে এবং দাউদ যেখানে
ছিলেন, সেই বেথেলহেম গ্রাম থেকে আসবেন?

মথি ১৩:৫৫; ইউ ৬:৪২।
[৭:২৮] আঃ ১৪; ইউ ৮:১৪; ৮:২৬,৪২।
[৭:২৯] মথি ১১:২৭; ইউ ৩:১৭।
[৭:৩১] ইউ ৮:৩০; ১০:৪২; ১১:৪৫; ১২:১১,৪২; ২:১১।
[৭:৩৩] ইউ ১২:৩৫; ১৩:৩৩; ১৬:১৬; ১৬:৫,১০,১৭,২৮।
[৭:৩৪] আঃ ৩৬; ইউ ৮:২১; ১৩:৩৩।
[৭:৩৫] ইয়াকুব ১:১; ইউ ১২:২০; প্রেরিত ১৭:৪; ১৮:৪।
[৭:৩৬] আঃ ৩৬।
[৭:৩৭] লেবীয় ২৩:৩৬; ইশা ৫৫:১; ২২:১৭।
[৭:৩৯] যোয়েল ২:২৮; ইউ ১:৩৩।
[৭:৪১] আঃ ৫২; ইউ ১:৪৬।
[৭:৪২] মথি ১:১;

৭:২৮ তোমরা তো আমাকে জানো। এই উক্তিটি এক অর্থে ব্যঙ্গোক্তি; কারণ সাধারণ অর্থে তারা জানতো যে, ঈসা নাসরৎ থেকে এসেছেন, কিন্তু গভীরতর অর্থে তারা স্বয়ং ঈসা বা তাঁর পিতাকে জানতো না (৮:১৯)। ঈসা পিতার উপর তাঁর নির্ভরতার কথা বলেন (৪:৩৪ তুলনীয়) এবং এ কথা ঘোষণা করেন যে, তাঁর আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে এবং যা তাদের ছিল না। তাঁর উৎপত্তি ও কাজ উভয়ই আল্লাহ্ হতে সংঘটিত হয়েছে।

৭:৩০ লোকেরা তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলো। ঈসা মসীহের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে শক্তিহীন ছিল, যতক্ষণ না তাঁর সময় এসেছে (২:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:৩১ লোকদের। যেসব ইহুদীরা জেরুশালেমে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে যেত (২০ আয়াতের নোট দেখুন)। তাদের অনেকেই অলৌকিক কাজের উপর ভিত্তি করে ঈমান এনেছিল (ইউ ৬:২৬)।

৭:৩৩ তারপর ... তাঁর কাছে যাচ্ছি। ঈসা মসীহ্ তাঁর অলৌকিক কাজ থেকে মৃত্যু সম্পর্কে বিষয় পরিবর্তন করেন এবং তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে ইঙ্গিত দেন (আয়াত ৩৪)।

৭:৩৫ গ্রীকদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদীদের। বন্দীদশার সময় থেকে বহু ইহুদী প্যালেস্টাইনের বাইরে বাস করতো এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের অধিকাংশ নগরে তাদেরকে দেখা যেত।

৭:৩৬ আমি যেখানে আছি ... আসতে পার না। এ কথাটি ইহুদীদের কাছে বোধগম্য নয়, কারণ তারা রূহানিকভাবে এর অর্থ চিন্তা করতে পারে নি। তারা কেবল 'ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা' লোকদের বিষয়ে অর্থাৎ যারা প্যালেস্টাইনের বাইরে বাস করছিল সেই ইহুদীদের কথা চিন্তা করছিল।

৭:৩৭ শেষ দিন, ঈদের প্রধান দিন। সপ্তম বা অষ্টম দিন, কারণ এই ঈদ সাত দিন ধরে চলতো (লেবীয় ২৩:৩৪; দ্বি.বি. ১৬:১৩,১৫), কিন্তু অষ্টম দিনে 'পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল' হত (লেবীয় ২৩:৩৬)। মার্ক ১৪:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন। শিক্ষকরা সচরাচর বসে উপদেশ দিতেন, তাই ঈসা তাঁর কথার মাধ্যমে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

৭:৩৮ জীবন্ত পানি। ৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন। এতে পরিষ্কার যে, কেবল ঈমানদারদের জন্য সতেজ হওয়া প্রযোজ্য। এখানে 'পাক-কিতাব যেমন বলে' কথাটির ব্যাখ্যা নিয়ে অনেকে দ্বিধায় ভোগেন, কারণ একবচনে 'কিতাব' শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট কিতাবের অংশকে ইঙ্গিত করতে পারে, কিন্তু এ ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। তাই ধরা হয়ে থাকে যে, এটি ইশা ৫৮:১১; জাকা ১৪:৮; ইহি ৪৭:২ আয়াতের মত কয়েকটি অংশের প্রতি সাধারণ ইঙ্গিত।

৭:৩৯ রূহ্। জীবন্ত পানির উৎস (আয়াত ৩৮)।

দেওয়া হয় নি। যেভাবে তাঁকে পঞ্চাশত্তমীতে দেওয়া হবে (প্রেরিত ২ দেখুন)।

মহিমান্বিত হন নি। সম্ভবত এখানে ঈসা মসীহের ক্রুশারোপণ ও পুনরুত্থানকে বোঝানো হয়েছে (১৩:৩১ আয়াতের নোট দেখুন)। রূহের কাজের পূর্ণতা নাজাতের উপর ঈসা মসীহের কাজের পূর্ণতার উপর নির্ভর করে।

৭:৪২ বেথেলহেম। মসীহের জন্মস্থান সম্পর্কে সে সময় ভিন্ন

৪৩ এইভাবে তাঁকে নিয়ে লোকদের মধ্যে মতভেদ
দেখা দিল। ৪৪ আর তাদের কয়েক জন তাঁকে
ধরতে চাচ্ছিল, তবুও কেউ তাঁর উপরে হস্তক্ষেপ
করলো না।

নেতাদের অবিশ্বাস

৪৫ তখন পদাতিকেরা প্রধান ইমামদের ও
ফরীশীদের কাছে আসলো। এরা তাদেরকে
বললো, তাকে আন নি কেন? ৪৬ পদাতিকেরা
জবাবে বললো, এই ব্যক্তি যেরকম কথা বলেন,
কোন মানুষ কখনও এরকম কথা বলে নি।
৪৭ ফরীশীরা তাদেরকে বললো, তোমরাও কি
ভ্রান্ত হলে? ৪৮ নেতাদের মধ্যে কিংবা ফরীশীদের
মধ্যে কি কেউ ওর উপর ঈমান এনেছেন?
৪৯ কিন্তু এই যে লোকেরা যারা শরীয়ত জানে না,
এরা বদদোয়াগ্রস্ত। ৫০ তখন নীকদীম– তাদের
মধ্যে এক জন, যিনি আগে তাঁর কাছে
এসেছিলেন– তিনি তাদেরকে বললেন, ৫১ আগে
কোন মানুষের কথা না শুনে ও সে কি করে তা
না জেনে, আমাদের শরীয়ত কি কারো বিচার
করতে বলে? ৫২ জবাবে তারা তাঁকে বললো,
তুমিও কি গালীলের লোক? অনুসন্ধান করে দেখ,
গালীল থেকে কোন নবীর উদয় হয় না।

জেনায় ধরা পরা স্ত্রীলোকের বিচার

৮ ১ পরে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে
ফিরে গেল, কিন্তু ঈসা জৈতুন পর্বতে
গেলেন। ২ আর খুব ভোরে তিনি পুনর্বার
বায়তুল-মোকাদ্দসে আসলে পর সমস্ত লোক
তাঁর কাছে আসল; আর তিনি বসে তাঁদেরকে
উপদেশ দিতে লাগলেন। ৩ তখন আলেম ও
ফরীশীরা একটি স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে আনলো
যে জেনা করতে গিয়ে ধরা পরেছিল। তাকে
মধ্যস্থানে দাঁড় করিয়ে তাঁকে বললো, ৪ হুজুর,
এই স্ত্রীলোকটা জেনা করা অবস্থায় ধরা পড়েছে।
৫ শরীয়তে মূসা এই রকম লোককে পাথর
মারবার হুকুম আমাদেরকে দিয়েছেন, তবে
আপনি কি বলেন? ৬ তারা তাঁকে পরীক্ষা করার
জন্য এই কথা বললো, যেন তাঁর নামে
দোষারোপ করার সূত্র পেতে পারে। কিন্তু ঈসা
হেঁট হয়ে আঙ্গুল দিয়ে ভূমিতে লিখতে লাগলেন।
৭ পরে তারা যখন পুনঃ পুনঃ তাঁকে জিজ্ঞাসা
করতে লাগল তিনি মাথা তুলে তাদেরকে

২:৫,৬; মিকাহ্ ৫:২; লূক ২:৪।
[৭:৪৩] ইউ ৬:৫২; ৯:১৬; ১০:১৯।
[৭:৪৪] আঃ ৩০।
[৭:৪৮] ইউ ১২:৪২।
[৭:৫০] ইউ ৩:১; ১৯:৩৯।
[৭:৫২] আঃ ৪১।
[৮:১] মথি ২১:১।
[৮:২] আঃ ২০; মথি ২৬:৫৫।
[৮:৫] লেবীয় ২০:১০; দ্বিঃবিঃ ২২:২২; আইউব ৩১:১১।
[৮:৬] মথি ১২:১০; ২২:১৫,১৮।
[৮:৭] দ্বিঃবিঃ ১৭:৭;

ভিন্ন ধারণা গড়ে উঠেছিল (আয়াত ২৭ দেখুন)।

৭:৪৩ লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। ঈসা মসীহের শিক্ষাটির সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রথম অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল বিভক্তি, যা ঈসা মসীহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একমত হওয়ার অক্ষমতা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে তিনটি মতের উদয় হয়েছিল – তিনি নবী, তিনি মসীহ্ ও তিনি মসীহ্ নন।

৭:৪৬ পদাতিকেরা। তারা জানতো যে, ঈসা মসীহ্‌কে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হলে তারা বিপাকে পড়বে; কিন্তু তারা জনতার অংশবিশেষের শত্রুতার বিষয়ে উল্লেখ করে নি। তারা ঈসা মসীহের শিক্ষা দ্বারা চমৎকৃত হয়েছিল এবং এ কারণে তারা তৎক্ষণিকভাবে তাঁর কোন ক্ষতি করতে চায় নি।

৭:৪৭ তোমরাও কি ভ্রান্ত হলে? তারা অবশ্যই প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে প্রধান ইমাম বায়তুল মোকাদ্দসের পদাতিকদের তিরস্কার করতো।

৭:৪৯ এই যে লোকেরা। ঈদ উপলক্ষে জেরুশালেমে আগত ইহুদীদেরকে বোঝানো হয়েছে (২০ আয়াতের নোট দেখুন)।

শরীয়ত জানে না। ফরীশীরা পাক-কিতাব সম্পর্কে লোকদের অজ্ঞতাকে অতিরঞ্জিত করে এ কথা বলেছিল (আয়াত ৪২ দেখুন)। কিন্তু গড়পড়তা ইহুদীরা ফরীশীদের এই সমস্ত রীতি-নীতির বেড়াজালের বিষয়ে খুবই কম মনোযোগী ছিল, যা ফরীশীদের কাছে অনেক বড় অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হত। ফরীশীদের এই 'শরীয়ত' অধিকাংশ ইহুদী অর্থাৎ যারা কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ করতো, তাদের জন্য এটি এতই বড় বোঝা ছিল যে, তাদের জন্য তা পালন করা অতি দুঃসাধ্য ছিল এবং পরিণামে এসব নিয়ম-কানুন ব্যাপকভাবে অশ্রদ্ধার চোখে দেখা হত।

৭:৫১ আগে মানুষের ... বিচার করতে বলে? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে মূলত ফরীশীদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা হয়েছে। একমাত্র নীকদীম ছাড়া ইহুদী মহাসভার সদস্যদের মধ্যে আরও কেউই ঈসা মসীহের উপরে ঈমান আনে নি (৩:১)। তারা লোকদেরকে শরীয়ত পালন করার জন্য আহ্বান জানাতো, কিন্তু নীকদীম শরীয়ত পালনে তাদের নিজেদের ব্যবস্থার দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

৭:৫২ গালীল থেকে কোন নবীর উদয় হয় না। ফরীশীরা রাগান্বিত ছিল, এ কারণেই তারা পাক-কিতাবে লেখা সত্য ভুলে গিয়েছিল। নবী ইউনুস গালীল থেকে এসেছিলেন এবং হয়তোবা অন্যান্য অনেক নবীও গালীল থেকে এসেছেন। অধিকন্তু ফরীশীরা আল্লাহ্‌র যে কোন পছন্দের স্থান থেকে নবীর উত্থানের অধিকারকে উপেক্ষা করেছিল (ইউ ১:৪৬ দেখুন)।

৮:৩ একটি স্ত্রীলোক। জেনার মত গুনাহ্ একাকী করা যায় না; তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কেন কেবল একজন মাত্র অপরাধীকে আনা হল। মূলত ফরীশীরা এই কাজ করেছিল ঈসাকে ফাঁদে ফেলার জন্য (আয়াত ৬) এবং এ ধরনের গুনাহে পুরুষকে নিষ্কৃতি দেওয়ার বিধান সৃষ্টি করার জন্য।

৮:৪ জেনা করা অবস্থায় ধরা পড়েছে। ইহুদী ব্যবস্থায় জেনার অভিযোগে সাক্ষীর প্রয়োজন পড়ে না, যদি না মহিলাটি বাগদত্তা কুমারী না হয় (দ্বি.বি. ২২:২৩-১৪); শরীয়ত উভয় পক্ষেরই শাস্তির বিধান দেয় (লেবীয় ২০:১০; দ্বি.বি. ২০:২২), কেবল স্ত্রীলোকটিকে নয়।

৮:৬ পরীক্ষা করার জন্য এই কথা বললো। রোমীয়রা ইহুদীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ক্ষমতা দেয় নি (১৮:৩১), তাই যদি ঈসা তাকে পাথর মারতে বলতেন, তিনি রোমীয়দের সাথে বিরোধে জড়িয়ে যেতেন। যদি তিনি তাকে পাথর না মারতে বলতেন, তাঁকে শরীয়ত অমান্যকারীরূপে অভিযুক্ত করা হত।

লিখতে লাগলেন। ঈসা ভূমিতে কী লিখেছিলেন তা আমরা কেবল অনুমান করতে পারি। স্ত্রীলোকটির বিচার ঈসা নিজে না করে তিনি অভিযোগকারীদের বিচার করছেন। লেখার দ্বারা

বললেন, তোমাদের মধ্যে যে কোন গুনাহ্‌ করে নি, সে-ই প্রথমে একে পাথর মারুক। ৮ পরে তিনি পুনর্বার হেঁট হয়ে আঙ্গুল দিয়ে ভূমিতে লিখতে লাগলেন। ৯ তখন তারা এই কথা শুনে এবং নিজ নিজ বিবেক দ্বারা দোষীকৃত হয়ে, একে একে বাইরে গেল, প্রাচীন লোক থেকে আরম্ভ করে শেষ জন পর্যন্ত চলে গেল; তাতে কেবল ঈসা অবশিষ্ট থাকলেন, আর সেই স্ত্রীলোকটি মধ্যস্থানে দাঁড়িয়েছিল। ১০ তখন ঈসা মাথা তুলে, স্ত্রীলোকটি ছাড়া আর কাউকেও দেখতে না পেয়ে, তাকে বললেন, হে নারী, যারা তোমার নামে অভিযোগ করেছিল, তারা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দোষী করে নি? ১১ সে বললো, না, হুজুর, কেউ করে নি। তখন ঈসা তাকে বললেন, আমিও তোমাকে দোষী করি না; যাও, এখন থেকে আর গুনাহ্‌ করো না।

ঈসা মসীহ্‌ দুনিয়ার নূর

১২ আবার ঈসা লোকদের কাছে কথা বললেন, তিনি বললেন, আমি দুনিয়ার নূর; যে আমাকে অনুসরণ করে, সে কোন মতে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের নূর পাবে। ১৩ তাতে ফরীশীরা তাঁকে বললো, তুমি তোমার নিজের বিষয়ে নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছ; তোমার সাক্ষ্য সত্যি নয়। ১৪ জবাবে ঈসা তাদেরকে বললেন, যদিও আমি আমার বিষয়ে নিজে সাক্ষ্য দিই, তবুও আমার সাক্ষ্য সত্যি; কারণ আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথায়ই বা যাচ্ছি, তা জানি; কিন্তু আমি কোথা থেকে এসেছি, আর কোথায়ই বা যাচ্ছি, তা তোমরা জান না। ১৫ মানুষ যেভাবে বিচার করে তোমরাও সেইভাবে বিচার করছো; আমি কারো বিচার করি না। ১৬ আর যদিও আমি বিচার করি, আমার বিচার সত্যি, কেননা আমি একা নই, কিন্তু আমি আছি এবং পিতা আছেন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। ১৭ আর তোমাদের শরীয়তেও লেখা আছে, দু'জনের সাক্ষ্য সত্যি। ১৮ আমি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, আর পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। ১৯ তখন তারা তাঁকে বললো, তোমার পিতা কোথায়? জবাবে ঈসা বললেন, তোমরা আমাকেও জান না, আমার পিতাকেও জান না; যদি আমাকে জানতে, আমার পিতাকেও জানতে। ২০ এসব কথা তিনি

ইহি ১৬:৪০; রোমীয় ২:১,২২।
[৮:১১] ইউ ৩:১৭; ৫:১৪।
[৮:১২] ইউ ৬:৩৫; ১:৪; মেসাল ৪:১৮; মথি ৫:১৪।
[৮:১৩] ইউ ৫:৩১।
[৮:১৪] ইউ ১৩:৩; ১৬:২৮; ৭:২৮; ৯:২৯।
[৮:১৫] ইউ ৭:২৪; ৩:১৭।
[৮:১৬] ইউ ৫:৩০।
[৮:১৭] মথি ১৮:১৬।
[৮:১৮] ইউ ৫:৩৭।
[৮:১৯] ইউ ১৬:৩; ১ইউ ২:২৩।

তিনি কি তাদের কেবল এ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, 'দশ হুকুম' লেখা হয়েছে আল্লাহ্‌র হাত দ্বারা (হিজ ৩১:১৮)? অথবা তিনি হয়তোবা তাদেরকে ইয়ারমিয়া ১৭:১৩ আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন।

৮:৭ যে কোন গুনাহ্‌ করে নি। এর অর্থ এখানে এই নয় যে, অভিযোগকারীদেরকে সম্পূর্ণভাবে গুনাহ্‌বিহীন হতে হবে। ঈসা মসীহ্‌ তাদের বিবেক পরিষ্কার থাকার বিষয়ে বলেছিলেন।

সেই প্রথমে একে পাথর মারুক। ঈসা মসীহের উত্তর তাদেরকে নিবৃত্ত করল। যেহেতু তিনি একটি পাথর ছোড়ার ব্যাপারে বলেছিলেন, সেহেতু তিনি শরীয়ত তুলে ধরতে ব্যর্থ এমনভাবে অভিযুক্ত হন নি। কিন্তু সেই পাথরটি মারার জন্য এমন যোগ্যতা প্রয়োজন ছিল, যার কারণে সকলেই তা মারা থেকে বিরত থাকলো।

৮:৯ একে একে বাইরে গেল। যেহেতু তারা নিষ্পাপ ছিল না (আয়াত ৭)।

প্রাচীন লোক। তারাই প্রথমে উপলব্ধি করেছিল যে, মসীহ্‌ আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন।

৮:১১ যাও … গুনাহ্‌ করো না। ঈসা স্ত্রীলোকটিকে ক্ষমা করেছিলেন।

৮:১২ আমি দুনিয়ার নূর। এই শিক্ষা ৭ম অধ্যায়ের শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং ঈসা একই লোকদের এই শিক্ষা দিচ্ছেন। এখানে তিনি নিজেকে 'নূর' বা 'আলো' হিসেবে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (ইউ ১:৪-১০; ৬:৩৫ দেখুন)।

নূর। ইউ ১:৪; ৯:৫; ১২:৪৬ দেখুন। এটি সত্য যে, 'আল্লাহ্‌ নিজেই নূর' (১ ইউ ১:৫)। ঈসা মসীহের অনুসারীরা তাঁর কাছ থেকে আসা নূরের প্রতিফলন, তাই তাঁরাও 'দুনিয়ার নূর' (মথি ৫:১৪; ফিলি ২:১৫)।

অন্ধকার। এই দুনিয়ার অন্ধকার ও শয়তানের অন্ধকার উভয়ই বোঝানো হয়েছে। যে কেউ অন্ধকারে চলে, সে তারা পথ হারাবে। রূহানিক অর্থে সব সময় দুনিয়ার নূরকে অনুসরণ করা উচিত।

৮:১৩ জীবনের নূর। 'আল্লাহ্‌ নূর' (১ ইউ ১:৫); কিন্তু ঈসা মসীহ্‌ আল্লাহ্‌ হতে আগত এক নূর, যে নূর জীবনের পথ দেখায় – যেভাবে অগ্নিস্তম্ভ ইসরাইলীয়দের পথ আলোকিত করে দিয়েছিল (হিজ ১৩:২১; নহি ৯:১২)।

৮:১৪ যদিও আমি … তোমরা জান না। ফরীশীদের কথার প্রেক্ষিতে ঈসা দু'টো বিষয় তুলে ধরলেন। প্রথমত তিনি সাক্ষ্য বহন করার যোগ্য, কিন্তু ফরীশীরা নয়; এবং তিনি তাঁর উৎপত্তি এবং গন্তব্য জানতেন, কিন্তু তারা কোনটিই জানতো না (১৬ ও ১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:১৫ মানুষ যেভাবে … বিচার করছো। ফরীশীদের বিচার সীমিত ও জাগতিক। ঈসা তাদের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করে বললেন যে, তিনি মোটেও বিচার করেন নি (আয়াত ২৬); কারণ তাঁর পরিচর্যা কাজের উদ্দেশ্য প্রাথমিকভাবে বিচার করা নয়।

৮:১৬ পিতা আছেন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। ঈসা সর্বদা তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন (৪:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:১৮ তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। ঈসা মসীহের দ্বিতীয় দাবী ছিল যে, তাঁর সাক্ষ্য অসমর্থিত নয়। পিতা তাঁর সাথে আছেন, তাই তিনি ও পিতা দু'জনেই শরীয়তের আবশ্যকীয় দু'জন সাক্ষী (দ্বি.বি. ১৭:৬; ১৯:১৫)।

৮:১৯ তোমার পিতা কোথায়? এখানে তারা মসীহের জাগতিক পিতার কথা জানতে চেয়েছে। ঈসা মসীহের বেহেশতী দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর সাক্ষ্য তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল, তাই তারা 'কে' জিজ্ঞাসা না করে 'কোথায়' জিজ্ঞাসা করেছে।

যদি আমাকে জানতে। ইউহোন্না এটি পরিষ্কার করেন যে, কালাম (ঈসা) আল্লাহ্‌র সাথে ছিলেন এবং তিনি নিজেই আল্লাহ্‌ ছিলেন (১:১) এবং তিনি স্বয়ং আল্লাহ্‌কে প্রকাশ করেন (১:১৮)। ঈসা এখানে গুরুত্বারোপ করেন যে, পিতাকে পুত্রের মাধ্যমে জানা যায় এবং একজনকে জানা অর্থ অন্যকে জানা। ঈসা

BACIB
International Bible CHURCH

বায়তুল-মোকাদ্দসে উপদেশ দেবার সময়ে ভাণ্ডার
-গৃহে বললেন; এবং কেউ তাঁকে ধরলো না,
কারণ তখনও তাঁর সময় উপস্থিত হয় নি।

নিজের মৃত্যুর বিষয়ে ঈসা মসীহের ভবিষ্যদ্বাণী

২১ পরে তিনি আবার তাদেরকে বললেন, আমি
যাচ্ছি, আর তোমরা আমার খোঁজ করবে ও
তোমাদের গুনাহে মারা যাবে; আমি যেখানে
যাচ্ছি, সেখানে তোমরা আসতে পার না।
২২ তখন ইহুদীরা বললো, এ কি আত্মঘাতী হবে?
সেজন্য কি বলছে, আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে
তোমরা আসতে পার না? ২৩ তিনি তাদেরকে
বললেন, তোমরা অধঃস্থানের, আমি ঊর্ধ্বস্থানের;
তোমরা এই দুনিয়ার, আমি এই দুনিয়ার নই।
২৪ কেননা যদি বিশ্বাস না কর যে, আমিই তিনি,
তবে তোমাদের গুনাহের মধ্যেই তোমরা মরবে।
২৫ তখন তারা বললো, তুমি কে? ঈসা তাদেরকে
বললেন, তা-ই তো প্রথম থেকে তোমাদেরকে
বলছি। ২৬ তোমাদের বিষয়ে বলবার ও বিচার
করার অনেক কথা আছে; যা হোক, যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্য এবং আমি তাঁর
কাছে যা যা শুনেছি, তা-ই দুনিয়াকে বলছি।
২৭ তিনি যে তাদেরকে পিতার বিষয়ে বলছিলেন,
তা তারা বুঝতে পারল না। ২৮ তখন ঈসা
বললেন, যখন তোমরা ইবনুল-ইনসানকে উঁচুতে
তুলবে, তখন জানবে যে, আমিই তিনি, আর
আমি নিজের থেকে কিছু করি না, কিন্তু পিতা
যেমন আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই অনুসারে
এসব কথা বলি। ২৯ আর যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন;
তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেন নি, কেননা আমি
সব সময় তাঁর সন্তোষজনক কাজ করি।
৩০ তিনি এসব কথা বললে পর অনেকে তাঁর

[৮:২০] মথি ২৬:৫৫; ২৬:১৮; মার্ক ১২:৪১।
[৮:২১] ইহি ৩:১৮; ইউ ৭:৩৪; ১৩:৩৩।
[৮:২৩] ইউ ৩:৩১; ১৭:১৪।
[৮:২৬] ইউ ৭:২৮; ৩:৩২; ১৫:১৫।
[৮:২৮] ইউ ১২:৩২; ১৪:২৪।
[৮:২৯] ইউ ১৬:৩২; ৪:৩৪; ৫:৩০; ৬:৩৮; ইশা ৫০:৫।

মসীহের প্রতি তাদের মনোভাব দেখায় যে, তারা তাঁর বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানে নিবিষ্ট হয় নি। ঈসা দেখান যে, পিতার সাথে তাঁর একান্ত সম্পর্ক তাদের কাছে প্রতীয়মান হত, যদি তারা কেবল তাঁকে উপলব্ধি করতো। অন্য আর কোন সরল পথ নেই যার মধ্য দিয়ে ঈসা দাবী করতে পারতেন যে, আল্লাহ্‌র বিষয়ে মানুষের জ্ঞান লাভের জন্য তিনিই একমাত্র উপায়।

৮:২০ ভাণ্ডার-গৃহ। এই ভাণ্ডার-গৃহ বায়তুল মোকাদ্দসের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল। এই স্থান সমবেত এবাদতের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং এ কারণেই এখানে এই স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁর সময়। ২:৪ আয়াতের নোট দেখুন। ঈসা মসীহ্ বন্দী না হওয়ার যে কোন পরিস্থিতিগত মানবীয় ব্যাখ্যা ইউহোন্না এড়িয়ে গেছেন এবং তিনি এর পেছনে ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি দেখিয়েছেন। ৭:৪৬ আয়াতে আমরা দেখতে পাই, পদাতিক সৈন্যরা ঈসাকে বন্দী করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। মানবীয় পরিকল্পনা ব্যহত হওয়াকে ইউহোন্না গুরুত্ব সহকারে দেখিয়েছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে, ঈসা মসীহের জীবনের প্রতিটি ঘটনা বেহেশতী নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল।

৮:২১ আমি যাচ্ছি। ইউ ৭:৩৪ আয়াত দেখুন, যেখানে ঈসা মসীহের এই যাওয়ার কথা একইভাবে শ্রোতাদেরকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল।

তোমরা আমার ... মারা যাবে। সম্ভবত এই বিবৃতির মূল অর্থ হচ্ছে, তারা ঈসাকে মসীহ্ হিসেবে অনেক দেরীতে খুঁজবে এবং এ কারণে তারা তাঁর নাজাতের রজমত পাবে না (৭:৩৪ দেখুন)।

৮:২২ এ কি আত্মঘাতী হবে। তাদের ভুল বোঝার কারণ হচ্ছে ঈসা মসীহের উক্তির আক্ষরিক ব্যাখ্যা করা।

৮:২৩ তোমরা অধঃস্থানের, আমি ঊর্ধ্বস্থানের। মসীহ্ এবং মানুষের মধ্যকার ব্যবধান চিহ্নিত করা হয়েছে (ইউ ৩:৩১; ৮:৪৭; ১৫:১৯; ১ ইউ ৩:১০ দেখুন)। ঈসা নিশ্চয়ই দুনিয়াতে রয়েছেন, কিন্তু তিনি দুনিয়ার নন। তারা 'এই দুনিয়ার' – শয়তানের দুনিয়ার (১ ইউ ৫:১৯)।

৮:২৪ আমিই তিনি। ঈসা মসীহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র মহা নিশ্চয়তার প্রতিধ্বনি করেছেন (ইউ ৬:৩৫; ৮:৫৮; হিজ ৩:১৪ দেখুন)। তিনি ২১ আয়াতে তাঁর নিজ উক্তির ব্যাখ্যা দেন। গুনাহের কারণে মৃত্যু কেবল ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনার মাধ্যমে এড়ানো যায়। এই বিবৃতি দেখায় যে, ঈমানের মূল লক্ষ্য কী হওয়া উচিত। ঈসা নিজের প্রতি এই নাম প্রয়োগ করে আল্লাহ্ বলে নিজেকে দাবী করলেন।

৮:২৫ তুমি কে? "আমিই" বিবৃতি শ্রোতাদের কাছে পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় নি, অন্যথায় তারা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো না।

তা-ই তো ... বলছি। উক্তিটি বোঝায় যে, ঈসা প্রথম থেকেই তাঁর কাজে ও কথায় তাঁর পরিচয় ঘোষণা অব্যাহত রেখেছেন।

৮:২৬ তোমাদের বিষয়ে ... কথা আছে। পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়ার জন্য মসীহ্ তাদের প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। তিনি দু'বার তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তারা তাদের গুনাহে মরবে। পুনরায় তিনি এই ভিত্তিতে তাঁর সাক্ষ্যের সত্যতা ব্যক্ত করেন যে, তাঁকে যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি সত্য। দুনিয়ার জন্য তিনি যা ঘোষণা করেছেন তা তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকেই শুনেছেন, যা আবার তাঁর বেহেশতী পরিচর্যা কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৮:২৮ উঁচুতে উঠাবে। সাধারণত ইঞ্জিল শরীফে এই কথাটি 'মহিমান্বিতকরণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ইউহোন্না এটি ক্রুশারোপণের জন্য ব্যবহার করেছেন (৩:১৪ দেখুন)। আমাদের প্রভু তাঁর পিতার প্রত্যাদেশ অনুসারে ক্রুশারোপিত হবেন এবং তখনই কেবল উক্তিটি তাদের কাছে প্রমাণিত হবে যে, ঈসা নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা কেবল সত্য নয়, বরং সেই সাথে পিতা কর্তৃত্ব সীলমোহরকৃত।

তখন জানবে। ২৪,৫৮ আয়াতের নোট দেখুন। ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের ফলস্বরূপ মানুষ এই জ্ঞানের বোধগম্যতা লাভ করবে, এমনটাই সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে।

৮:২৯ তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেন নি। এই উক্তির সাথে ক্রুশের উপরে প্রভু ঈসার আর্তচিৎকার স্পষ্ট বিরোধ সৃষ্টি করে, যেখানে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?" (মার্ক ১৫:৩৪; মথি ২৭:৪৬)। প্রকৃত অর্থে এখানে কোন বিরোধ নেই, কারণ মসীহের এই উক্তিতে চিরকালীন এক সত্য প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু ক্রুশে মসীহের আর্তচিৎকারে ফুটে উঠেছে একজন যন্ত্রণাদগ্ধ ব্যক্তির বেদনার সাময়িক বহিঃপ্রকাশ, যা প্রমাণ করে না যে, সত্যিই

উপর ঈমান আনলো।

সত্যিকারের সাহাবী

৩১ অতএব যে ইহুদীরা তাঁর উপর ঈমান
আনলো, তাদেরকে ঈসা বললেন, তোমরা যদি
আমার কথায় স্থির থাক, তা হলে সত্যিই তোমরা
আমার সাহাবী; ৩২ আর তোমরা সেই সত্য
জানবে এবং সেই সত্য তোমাদেরকে স্বাধীন
করবে। ৩৩ তারা তাঁকে জবাবে বললো, আমরা
ইব্রাহিমের বংশ, কখনও কারো গোলাম হই নি;
আপনি কেমন করে বলছেন যে, তোমাদেরকে
স্বাধীন করা যাবে?
৩৪ ঈসা জবাবে তাদেরকে বললেন, সত্যি,
সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, যে কেউ গুনাহ্
করে, সে গুনাহ্‌র গোলাম। ৩৫ আর গোলাম
বাড়িতে চিরকাল থাকে না, পুত্র চিরকাল থাকেন।
৩৬ অতএব পুত্র যদি তোমাদেরকে স্বাধীন করেন,
তবে তোমরা প্রকৃতভাবে স্বাধীন হবে। ৩৭ আমি
জানি, তোমরা ইব্রাহিমের বংশ; কিন্তু আমাকে
হত্যা করতে চেষ্টা করছো, কারণ আমার কালাম
তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না। ৩৮ আমার
পিতার কাছে আমি যা যা দেখেছি, তা-ই বলছি;
আর তোমাদের পিতার কাছে তোমরা যা যা
শুনেছ, তা-ই করছো।

ঈসা মসীহ্ ও হযরত ইব্রাহিম

৩৯ তারা জবাবে তাকে বললো, আমাদের পিতা
ইব্রাহিম। ঈসা তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি
ইব্রাহিমের সন্তান হতে, তবে ইব্রাহিমের মতই
কাজ করতে। ৪০ কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে সত্য শুনে
তোমাদেরকে জানিয়েছি যে আমি, আমাকেই
হত্যা করতে চেষ্টা করছো; ইব্রাহিম এরকম
করেন নি। ৪১ তোমাদের পিতার কাজ তোমরা
করছো। তারা তাঁকে বললো, আমরা জারজ
সন্তান নই; আমাদের একমাত্র পিতা আছেন,
তিনি আল্লাহ্। ৪২ ঈসা তাদেরকে বললেন,
আল্লাহ্ যদি তোমাদের পিতা হতেন, তবে
তোমরা আমাকে মহব্বত করতে, কেননা আমি
আল্লাহ্ থেকে বের হয়ে এসেছি; আমি তো
নিজের থেকে আসি নি, কিন্তু তিনিই আমাকে
প্রেরণ করেছেন। ৪৩ তোমরা কেন আমার কথা
বোঝ না? কারণ এই যে, তোমরা আমার কালাম
গ্রহণ করতে পার না। ৪৪ তোমরা তোমাদের
পিতা শয়তানের এবং তোমাদের পিতার
অভিলাষগুলো পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে

[৮:৩১] ইউ ১৫:৭; ২ইউ ৯।
[৮:৩২] আঃ ৩৬; রোমীয় ৮:২; ২করি ৩:১৭; গালা ৫:১,১৩।
[৮:৩৩] আঃ ৩৭,৩৯; লূক ৩:৮।
[৮:৩৪] রোমীয় ৬:১৬।
[৮:৩৫] গালা ৪:৩০।
[৮:৩৮] ইউ ৫:১৯,৩০; ১৪:১০,২৪।
[৮:৩৯] লূক ৩:৮।
[৮:৪০] মথি ১২:১৪।
[৮:৪১] আঃ ৩৮,৪৪; ইশা ৬৩:১৬; ৬৪:৮।
[৮:৪২] ১ইউ ৫:১; ইউ ১৩:৩; ৭:২৮; ৩:১৭।
[৮:৪৪] ১ইউ ৩:৮; আঃ ৩৮,৪১; পয়দা ৩:৪; ৪:৯; ২বংশা

আল্লাহ্ ঈসাকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন।

৮:৩১ ঈমান আনলো। সম্ভবত এখানে ঈমানের আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তির কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাদের কথা ও আচরণ দেখায় যে, তারা সত্যিকার ঈমানদার ছিল না (৮:৩৩,৩৭; ২০:৩১ দেখুন)। ঈসা মসীহের কথায় স্থির থাকার অর্থ হচ্ছে তাঁর শিক্ষায় নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করা, যা সত্যিকার শিষ্যত্বের জন্য অপরিহার্য।

৮:৩২ সেই সত্য। ঈসা মসীহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সত্য (আয়াত ৩৬; ১৪:৬), পূর্ণ সত্য নয় এবং এমন সত্য, যা মানুষকে নাজাতের পথে চালিত করে।

স্বাধীন। গুনাহ্ থেকে স্বাধীন, অজ্ঞতা থেকে নয় (আয়াত ৩৬ দেখুন)। সত্য কখনও বন্দীত্বে চালিত করে না। ফরীশীদের কাছে এই পুরো ধারণাটি বাধা কারণ তারা এই বিষয়ে ন্যূনতম বিশ্বাসও করে না যে, তাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন। তাদের গড়া ঐতিহ্যগত প্রথাগুলো নিজেদের উপর ভারী যোঁয়ালির মত চেপে বসে থাকা সত্ত্বেও তারা উপলব্ধি করতে পারে নি যে, তাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

৮:৩৩ কখনও কারো গোলাম হই নি। যদিও তারা তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে রোমীয়দের অধীন কিন্তু এখানে তারা রোমীয়দের প্রভুত্ব অস্বীকার করছে।

৮:৩৪ গুনাহ্‌র গোলাম। যারা গুনাহ্ করতে থাকে তারা গুনাহের গোলাম আর ঈসায়ীরা বিশ্বাস করে যে, একজন গুনাহ্‌গার তার নিজের শক্তিতে গুনাহের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না।

৮:৩৬ তবে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হবে। পুত্রের মাধ্যমে লাভ করা স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। তবে এই স্বাধীনতা এমন একজন শুধুমাত্র আনতে পারেন যিনি নিজে স্বাধীন।

৮:৩৮ আমার পিতা ... তোমাদের পিতা। ৪৪ আয়াতের আগ পর্যন্ত ঈসা বলেন নি যে, তাদের পিতা কে। কিন্তু এটি এখনই পরিষ্কার যে, তাদের পিতা আল্লাহ্ নন বা ইব্রাহিম নন, যা তারা দাবী করেছিল।

৮:৩৯ আমাদের পিতা ইব্রাহিম। ইব্রাহিমের সাথে সম্পর্ক তাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা এর বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারতো না। এটি ইব্রাহিমের সাধারণ যোগ্যতাকে প্রতিফলিত করে মাত্র, যা ইব্রাহিমের বংশের জন্য প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা হত। কিন্তু ঈসা এর ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করে প্রচলিত ভুল ধারণাকে সংশোধন করেন। ইব্রাহিমের বংশ বলতে নৈতিকভাবে যারা পবিত্র তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, জন্মসূত্রে উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়।

তোমরা যদি ইব্রাহিমের সন্তান হতে। তাদের কাজ তাদের বংশপরিচয় তুলে ধরেছে।

৮:৪১ জারজ। ঈসা মসীহের কুমারীর গর্ভে জন্মের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলা এক অপবাদ হতে পারে। এই বিবৃতির সবচেয়ে স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে রূহানিক বা নৈতিকভাবে অপবিত্র ও ভ্রষ্ট।

৮:৪৩ আমার কালাম গ্রহণ করতে পার না। আসলে ইহুদীরা তাদের শরীয়তী রীতি-নীতি দ্বারা এতটাই আপ্লুত ছিল যে, ঈসা কী বলছিলেন তা তারা মন দিয়ে শোনেই নি (আয়াত ৪৭ দেখুন)।

৮:৪৪ তোমাদের পিতা শয়তান। শয়তানের সাথে ইহুদীদের সম্পর্ক এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

তোমাদের ইচ্ছা। তাদের সমস্যা মূলত রূহানিক, বুদ্ধিগত নয়। শয়তানের প্রতি আসক্ত হয়ে তারা মসীহ্‌কে হত্যা করতে প্রলুব্ধ হয়েছিল (আয়াত ৩৭) এবং পর্যায়ক্রমে তারা সফলকাম হবে (আয়াত ২৮)।

আদি থেকেই নরহন্তা, কখনও সত্যে বাস করে
নি, কারণ তার মধ্যে সত্য নেই। সে যখন মিথ্যা
বলে, তখন নিজ থেকেই বলে, কেননা সে
মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার পিতা। ৪৫ কিন্তু আমি সত্য
বলি, তাই তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না।
৪৬ তোমাদের মধ্যে কে আমাকে গুনাহ্‌গার বলে
প্রমাণ করতে পারে? যদি আমি সত্যি বলি, তবে
তোমরা কেন আমার উপর ঈমান আন না? ৪৭ যে
কেউ আল্লাহ্‌র, সে আল্লাহ্‌র কথাগুলো শুনে;
এজন্যই তোমরা শোন না, কারণ তোমরা
আল্লাহ্‌র নও।
৪৮ ইহুদীরা জবাবে তাঁকে বললো, আমরা কি
ঠিকই বলি না যে, তুমি এক জন সামেরীয় ও
তোমাকে বদ-রূহে পেয়েছে? ৪৯ জবাবে ঈসা
বললেন, আমাকে বদ-রূহে পায় নি, কিন্তু আমি
আমার পিতাকে সমাদর করি, আর তোমরা
আমাকে অসম্মান কর। ৫০ কিন্তু আমি আমার
গৌরবের খোঁজ করি না; এক জন আছেন, যিনি
খোঁজ করেন ও বিচার করেন। ৫১ সত্যি, সত্যি,
আমি তোমাদেরকে বলছি, কেউ যদি আমার কথা
পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখবে না।
৫২ ইহুদীরা তাঁকে বললো, এখন জানলাম,
তোমাকে বদ-রূহে পেয়েছে; ইব্রাহিম ও নবীরা
ইন্তেকাল করেছেন; আর তুমি বলছো, কেউ যদি
আমার কথা পালন করে, সে কখনও মৃত্যুর
আস্বাদ পাবে না। ৫৩ তুমি কি আমাদের
পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের চেয়ে বড়? তিনি তো
ইন্তেকাল করেছেন এবং নবীরাও ইন্তেকাল
করেছেন; তুমি নিজের বিষয়ে কি বল?
৫৪ জবাবে ঈসা বললেন, আমি যদি নিজেকে
গৌরবান্বিত করি, তবে আমার গৌরব কিছুই
নয়; আমার পিতাই আমাকে গৌরবান্বিত
করছেন, যাঁর বিষয়ে তোমরা বলে থাক যে,
তিনি তোমাদের আল্লাহ্‌; ৫৫ আর তোমরা তাঁকে
জান নি; কিন্তু আমি তাঁকে জানি; আর আমি যদি
বলি যে, তাঁকে জানি না, তবে তোমাদেরই মত
মিথ্যাবাদী হব; কিন্তু আমি তাঁকে জানি এবং
তাঁর কালাম পালন করি। ৫৬ তোমাদের
পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম আমার দিন দেখবার আশায়
উল্লসিত হয়েছিলেন এবং তিনি তা দেখলেন ও
আনন্দ করলেন। ৫৭ তখন ইহুদীরা তাঁকে
বললো, তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয়
নি, তুমি কি ইব্রাহিমকে দেখেছ? ৫৮ ঈসা
তাঁদেরকে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি
তোমাদেরকে বলছি, ইব্রাহিমের জন্মের আগে
থেকেই আমি আছি। ৫৯ তখন তারা তাঁর উপর
ছুড়ে মারবার জন্য পাথর তুলে নিল, কিন্তু ঈসা
নিজেকে গোপন করে বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে
বের হয়ে গেলেন।

১৮:২১; জবুর ৫:৬; ১২:২। [৮:৪৫] ইউ ১৮:৩৭। [৮:৪৭] ইউ ১৮:৩৭; ১ইউ ৪:৬। [৮:৪৮] মথি ১০:৫; আঃ ৫২; মার্ক ৩:২২। [৮:৫০] আঃ ৫৪; ইউ ৫:৪১। [৮:৫৫] আঃ ১৯; ইউ ৭:২৮,২৯; ১৫:১০। [৮:৫৬] আঃ ৩৭,৩৯; পয়দা ১৮:১৮; মথি ১৩:১৭। [৮:৫৮] ইউ ১:২; হিজ ৩:১৪; ৬:৩। [৮:৫৯] হিজ ১৭:৪; লেবীয় ২৪:১৬; ১শামু ৩০:৬; ইউ

সত্য। শয়তানের কাছে অজানা এবং যারা তার, তাদের কাছেও তা অজানা (১৪:৬ দেখুন)। শয়তানের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক দিক হচ্ছে, সে সত্যের বিপক্ষ।

৮:৪৬ কে আমাকে গুনাহ্‌গার বলে প্রমাণ করতে পারে? ইহুদীদের উত্তর দানে ব্যর্থতার চেয়ে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাতে করে এটি প্রকাশ পায় যে, ঈসা মসীহের বিবেক শুদ্ধ ও পবিত্র ছিল।

৮:৪৭ সে আল্লাহ্‌র কথাগুলো শোনে। এই আয়াতে তিনটি পারস্পরিক যুক্তি দেখানো হয়েছে – *প্রথমত:* যে আল্লাহ্‌র কথা শোনে, সে আল্লাহ্‌র। *দ্বিতীয়ত:* তোমরা আল্লাহ্‌র কথা শোন না। *তৃতীয়ত:* তাই তোমরা আল্লাহ্‌র নও। দ্বিতীয় যুক্তিতে শ্রোতারা চ্যালেঞ্জ করবে, কারণ তাদের আনুগত্য সম্পর্কে ঈসা মসীহের অনুমান তাদের নিজেদের থেকে ভিন্ন। তাদের জোরালো প্রতিক্রিয়া থেকে বিষয়টি বোঝা যায় (ইউ ১০:৩-৪; ১ ইউ ৪:৬ দেখুন)।

৮:৪৮ সামেরীয়। ইহুদীদের একটি প্রবাদ হচ্ছে, ‘যে ব্যক্তি সঠিকভাবে ধর্ম পালন করে না, সে একজন সামেরীয়ের চেয়ে ভাল নয়।’ অথবা ঈসা মসীহের জন্ম-পরিচয়ের ব্যাপারে এই কথা বলা হতে পারে – হয়তোবা তারা এই দাবী করছে যে, তাঁর পিতা একজন সামেরীয়।

তোমাকে বদ-রূহে পেয়েছে? ইউ ৭:২০ এবং ১০:২০ আয়াতের নোট দেখুন। সামেরীয়দের সাথে যে কোন রূহানিক সখ্যতাকে ইহুদীরা প্রত্যাখ্যান করত, যদিও সামেরীয়রাও নিজেদেরকে ইব্রাহিমের বংশধর এবং তিনি তাদের পিতা বলে দাবী করত। বদ-রূহ্‌গ্রস্থতার অভিযোগ মারাত্মক তিক্ততার বহিঃপ্রকাশ, যা ৪৪ আয়াতে ঈসা মসীহ্‌ তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

৮:৫১ সে কখনও মৃত্যু দেখবে না। এই মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে অনন্তকালীন মৃত্যু, কোন জাগতিক মৃত্যু নয়।

৮:৫২ তুমি কি ... অপেক্ষা বড়? প্রশ্নটি ছিল ব্যঙ্গোক্তিমূলক। প্রকৃতপক্ষে ঈসা ইব্রাহিমের চেয়ে অনেক বড়, এমনকি তিনি মূসার চেয়েও মহান ছিলেন (৬:৩০-৩৫ আয়াত দেখুন)।

৮:৫৬ আমার দিন। ঈসা সম্ভবত কেবল একটি উপলক্ষকে বোঝাচ্ছেন না, কিন্তু মসীহ্‌তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতায় ইব্রাহিমের আনন্দের কথা বুঝিয়েছেন, যার দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতি দোয়া লাভ করবে (পয়দা ১৮:১৮)।

তিনি তা দেখলেন। তিনি ঈমানে বহুদূর থেকে তা দেখেছেন। ইহুদী বিশ্বাস অনুসারে ইব্রাহিম তাঁর বংশধরদের পূর্ণ ইতিহাস দেখেছিলেন (পয়দা ১৫:৬)। কিন্তু এটিই মূল বিষয় নয়। ইব্রাহিমের আনন্দের কারণ ছিল এই প্রতিজ্ঞা যে, পৃথিবীর যাবতীয় লোক তাঁর বংশের মাধ্যমে দোয়া লাভ করবে (রোমীয় ৪ অধ্যায় ও গালা ৩ অধ্যায় দেখুন)। মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর এই আনন্দ পূর্ণতা লাভ করেছে।

৮:৫৭ এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নি। ঈসা মসীহের বয়স প্রায় ৩০ বছর ছিল, যখন তিনি তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেছিলেন (লূক ৩:২৩)।

৮:৫৮ আমি আছি। এক জোরালো ঘোষণা, যা হিজ ৩:১৪ আয়াতে আল্লাহ্‌র মহান নিশ্চয়তাকে প্রতিধ্বনিত করছে। ঈসা বলেন নি “আমি ছিলাম,” বরং তিনি বলেছেন “আমি আছি,” যার মধ্য দিয়ে তাঁর অনন্তকালীনতা ও পিতার সাথে তাঁর ঐক্য প্রকাশ পেয়েছে (১:১ দেখুন)।

৮:৫৯ মারবার জন্য পাথর তুলে নিল। ইহুদীরা ঈসা মসীহের

ঈসা মসীহ্‌ এক জন জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন

৯ ১ আর তিনি যেতে যেতে একটি লোককে
দেখতে পেলেন, সে জন্ম থেকে অন্ধ।
২ তাঁর সাহাবীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রব্বি,
কে গুনাহ্‌ করেছিল, এই ব্যক্তি, না এর পিতা-
মাতা, যাতে এই লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছে?
৩ জবাবে ঈসা বললেন, গুনাহ্‌ এ করেছে, কিংবা
এর পিতা-মাতা করেছে, তা নয়; কিন্তু এই
ব্যক্তিতে আল্লাহ্‌র কাজ যেন প্রকাশিত হয়, তাই
এমন হয়েছে। ৪ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন দিন
থাকতে থাকতে তাঁর কাজ আমাদেরকে করতে
হবে; রাত আসছে, তখন কেউ কাজ করতে পারে
না। ৫ আমি যতদিন দুনিয়াতে আছি, আমিই
দুনিয়ার নূর। ৬ এই কথা বলে তিনি ভূমিতে থুথু
ফেলে তা দিয়ে কাদা করলেন; পরে ঐ ব্যক্তির
চোখে সেই কাদা লেপন করলেন ও তাকে
বললেন, ৭ শীলোহ সরোবরে যাও, ধুয়ে ফেল;
অনুবাদ করলে এই নামের অর্থ 'প্রেরিত'। তখন
সে গিয়ে ধুয়ে ফেললো এবং দেখতে পেয়ে ফিরে
আসল।
৮ তখন প্রতিবেশীরা এবং যারা আগে তাকে
দেখেছিল যে, সে ভিক্ষা করতো, তারা বলতে
লাগল, এ কি সে নয়, যে বসে ভিক্ষা চাইত?
৯ কেউ কেউ বললো, না, কিন্তু তারই মত; সে
বললো, আমিই সে। ১০ তখন তারা তাকে
বললো, তবে কিভাবে তোমার চোখ খুলে গেল?
১১ সে জবাবে বললো, ঈসা নামে সেই ব্যক্তি
কাদা করে আমার চোখে লেপন করলেন, আর
আমাকে বললেন, শীলোহে যাও, ধুয়ে ফেল;
তাতে আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললে দৃষ্টি পেলাম।
১২ তারা তাকে বললো, সেই ব্যক্তি কোথায়? সে
জবাবে বললো, তা জানি না।

দৃষ্টিদানের বিষয়ে ফরীশীদের খোঁজ-খবর নেওয়া

১৩ আগে যে অন্ধ ছিল, তাকে তারা ফরীশীদের
কাছ নিয়ে গেল। ১৪ যেদিন ঈসা কাদা করে তার
চোখ খুলে দেন, সেদিন ছিল বিশ্রামবার।
১৫ এজন্য আবার ফরীশীরাও তাকে জিজ্ঞাসা
করতে লাগল, কিভাবে দৃষ্টি পেলে? সে
তাদেরকে বললো, তিনি আমার চোখের উপরে
কাদা দিলেন, পরে আমি ধুয়ে ফেললাম, আর
দেখতে পাচ্ছি। ১৬ তখন কয়েক জন ফরীশী
বললো, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে
নি, কেননা সে বিশ্রামবার পালন করে না। আর
কেউ কেউ বললো, যে ব্যক্তি গুনাহ্‌গার, সে
কিভাবে এমন সব চিহ্ন-কাজ করতে পারে?
এভাবে তাদের মধ্যে মতভেদ হল। ১৭ পরে
তারা পুনরায় সেই অন্ধকে বললো, তুমি তার
বিষয়ে কি বল? কারণ সে তোমারই চোখ খুলে
দিয়েছে। সে বললো, তিনি একজন নবী।
১৮ ইহুদীরা তার বিষয়ে বিশ্বাস করলো না যে,
সে অন্ধ ছিল, আর দৃষ্টি পেয়েছে, এজন্য তারা ঐ
দৃষ্টি পাওয়া লোকটির পিতা- মাতাকে ডেকে
এনে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, ১৯ এ কি
তোমাদের পুত্র, যার বিষয়ে তোমরা বলে থাক,

১০:৩১; ১১:৮; ১২:৩৬।
[৯:২] মথি ২৩:৭; আঃ ৩৪; লূক ১৩:২; প্রেরিত ২৮:৪; ইহি ১৮:২০; হিজ ২০:৫; আইউব ২১:১৯।
[৯:৩] ইউ ১১:৪।
[৯:৪] ইউ ১১:৯; ১২:৩৫।
[৯:৫] ইউ ১:৪।
[৯:৬] মার্ক ৭:৩৩; ৮:২৩।
[৯:৭] আঃ ১১; ২বাদশা ৫:১০; লূক ১৩:৪; ইশা ৩৫:৫; ইউ ১১:৩৭।
[৯:৮] প্রেরিত ৩:২,১০।
[৯:১৪] মথি ১২:১-১৪; ইউ ৫:৯।
[৯:১৫] আঃ ১০।
[৯:১৬] মথি ১২:২; ইউ ২:১১; ৬:৫২।
[৯:১৭] মথি ২১:১১।
[৯:১৮] ইউ ১:১৯।

দাবীকে কুফরী ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবতে পারে নি, যার জন্য তারা ঈসাকে পাথর মারা যথার্থ শাস্তি বলে মনে করেছিল (লেবীয় ২৪:১৬)।

৯:২ কে গুনাহ্‌ করেছিল? ইহুদী আলেমরা এমন নীতি তৈরি করেছিল যে, মানুষ গুনাহ্‌ না করলে মৃত্যুবরণ করবে না কিংবা কোন যন্ত্রণা পাবে না। তারা এও মনে করতো যে, পিতা-মাতার গুনাহের কারণে অনেকের উপরে ভয়ানক শাস্তি নেমে আসে।

৯:৪ আমাদেরকে। কেবল একা ঈসা নন, তাঁর সাহাবীদের উপরেও এই কাজের দায়িত্ব রয়েছে। এখানে অন্ধ লোকটিকে সুস্থতা দানে ঈসা মসীহের সাথে সাহাবীরা সহযোগিতা করেন নি।

রাত আসছে। সম্ভবত 'রাত' এখানে প্রতীকী অর্থে ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের সমাপ্তিকে প্রকাশ করছে।

৯:৬ তিনি ভূমিতে ... কাদা করলেন। থুথু ব্যবহার করে সুস্থ করার আরেকটি ঘটনা মার্ক ৭:৩৩ আয়াতে লেখা রয়েছে। সম্ভবত তখন বিশ্বাস করা হত যে, থুথু আরোগ্যদায়ী; বিশেষভাবে রোগগ্রস্ত চোখের ক্ষেত্রে। ঈসা পরিষ্কারভাবে তখনকার প্রচলিত উপায় ব্যবহার করছেন।

৯:৭ শীলোহ। এটি একটি প্রাচীন নাম (নহি ৩:১৫ এবং ইশা ৮:৬ দেখুন)। জেরুশালেম নগরীর ঝর্ণা-দরজার কাছে অবস্থিত একটি কৃত্রিম জলাশয়; বাদশাহ্‌ হিষ্কিয় এই পুকুরটিকে জেরুশালেমের প্রধান পানির উৎস হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন।

প্রেরিত। অর্থাৎ 'যাকে পাঠানো হয়েছে।' আর তাকে পাঠানো হয়েছিল শিলোহ পুকুরে ধুয়ে আরোগ্য হতে। আসলে ইউহোন্না তাঁর অ-ইহুদী পাঠকদের জন্য শব্দটির অনুবাদ যুক্ত করেছেন তাদের বুঝবার সুবিধার্থে।

দেখতে পেয়ে ফিরে আসলো। সুস্থ করার মধ্য দিয়ে বাধ্যতাকে পুরস্কৃত করা হল। হয়তোবা লোকটির ঈমান পরীক্ষা করার জন্য তাকে তাৎক্ষণিকভাবে স্পর্শ করে সুস্থ করা হয় নি।

৯:৮ ভিক্ষা করতো। সম্ভবত একমাত্র ভিক্ষাবৃত্তির মধ্য দিয়েই সে সময় একজন অন্ধ লোক তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো।

৯:১৪ বিশ্রামবার। ইউ ৫:১৬ দেখুন। ইহুদী নিয়মে কাদা তৈরি করাও কাজ হিসেবে দেখা হত, যা বিশ্রামবারে নিষিদ্ধ ছিল। এটি যে একটি দয়ার কাজ, সেটি তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক ছিল।

৯:১৬ তাদের মধ্যে মতভেদ হল। প্রথম দলটি তাদের অবস্থানে অটল থাকলো এবং ঈসা যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিল। দ্বিতীয় দল চিহ্ন-কার্যের সত্যতাকে আঁকড়ে ধরলো এবং তিনি যে গুনাহ্‌গার হতে পারেন সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিল (৩১-৩৩ আয়াত দেখুন)।

৯:১৭ তুমি তাঁর বিষয়ে কি বল? এভাবে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা তাদের হতবিহ্বল অবস্থাকে তুলে ধরে।

তিনি নবী। লোকটির জ্ঞান অনুসারে সর্বোচ্চ সম্মাননা, যা দিয়ে সে মসীহ্‌কে ভূষিত করতে পারে। ইহুদীদের কাছে একজন নবী

এ অন্ধ হয়েই জন্মেছিল? তবে এখন কিভাবে দেখতে পাচ্ছে? ২০ তার পিতা-মাতা জবাবে বললো, আমরা জানি, এ আমাদেরই পুত্র এবং অন্ধ হয়েই জন্মেছিল, ২১ কিন্তু এখন কিভাবে দেখতে পাচ্ছে, তা জানি না এবং কেই বা এর চোখ খুলে দিয়েছে তাও আমরা জানি না; একেই জিজ্ঞাসা করুন, এর বয়স হয়েছে, নিজের কথা নিজেই বলবে। ২২ তার পিতা-মাতা ইহুদীদেরকে ভয় করতো, সেজন্য এই কথা বললো; কেননা ইহুদীরা আগেই স্থির করেছিল, কেউ যদি তাঁকে মসীহ্ বলে স্বীকার করে, তা হলে সে সমাজচ্যুত হবে; ২৩ সেই জন্যই তার পিতা-মাতা বললো, এর বয়স হয়েছে, একেই জিজ্ঞাসা করুন।

২৪ অতএব যে অন্ধ ছিল, তারা দ্বিতীয়বার তাকে ডেকে বললো, আল্লাহ্‌র গৌরব স্বীকার কর; আমরা জানি যে, সেই ব্যক্তি গুনাহ্‌গার। ২৫ সে জবাবে বললো, তিনি গুনাহ্‌গার কি না, তা জানি না; একটি বিষয় জানি, আমি অন্ধ ছিলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি। ২৬ তারা তাকে বললো, সে তোমার প্রতি কি করেছিল? কিভাবে তোমার চোখ খুলে দিল? ২৭ সে জবাবে বললো, একবার আপনাদেরকে বলেছি, আপনারা শোনেন নি; তবে আবার শুনতে চান কেন? আপনারাও কি তাঁর সাহাবী হতে চান? ২৮ তখন তারা তাকে গালি দিয়ে বললো, তুই সেই ব্যক্তির সাহাবী; আমরা মূসার সাহাবী। ২৯ আমরা জানি আল্লাহ্ মূসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন; কিন্তু এ কোথা থেকে আসল, তা জানি না। ৩০ সেই ব্যক্তি জবাবে তাদেরকে বললো, এর মধ্যে তো আশ্চর্য এই যে, তিনি কোথা থেকে আসলেন, তা আপনারা জানেন না, তবুও তিনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। ৩১ আমরা জানি, আল্লাহ্ গুনাহ্‌গারদের কথা শুনেন না, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌ভক্ত হয়, আর তাঁর ইচ্ছা পালন করে, তিনি তারই কথা শুনেন। ৩২ জগতের আদি থেকে এমন কথা কখনও শোনা যায় নি যে, কেউ জন্মান্ধের চোখ খুলে দিয়েছে। ৩৩ তিনি যদি আল্লাহ্ থেকে না আসতেন, তবে কিছুই করতে পারতেন না। ৩৪ তারা জবাবে তাকে বললো, তুই একেবারে গুনাহ্‌তেই জন্মেছিস, আর তুই আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিস? পরে তারা তাকে বের করে দিল।

রূহানিক অন্ধত্ব

৩৫ ঈসা শুনলেন যে, তারা তাকে বের করে দিয়েছে; আর তিনি তার দেখা পেয়ে বললেন, তুমি কি ইবনুল-ইনসানের উপর ঈমান এনেছো? ৩৬ সে জবাবে বললো, প্রভু, তিনি কে? আমি যেন তাঁর উপর ঈমান আনতে পারি। ৩৭ ঈসা তাকে বললেন, তুমি তাঁকে দেখেছ; আর তিনিই তোমার সঙ্গে কথা বলছেন। ৩৮ সে বললো, ঈমান আনছি, প্রভু, আর সে তাঁকে সেজ্‌দা করলো।
৩৯ তখন ঈসা বললেন, বিচারের জন্য আমি এই দুনিয়াতে এসেছি, যেন যারা দেখে না, তারা দেখতে পায় এবং যারা দেখে, তারা যেন অন্ধ হয়। ৪০ ফরীশীদের মধ্যে যারা তাঁর সঙ্গে ছিল,

[৯:২২] ইউ ৭:১৩; আঃ ৩৪; লূক ৬:২২; ইউ ১২:৪২; ১৬:২।
[৯:২৩] আঃ ২১।
[৯:২৪] ইউসা ৭:১৯; আঃ ১৬।
[৯:২৭] আঃ ১৫।
[৯:২৮] ইউ ৫:৪৫।
[৯:২৯] ইউ ৮:১৪।
[৯:৩১] জবুর ৩৪:১৫,১৬; ৬৬:১৮; ১৪৫:১৯, ২০; মেসাল ১৫:২৯; ইশা ১:১৫; ৫৯:১,২।
[৯:৩৩] ইউ ৩:২।
[৯:৩৪] ইশা ৬৬:৫।
[৯:৩৫] ইউ ৩:১৫; মথি ৮:২০।
[৯:৩৬] রোমীয় ১০:১৪।
[৯:৩৭] ইউ ৪:২৬।
[৯:৩৮] মথি ২৮:৯।
[৯:৩৯] ইউ ৫:২২; ৩:১৯; ১২:৪৭; লূক ৪:১৮; মথি ১৩:১৩।
[৯:৪০] রোমীয় ২:১৯।

যে কোন ধর্মীয় শিক্ষক বা আলেমের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন।

৯:২১ এর বয়স হয়েছে। তারা তাদের ছেলের উপরে এই ঘটনার সমস্ত দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চাইল, যেন তারা এর সাথে জড়িত থাকার সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তারাও নিশ্চয়ই এই ধারণা পোষণ করেছিল যে, জন্মান্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

৯:২২ সে সমাজচ্যুত হবে। সমাজচ্যুত করা বা একঘরে করার রীতি নবী উযায়েরের সময় থেকেই প্রচলিত ছিল বলে দেখা যায় (১০:৮), কিন্তু ইঞ্জিল শরীফের সময় কীভাবে এই প্রথা বাস্তবায়ন করা হত সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সমাজ এবং সমাজিক বন্ধন ছিল ইহুদী জনগোষ্ঠীর প্রাণকেন্দ্র, তাই সমাজচ্যুত করার অর্থ বহু সামাজিক সম্পর্ক থেকে একজন ব্যক্তিকে চ্যুত করা।

৯:২৪ আল্লাহ্‌র গৌরব স্বীকার কর। এখানে এ কথা বোঝায় না যে, সুস্থ হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে তারা তাকে আহ্বান জানাচ্ছে, কারণ তারা তখনও বিষয়টির সত্যতা নিয়ে সন্দিহান ছিল। মূলত এটি ছিল ইহুদীদের একটি সাধারণ ওয়াদা এবং এর মধ্য দিয়ে লোকটিকে সত্য কথা বলতে তাগিদ দেওয়া হয়েছিল।

আমরা জানি। ঈসা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বিশ্রামবারের প্রথার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু লোকটির জ্ঞান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

৯:২৭ তাঁর উম্মত হতে চান? ইহুদীরা বারবার মসীহের বিষয়ে তার কাছে শুনতে চাওয়ায় তাদের তীব্র আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এই কারণে সে ব্যঙ্গাত্মকভাবে তাদেরকে এই প্রশ্ন করেছিল।

৯:৩৪ তুই একেবারে গুনাহেই জন্মেছিস। এর মধ্য দিয়ে লোকটির জন্মান্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করাকে তারা স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু সে যে তার গুনাহের কারণেই এই শাস্তি ভোগ করছিল সে বিষয়ে তারা তাদের ধারণায় অটল ছিল (আয়াত ২ দেখুন)। তাই সে এখন সুস্থ হওয়ার পরও তারা তার পূর্বের অবস্থা নিয়ে তার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে আরও বেশি উৎসুক।

৯:৩৫ তিনি তার দেখা পেয়ে। স্পষ্টত ঈসা নিজেই তাকে খোঁজার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

৯:৩৮ ঈমান আনছি। ঈসা নিজেকে ইবনুল-ইনসান বলে পরিচয় দেয়া মাত্রই সুস্থ হওয়া লোকটি ঈমান আনলো, অর্থাৎ মসীহের আগমনের বিষয়ে ইতোমধ্যেই তার মধ্যে বিশ্বাস ছিল।

৯:৩৯ বিচারের জন্য। এক অর্থে ঈসা বিচারের জন্য আসেন নি (৩:১৭; ১২:৪৭), কিন্তু তাঁর আগমন লোকদেরকে বিভক্ত করে দেয় এবং তাদের সামনে বিচারের নমুনা উপস্থাপন করে। যারা তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করে, তারা শেষ পর্যন্ত 'অন্ধ' থেকে যায়। কিন্তু বিচার প্রভুর পরিচর্যা কাজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়, বরং এটি তাঁর আগমনের অপরিহার্য ফল।

তারা এসব কথা শুনল, আর তাঁকে বললো,
আমরাও কি অন্ধ না কি? [৪১] ঈসা তাদেরকে
বললেন, যদি অন্ধ হতে তবে তোমাদের গুনাহ্‌
থাকতো না; কিন্তু এখন তোমরা বলে থাক,
আমরা দেখছি, তাই তোমাদের গুনাহ্‌ রয়েছে।

ঈসা মসীহ্‌ই উত্তম মেষপালক

১০ [১] সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে
বলছি, যে কেউ দ্বার দিয়ে মেষদের
খোঁয়াড়ে প্রবেশ না করে, কিন্তু আর কোন দিক
দিয়ে প্রবেশ করে, সে চোর ও দস্যু। [২] কিন্তু যে
দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে, সে মেষদের পালক।
[৩] তাকেই দারোয়ান দ্বার খুলে দেয় এবং মেষেরা
তার গলার আওয়াজ শুনে; আর সে নাম ধরে
তার নিজের মেষগুলোকে ডাকে ও বাইরে নিয়ে
যায়। [৪] যখন সে নিজের মেষগুলোকে বের করে,
তখন তাদের আগে আগে গমন করে; আর
মেষেরা তার পিছনে পিছনে চলে, কারণ তারা
তার কণ্ঠস্বর জানে। [৫] কিন্তু তারা কোন মতে
অপর লোকের পিছনে যাবে না, বরং তার কাছ
থেকে পালিয়ে যাবে; কারণ অপর লোকদের
গলার আওয়াজ তারা চেনে না। [৬] এই দৃষ্টান্তটি
ঈসা তাদেরকে বললেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে
যে কি বললেন, তা তারা বুঝলো না।
[৭] অতএব ঈসা পুনর্বার তাদেরকে বললেন,
সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, আমিই
মেষদের দ্বার। [৮] যারা আমার আগে এসেছিল,
তারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষেরা তাদের
কথা শুনে নি। [৯] আমিই দ্বার, আমার মধ্য দিয়ে
যদি কেউ প্রবেশ করে, সে নাজাত পাবে এবং
ভিতরে আসবে ও বাইরে যাবে ও চরানি পাবে।
[১০] চোর আসে, কেবল যেন চুরি, খুন ও বিনাশ
করতে পারে; আমি এসেছি, যেন তারা জীবন
পায় ও জীবনের উপচয় পায়।
[১১] আমিই উত্তম মেষপালক; উত্তম মেষপালক
মেষদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করে। [১২] যে
বেতনজীবী, মেষপালক নয়, মেষগুলো যার

[৯:৪১] ইউ ১৫:২২,২৪। [১০:২] মার্ক ৬:৩৪। [১০:৩] আঃ ৪,৫,১৪,১৬,২৭। [১০:৪] আঃ ৩। [১০:৬] ইউ ১৬:২৫; মার্ক ৯:৩২। [১০:৭] ইউ ৬:৩৫; আঃ ৯। [১০:৮] ইয়ার ২৩:১,২; ইহি ৩৪:২; আঃ ১। [১০:১০] ইউ ১:৪; ৩:১৫,১৬; ৫:৪০; ২০:৩১; জবুর ৬৫:১১; রোমীয় ৫:১৭। [১০:১১] আঃ ১৪; ইউ ৬:৩৫; জবুর ২৩:১; ইশা ৪০:১১; ইহি ৩৪:১১-

৯:৪০ আমরাও কি অন্ধ না কি? ফরীশীদেরকে রূহানিকভাবে অন্ধ বলে সাব্যস্ত করায় তারা বিস্মিত হয়েছিল।

৯:৪১ তোমরা বলে থাক, আমরা দেখছি। ফরীশীদের দাবী দেখায় যে, তারা নিজেদের রূহানিক অন্ধত্ব ও অভাবের বিষয়ে সম্পূর্ণ অসচেতন। যদিও তারা দেখছে বলে দাবী করছে, তথাপি তাদের কাজ তাদের অন্ধত্বের প্রমাণ।

যদি অন্ধ হতে। সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে, "যদি তোমরা তোমাদের অন্ধত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে।" তারা যদি তাদের রূহানিক অন্ধত্ব সম্পর্কে সচেতন হত তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাদের গুনাহ্‌ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছুক হত।

১০:১ ঈসা মসীহ্‌ই উত্তম মেষপালক। 'মেষপালক' উপাধিটি পুরাতন নিয়মের আলোকে ব্যাখ্যা করা উচিত; এই পদটি আল্লাহ্‌র লোকদের বেহেশতী তত্ত্বাবধানকারীর প্রতীক। আল্লাহ্‌ নিজেই 'ইসরাইলের মেষপালক' নামে পরিচিত (জবুর ২৩:১; ৮০:১; ইশা ৪০:১০-১১; ইহি ৩৪:১১-১৬)। তিনি ইসরাইলের নেতাদের (মেষপালকদের) মহান দায়িত্ব দিয়েছেন, যাদেরকে লোকেরা যোগ্য সম্মান করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আল্লাহ্‌ ভণ্ড মেষপালকদের নিন্দা করেছেন (ইশা ৫৬:৯-১২; ইহি ৩৪ অধ্যায়)। তিনি সত্যিকার মেষপালক, অর্থাৎ মসীহ্‌কে পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (ইহি ৩৪:২৩)।

মেষদের খোঁয়াড়। দেয়াল বা বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি স্থান, যেখানে মেষ বা অন্যান্য গবাদিপশু রাখা হয়। এর উপরের দিকে খোলা থাকে এবং এর কেবল একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। এতে মেষপাল হারিয়ে যাওয়া বা বন্যপশু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকে।

১০:৩ তাকেই দারোয়ান দ্বার খুলে দেয়। কেউ কেউ মনে করেন দ্বারী বলতে আল্লাহ্‌ বা পাক-রূহ্‌কে বোঝানো হয়েছে।

তার রব। মেষরা তাদের পালকের কণ্ঠ চিনতে পারে এবং কেবল তারই কণ্ঠে সাড়া দেয়।

তার নিজের মেষদের। মেষপালক কেবল সেগুলোকে ডাকে, যেগুলো তার নিজের মেষ।

১০:৪ আগে আগে গমন করে। প্যালেস্টাইনের মেষপালকরা সামনে থেকে তাদের মেষপাল পরিচালনা করে, পেছন দিক থেকে নয়। মেষপালও তাদের নিজ নিজ মেষপালককে অনুসরণ করে, কারণ সেগুলো তার কণ্ঠ চেনে।

১০:৫ অপর লোকের পশ্চাৎ যাবে না। স্পষ্টত মসীহ্‌ এখানে তাঁর সাথে তাঁর লোকদের রূহানিক সম্পর্কের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

১০:৭ আমিই মেষদের দ্বার। ৬:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন। মেষপালক হিসেবে আমাদের প্রভুর কাজের তিনটি স্তর রয়েছে:

১. তিনি 'উত্তম মেষপালক,' তিনি মেষদের জন্য তাঁর জীবন দেন (আয়াত ১১)। সেই একই ভাব-ধারায় এখানে তিনি নিজেকে দ্বার বলে উল্লেখ করেছেন; যে কেউ তাঁর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে সে নাজাত পাবে (আয়াত ৯; জবুর ২২ অধ্যায় দেখুন)।
২. তিনি 'মহান মেষপালক,' যাকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়েছে (ইব ১৩:২০) মেষদের দেখাশোনা করার জন্য এবং তাদেরকে নাজাত দানের জন্য (জবুর ২৩ অধ্যায় দেখুন)।
৩. তিনি 'প্রধান মেষপালক' যিনি বিশ্বস্ত মেষপালকদের পুরস্কারের মুকুট দিতে গৌরবের সাথে আসছেন (১ পিতর ৫:৪; জবুর ২৪ অধ্যায় দেখুন)।

১০:৮ যারা আমার পূর্বে এসেছিল। অর্থাৎ যারা তাঁর আগমনের পূর্বে এসে নিজেদেরকে মসীহ্‌ বলে দাবী করেছিল, কিংবা আল্লাহ্‌র লোকদের নাজাতের পথ দেখানোর দাবী করেছিল। তারা ছিল ফরীশীদের ও প্রধান ইমামদের মত ভণ্ড মেষপালক (১০:১-৩০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:৯ আমিই দ্বার। নাজাতের একটিই মাত্র পথ রয়েছে, তিনি ঈসা মসীহ্‌।

১০:১০ চোর। তার আগ্রহ কেবল নিজের স্বার্থের প্রতি। মসীহের আগ্রহ তাঁর মেষদের প্রতি, যাদেরকে তিনি অনন্ত জীবন গ্রহণ করার জন্য সক্ষম করে তুলেছেন (১:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:১১ আপন প্রাণ সমর্পণ করে। প্যালেস্টাইনের মেষপালকরা তাদের মেষদের জন্য নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলতেও দ্বিধা করতো না (পয়দা ৩১:৩৯; ১ শামু ১৭:৩৪-৩৭)। মসীহ্‌ এখানে তাঁর মহান আত্মোৎসর্গের বিষয়ে পূর্বাভাস দিচ্ছেন।

১০:১২ বেতনজীবী। যে মেষপালক আন্তরিকভাবে মেষদের

নিজের নয়, সে নেকড়ে বাঘ আসতে দেখলে
মেষগুলো ফেলে পালিয়ে যায়; তাতে নেকড়ে
বাঘ মেষগুলোকে ধরে নিয়ে যায় ও তারা
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; ১৩ সে পালিয়ে যায়,
কারণ সে বেতনজীবী, মেষগুলোর জন্য চিন্তা
করে না। ১৪ আমিই উত্তম মেষপালক; আমার
নিজের সকলকে আমি জানি এবং আমার নিজের
সকলে আমাকে জানে, ১৫ যেমন পিতা আমাকে
জনেন ও আমি পিতাকে জানি; এবং মেষদের
জন্য আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি। ১৬ আমার
আরও মেষ আছে, সেসব এই খোঁয়াড়ের নয়;
তাদেরকেও আমার আনতে হবে এবং তারা
আমার কণ্ঠস্বর শুনবে, তাতে এক পাল ও এক
পালক হবে। ১৭ পিতা আমাকে এজন্য মহব্বত
করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি,
যেন পুনরায় তা গ্রহণ করি। ১৮ কেউ আমার কাছ
থেকে তা হরণ করে না, বরং আমি নিজে থেকেই
তা সমর্পণ করি। তা সমর্পণ করতে আমার
ক্ষমতা আছে এবং পুনরায় তা গ্রহণ করতেও
আমার ক্ষমতা আছে; এই হুকুম আমি আমার
পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।
১৯ এসব কথার জন্য ইহুদীদের মধ্যে পুনরায়
মতভেদ দেখা দিল। ২০ তাদের মধ্যে অনেকে
বললো, একে বদ-রূহে পেয়েছে ও সে পাগল,
এর কথা কেন শুনছো? ২১ অন্যেরা বললো, এসব
তো বদ-রূহে পাওয়া লোকের কথা নয়; বদ-রূহ্
কি অন্ধদের চোখ খুলে দিতে পারে?

১৬,২৩; মথি ২:৬; লূক ১২:৩২; ইব ১৩:২০; ১পিতর ২:২৫; ৫:৪; প্রকা ৭:১৭; আঃ ১৫,১৭,১৮; ইউ ১৫:১৩; ১ইউ ৩:১৬।

[১০:২৩] প্রেরিত ৩:১১; ৫:১২।
[১০:২৫] ইউ ৪:২৬; ৮:৫৮; ৫:৩৬; ১৪:১১।
[১০:২৬] ইউ ৮:৪৭।
[১০:৩০] দ্বিঃবিঃ ৬:৪; ইউ ১৭:২১-২৩।
[১০:৩১] ইউ ৮:৫৯।

ঈসা মসীহের প্রতি ইহুদীদের অবিশ্বাস

২২ সেই সময়ে জেরুশালেমে এবাদত-খানা-
প্রতিষ্ঠার ঈদ উপস্থিত হল; ২৩ তখন শীতকাল
আর ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসে সোলায়মানের
বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ২৪ তাতে ইহুদীরা
তাঁকে ঘিরে বলতে লাগল, আর কত কাল
আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবে? তুমি যদি
মসীহ্ হও তবে স্পষ্ট করে আমাদেরকে বল।
২৫ ঈসা জবাবে বললেন, আমি তোমাদেরকে
বলেছি, তবুও তোমরা বিশ্বাস কর না। আমি
যেসব কাজ আমার পিতার নামে করছি, সেসব
আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। ২৬ কিন্তু তোমরা
বিশ্বাস কর না, কারণ তোমরা আমার মেষদের
মধ্যে নও। ২৭ আমার মেষেরা আমার কণ্ঠস্বর
শোনে, আর আমি তাদেরকে জানি এবং তারা
আমার পিছনে পিছনে চলে; ২৮ আর আমি
তাদেরকে অনন্ত জীবন দিই, তারা কখনই বিনষ্ট
হবে না এবং কেউই আমার হাত থেকে
তাদেরকে কেড়ে নেবে না। ২৯ আমার পিতা,
যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সবচেয়ে
মহান; এবং কেউই পিতার হাত থেকে কিছুই
কেড়ে নিতে পারে না। ৩০ আমি ও পিতা, আমরা
এক।
৩১ ইহুদীরা আবার তাঁকে মারবার জন্য পাথর
তুললো। ৩২ ঈসা তাদেরকে জবাবে বললেন,
পিতা থেকে তোমাদেরকে অনেক উত্তম কাজ
দেখিয়েছি, তার কোন্ কাজের জন্য আমাকে

তত্ত্বাবধান করে না।

১০:১৪ আমি জানি ... আমাকে জানে। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যেমনটি পিতা ও পুত্রের মধ্যে রয়েছে।

১০:১৬ আরও মেষ। এই সকল মেষ ইতোমধ্যেই মসীহের, যদিও সেগুলোকে এখনও তাঁর কাছে আনা হয় নি।

এই খোঁয়াড়ের নয়। যারা ইহুদী জাতির লোক নয়। এখানে ভবিষ্যৎ বিশ্বমণ্ডলীর আভাস দেওয়া হয়েছে।

এক পাল ও এক পালক। আল্লাহ্‌র সকল লোক এক এবং তাদের মেষপালকও স্বয়ং এক আল্লাহ্ (ইউ ১৭:২০-২৩ দেখুন)।

১০:১৭ এজন্য মহব্বত করেন। মসীহ্ যে তাঁর লোকদের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন, তা সুসমাচারের এই পুরো অধ্যায় জুড়ে বলা হয়েছে। পিতা পুত্রকে যেমন মহব্বত করেন, যে কর্তৃত্ব তাঁকে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন তা এখানে দেখা যায়। পুত্র তাঁর পিতার প্রতি বাধ্যতার কারণে নিজে মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন; অন্যথায় তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা কারও নেই। পিতার মহব্বতই পুত্রের কাজের ভিত্তিরূপে এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

যেন পুনরায় তা গ্রহণ করি। মসীহের স্বেচ্ছায় জীবন দানের উদ্দেশ্য এখানে দেখা যায়, অর্থাৎ তাঁর মহান পুনরুত্থান। ঈসা মসীহের স্বীয় কর্তৃত্বে এখানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু এই কর্তৃত্ব পিতার কাছ থেকে পাওয়া – এটি ঈসা মসীহের প্রতি আরোপিত পরিচর্যা কাজের চূড়ান্ত রূপ।

১০:২০ বদ-রূহ্‌গ্রস্থ। তৎকালীন সময়ে বদ-রূহ্‌গ্রস্থ বলতে অনেক সময় মানসিক ভারসাম্যহীন বলে বোঝানো হত।

১০:২২ এবাদতখানা প্রতিষ্ঠার ঈদ। বায়তুল মোকাদ্দস প্রতিষ্ঠার স্মরণার্থে আয়োজিত ঈদ। ১৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ডিসেম্বর মাসে এহুদা মাক্কাবি কর্তৃক এই ঈদ সর্বপ্রথম পালিত হয়।

১০:২৩ সোলায়মানের বারান্দা। বাদশাহ্ সোলায়মানের সময় নির্মিত একটি বারান্দা, যা গ্রীক স্থাপত্যশৈলীর অনুকরণ বলে অনেকে মনে করেন।

১০:২৫ আমি তোমাদেরকে বলেছি। সামেরীয় স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কারও কাছে ঈসা তাঁর মসীহ্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলেন নি। তিনি এখানে বোঝাতে পারেন যে, তিনি শিক্ষাদানের মাধ্যমে বহুবার তাঁর নিজ পরিচয় দিয়েছেন; ৮:৫৮ আয়াতে তিনি পরোক্ষভাবে সে কথা ব্যক্ত করেছেন। অপরদিকে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন-যাপন প্রণালী, তাঁর অলৌকিক কাজ এবং যা কিছু তিনি পিতার নামে করেছেন তার মধ্য দিয়েও এর ইঙ্গিত দিয়েছেন।

১০:২৮ কখনই বিনষ্ট হবে না। মেষের নিরাপত্তা মেষপালকের অধীনে, যিনি তাঁর কাছ থেকে তাদের কাউকে কেড়ে নিতে বা হারিয়ে যেতে দেবেন না।

১০:৩০ আমরা এক। গ্রীক ভাষায় এটি ক্লীবলিঙ্গবাচক শব্দ – 'একজন ব্যক্তি'। এই মহান সত্য ঈসা মসীহের "আমিই" ঘোষণাকে নিশ্চিত করে (ইউ ৬:৩৫; ৮:২৪,২৮,৫৮ দেখুন)।

১০:৩২ উত্তম কাজ। অর্থাৎ মহান অলৌকিক কাজ, যা তিনি ইহুদীদের মধ্যে সাধন করেছিলেন (মথি ৫:১৬; ১ তীম ৫:১০,২৫; ৬:১৮ দেখুন)।

পাথর মারতে চাও? ৩৩ ইহুদীরা তাঁকে এই জবাব দিল, উত্তম কাজের জন্য তোমাকে পাথর মারতে চাই না, কিন্তু কুফরী করার জন্য পাথর মারি, কারণ তুমি মানুষ হয়ে নিজেকে আল্লাহ্‌ বলে দাবী করছো। ৩৪ ঈসা তাদেরকে জবাবে বললেন, তোমাদের শরীয়তে কি লেখা নেই, "আমি বললাম, তোমরা আল্লাহ্‌"? ৩৫ যাদের কাছে আল্লাহ্‌র কালাম উপস্থিত হয়েছিল, তিনি যদি তাদেরকে আল্লাহ্‌ বলেন– আর ৩৬ পাক-কিতাবের কথা তো খণ্ডন হতে পারে না– তবে যাঁকে পিতা পবিত্র করলেন ও দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন, তোমরা কি তাঁকে বল যে, তুমি কুফরী করছো, কেননা আমি বললাম যে, আমি ইবনুল্লাহ্‌? ৩৭ আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবে আমাকে বিশ্বাস করো না। ৩৮ কিন্তু যদি করি, আমাকে বিশ্বাস না করলেও, সেই কাজে বিশ্বাস কর; যেন তোমরা জানতে পার ও বুঝতে পার যে, পিতা আমার মধ্যে আছেন এবং আমি পিতার মধ্যে আছি। ৩৯ তারা আবার তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তিনি তাদের হাত এড়িয়ে বের হয়ে গেলেন।

৪০ পরে তিনি আবার জর্ডান নদীর অন্য পারে, যেখানে ইয়াহিয়া প্রথমে বাপ্তিস্ম দিতেন, সেই স্থানে গেলেন; আর সেখানে থাকতে লাগলেন।

[১০:৩৩] ইউ ৫:১৮; মথি ২৬:৬৩-৬৬ ;। [১০:৩৪] রোমীয় ৩:১৯; ১করি ১৪:২১; জবুর ৮২:৬। [১০:৩৫] ইব ৪:১২; মথি ৫:১৮। [১০:৩৬] ইয়ার ১:৫; ইউ ৬:৬৯; ৩:১৭; ৫:১৭,১৮। [১০:৩৮] ইউ ১৭:২১; ১৪:১০,১১,২০। [১০:৩৯] লূক ৪:৩০। [১০:৪০] ইউ ১:২৮ । [১০:৪১] ইউ ২:১১; ১:২৬,২৭,৩০,৩৪। [১০:৪২] ইউ ৭:৩১। [১১:১] মথি ২১:১৭; লূক ১০:৩৮। [১১:২] মার্ক ১৪:৩; লূক ৭:৩৮। [১১:৩] আঃ ৫,৩৬। [১১:৪] আঃ ৪০। [১১:৭] ইউ ১০:৪০।

৪১ তাতে অনেকে তাঁর কাছে আসল এবং বললো, ইয়াহিয়া কোন চিহ্ন-কাজ করেন নি, কিন্তু এই ব্যক্তির বিষয়ে ইয়াহিয়া যেসব কথা বলেছিলেন, সে সবই সত্যি। ৪২ আর সেখানে অনেকে তাঁর উপর ঈমান আনলো।

লাসারের মৃত্যু

১১ ১ বৈথনিয়ায় এক ব্যক্তি অসুস্থ ছিলেন, তাঁর নাম লাসার; তিনি মরিয়ম ও তাঁর বোন মার্থার গ্রামের লোক। ২ ইনি সেই মরিয়ম, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দেন এবং তার চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিয়েছিলেন; তাঁরই ভাই লাসার অসুস্থ ছিলেন। ৩ অতএব বোনেরা তাঁকে বলে পাঠালেন, প্রভু, দেখুন, আপনি যাকে মহব্বত করেন তাঁর অসুখ হয়েছে। ৪ ঈসা শুনে বললেন, এই অসুস্থতা মৃত্যুর জন্য হয় নি; কিন্তু আল্লাহ্‌র মহিমার জন্য হয়েছে, যেন আল্লাহ্‌র পুত্র এর দ্বারা মহিমান্বিত হন। ৫ ঈসা মার্থাকে ও তাঁর বোনকে এবং লাসারকে মহব্বত করতেন। ৬ যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর অসুখ হয়েছে, তখন যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে আরও দুই দিন রইলেন।
৭ এর পরে তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, এসো, আমরা আবার এহুদিয়াতে যাই। ৮ সাহাবীরা তাঁকে বললেন, রব্বি, এই তো ইহুদীরা

১০:৩৩ কুফরী। ইহুদী নেতারা ঈসা মসীহের কথার মূল ভাবার্থ সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিল; কিন্তু তাদের প্রথাগত ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার তাঁর দাবীকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে তাদেরকে বাধা দিচ্ছিল।

১০:৩৪ তোমাদের শরীয়ত। সাধারণত শরীয়ত বলতে তৌরাত শরীফকে বোঝানো হয়, কিন্তু অনেক সময় এর মধ্য দিয়ে সমগ্র পুরাতন নিয়মকেও বোঝানো হয়ে থাকে, যা এখানে করা হয়েছে। সেই হিসেবে এখানে উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি জবুর ৮২:৬ আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে।

তোমরা আল্লাহ্‌। জবুর ৮২:৬ আয়াতে যাদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে, তারা মূলত বিচারক বা শাসনকর্তা, যাদের দায়িত্ব বেহেশতী কর্তৃত্ব ও পরিকল্পনা অনুসারে নিরূপিত হয়; তাহলে আল্লাহ্‌র নিজ একজাত পুত্র, যিনি আল্লাহ্‌র অখণ্ড সত্তার অধিকারী, তাঁকে আল্লাহ্‌ বলা কতই না যুক্তিযুক্ত।

১০:৩৬ পাক-কিতাবের কথা তো খণ্ডন হতে পারে না। ঈসা মসীহ্‌ এখানে পুরাতন নিয়মের নির্ভরযোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা দান করেছেন। মূলত জবুর ৮২:৬ আয়াতের ব্যাপারে এই কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দসের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য।

১০:৩৭ আমার পিতার কাজ। দয়ার কাজ, যা পিতা সাধারণত নিজেই করে থাকেন।

১০:৩৮ সেই কাজে বিশ্বাস কর। আক্ষরিক অর্থে 'অলৌকিক কাজ'। অলৌকিক কাজ ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজের একটি অংশ। অলৌকিক কাজ বা চিহ্ন-কার্যের ক্ষমতা ঈসা অর্জন করেছেন তাঁর পিতার কাছ থেকে; কাজেই এই কাজে বিশ্বাস স্থাপন করলে আল্লাহ্‌র উপরে আংশিক বিশ্বাস স্থাপন করা হবে এবং চূড়ান্ত ঈমান স্থাপনের পথ সুগম হবে।

পিতা আমাতে আছেন। পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতা নিজেই সকল কাজ সম্পাদন করছেন।

১০:৩৯ ধরতে চেষ্টা করলো। এটি পরিষ্কার নয় যে, তারা তাঁকে বিচারের উদ্দেশ্যে ধরতে চেয়েছিল না কি তাঁকে পাথর মারতে চেয়েছিল।

বের হয়ে গেলেন। ইউহোন্না এ কথা বলেন নি যে, কেন তারা ঈসাকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছিল; তবে তিনি মূলত এই বিষয়ে জোর দিতে চেয়েছেন যে, নিরূপিত সময়ের পূর্বে ঈসা মৃত্যুবরণ করবেন না।

১১:৩ আপনি যাকে মহব্বত করেন। এখানে লক্ষণীয় যে, বোনেরা যে 'মহব্বত' শব্দটি উল্লেখ করেছেন, তাকে গ্রীক ভাষায় 'ফিলেও' (সামাজিক মহব্বত) বলা হয়; কিন্তু ইউহোন্না ৫ আয়াতে এর বদলে যে মহব্বত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি গ্রীক শব্দ 'আগাপে' (বেহেশতী মহব্বত) ব্যবহার করেছেন।

১১:৪ এই অসুস্থতা মৃত্যুর জন্য হয় নি। এই উক্তির মধ্য দিয়ে লাসারের মৃত্যু থেকে জীবন লাভের পূর্বাভাস দেয়া হচ্ছে, যেহেতু ঈসা ইতোমধ্যেই তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জেনে গিয়েছিলেন (ইউ ৯:৩ দেখুন)। বস্তুত সংবাদদাতারা বৈথনিয়া ত্যাগ করার কিছুক্ষণ পরই লাসার মারা গিয়েছিলেন।

১১:৬ সেই স্থানে আরও দুই দিন রইলেন। পিতা যেভাবে নির্দেশ করলেন, পুত্র সেভাবেই চালিত হলেন। এর অর্থ এই নয় যে, মসীহের মধ্যে তাঁর প্রিয় লোকদের জন্য যত্ন বা চিন্তার অভাব রয়েছে; বরং ৪ ও ১৫ আয়াত অনুসারে আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য এবং লোকদের ভেতরে ঈমান সৃষ্টি করার জন্য

আপনাকে পাথর মারবার চেষ্টা করছিল, তবু
আপনি আবার সেখানে যাচ্ছেন? ৯ জবাবে ঈসা
বললেন, দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই? যদি কেউ
দিনে চলে, সে হোঁচট খায় না, কেননা সে এই
দুনিয়ার আলো দেখে। ১০ কিন্তু যদি কেউ রাতে
চলে, সে হোঁচট খায়, কেননা আলো তার মধ্যে
নেই।
১১ তিনি এই কথা বললেন, আর এর পরে
তাঁদেরকে বললেন, আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে
পড়েছে, কিন্তু আমি ঘুম থেকে তাকে জাগাতে
যাচ্ছি। ১২ তখন সাহাবীরা তাঁকে বললেন, প্রভু,
সে যদি ঘুমিয়েই থাকে তবে রক্ষা পাবে। ১৩ ঈসা
তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে
করলেন যে, তিনি নিদ্রাজনিত বিশ্রামের কথা
বলছেন। ১৪ অতএব ঈসা তখন স্পষ্টভাবে
তাঁদেরকে বললেন, লাসার ইন্তেকাল করেছে;
১৫ আর তোমাদের জন্য আনন্দ করছি যে, আমি
সেখানে ছিলাম না, যেন তোমরা বিশ্বাস কর;
তবুও চল, আমরা তার কাছে যাই। ১৬ তখন
থোমা যাঁকে দিদুমঃ [যমজ] বলে, তিনি
সঙ্গী-সাহাবীদেরকে বললেন, চল, আমরাও যাই,
যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে মরতে পারি।
১৭ ঈসা এসে শুনতে পেলেন যে, ইতিমধ্যেই
লাসার চার দিন কবরে আছেন। ১৮ বৈথনিয়া
জেরুশালেমের থেকে বেশি দূরে নয়, কমবেশ
এক মাইল দূর; ১৯ আর ইহুদীদের অনেকে মার্থা
ও মরিয়মের কাছে এসেছিল, যেন তাঁদের
ভাইয়ের বিষয়ে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারে।
২০ যখন মার্থা শুনলেন, ঈসা আসছেন, তিনি
গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, কিন্তু মরিয়ম
বাড়িতে বসে রইলেন। ২১ মার্থা ঈসাকে বললেন,
প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, আমার ভাই
মারা যেত না। ২২ আর এখনও আমি জানি,
আপনি আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু যাচ্ঞা করবেন,
তা আল্লাহ্‌ আপনাকে দেবেন। ২৩ ঈসা তাকে
বললেন, তোমার ভাই আবার উঠবে। ২৪ মার্থা
তাঁকে বললেন, আমি জানি শেষ দিনে,
পুনরুত্থান দিনে, সে আবার উঠবে। ২৫ ঈসা
তাঁকে বললেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে
আমার উপর ঈমান আনে, সে মরলেও জীবিত
থাকবে; ২৬ আর যে কেউ জীবিত আছে এবং
আমার উপর ঈমান আনে, সে কখনও মরবে না;
এই কথা কি বিশ্বাস কর? ২৭ তিনি বললেন, হ্যাঁ,
প্রভু, আমি বিশ্বাস করেছি যে, দুনিয়াতে যাঁর
আগমন হবে, আপনি সেই মসীহ্‌, আল্লাহ্‌র
পুত্র।

[১১:৮] মথি ২৩:৭; ইউ ৮:৫৯; ১০:৩১।
[১১:৯] ইউ ৯:৪; ১২:৩৫।
[১১:১১] আঃ ৩; মথি ৯:২৪।
[১১:১৩] মথি ৯:২৪।
[১১:১৬] মথি ১০:৩; ইউ ১৪:৫; ২০:২৪-২৮; ২১:২; পেরিত ১:১৩।
[১১:১৮] মথি ২১:১৭।
[১১:১৯] আইউব ২:১১।
[১১:২০] লূক ১০:৩৮-৪২।
[১১:২৪] দানি ১২:২; ইউ ৫:২৮,২৯; ৬:৩৯,৪০; প্রেরিত ২৪:১৫ ;।
[১১:২৫] ইউ ৬:৩৫; ১:৪; ৩:১৫ইউ ৬:১৪।
[১১:২৬] ইউ ৩:১৫;

তিনি সেখানে কিছু সময় থেকে গেলেন।

১১:৯ দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই? এখানে প্রতীকী অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, ঈসা মসীহের ক্রুশারোপণের সময় (অর্থাৎ দুপুর বারোটা) এখনও আসে নি। আল্লাহ্‌ যে সময় নির্ধারণ করেছেন, সেই সময় না আসা পর্যন্ত তাঁর পরিকল্পনার কোন ব্যতিক্রম হবে না। ইহুদী মান অনুসারে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে সমান বারোটি ভাগে বিভক্ত করে বারো ঘণ্টায় দিন গণনা করা হয়। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে এই অংশগুলোর দৈর্ঘ্যে ভিন্নতা দেখা যায়।

১১:১১ নিদ্রা গেছে। কারও মৃত্যু নির্দেশ করার জন্য সান্ত্বনাসূচক উক্তি।

১১:১৫ তোমাদের জন্য আনন্দ করছি। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের প্রভু লাসারকে জীবিত করা বা মরিয়ম ও মার্থাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেয়ে বরং সাহাবীদের শিক্ষা দানের প্রতি অধিক আগ্রহী। সাহাবীদের উপরে এই ঘটনা সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

১১:১৬ দিদুমঃ। হিব্রু 'থোমা' নামটির গ্রীক সংস্করণ, যার অর্থ 'যমজ'। আমরা সচরাচর থোমাকে সন্দেহবাদী বলে কিছুটা বাঁকা চোখে দেখি, কিন্তু তিনি ভক্তি ও সাহসের অধিকারী ছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, থোমার এই উক্তি সাহসিকতার নয়, বরং হতাশায় হাল ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করে।

১১:১৭ চার দিন। অনেক ইহুদী বিশ্বাস করতো যে, মৃত্যুর পর রূহ্‌ শরীরের কাছে তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করে এই আশায় যে, হয়তোবা তা আবারও তার দেহে ফিরে যাবে। সুতরাং চার দিন পার হয়ে যাওয়ায় অবশ্যই লোকেরা মনে করেছিল যে, লাসারের জীবন ফিরে পাওয়ার আশা একেবারেই চলে গেছে।

১১:১৯ তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারে। ইহুদী রীতি অনুসারে প্রিয়জনদের জন্য তিন দিন ধরে তীব্র শোক পালন করা হত। এ সময় মৃতের পরিবারকে তাদের প্রিয়জন ও বন্ধু-বান্ধবরা সান্ত্বনা দিতে আসতো।

১১:২০ তিনি ... সাক্ষাৎ করলেন। সম্ভবত তিনি পরিবারে সকলের বড় ছিলেন বলেই মেহমানদের আপ্যায়নের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি ঈসা মসীহের পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নি।

১১:২১ আপনি যদি ... মারা যেত না। মরিয়মও এই একই কথা মসীহ্‌কে বলেছিলেন। সম্ভবত দুই বোন ঈসা মসীহের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে একে অপরকে এই কথাটি প্রায়ই বলছিলেন। সুস্থতা দানে ঈসা মসীহের ক্ষমতার উপরে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

১১:২২ যা কিছু যাচ্ঞা করবেন। সম্ভবত মার্থা মসীহের কাছে লাসারের তাৎক্ষণিক পুনরুত্থান আশা করছিলেন; যদিও তিনি জানতেন যে, লাসারের দেহ ইতোমধ্যেই ক্ষয় পেতে শুরু করেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষে কোন কিছু করা অসম্ভব নয়।

১১:২৫ আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। তিনি এই উক্তির মধ্য দিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। দুঃখের সময় সান্ত্বনার সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছেন পুনরুত্থিত প্রভু ঈসা, কারণ তাঁর পুনরুত্থানের কারণে মরণশীল মানুষ নতুন জীবন লাভ করে।

যে আমার ... জীবিত থাকবে। ঈসা ঈমানদারকে এমন জীবন দেন, যেন মৃত্যু তার উপর কখনও বিজয় লাভ করতে না পারে (১ করি ১৫:৫৪-৫৭ দেখুন)।

১১:২৭ আমি বিশ্বাস করেছি। মার্থা এর আগে তাঁর ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন (লূক ১০:৪০-৪১ দেখুন); কিন্তু এখানে তাঁকে আমরা একজন যথাযোগ্য ঈমানদার হিসেবে দেখতে পাই।

লাসার

লাসার নামের অর্থ, *যাকে প্রভু সাহায্য করেন*। এটি ইলিয়াসর নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। তিনি বৈথানিয়া গ্রামের অধিবাসী, মরিয়ম এবং মার্থার ভাই। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পর তাঁর বোনেরা ঈসা মসীহ্‌কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ঈসা তখন লাসারকে সুস্থ করতে যান নি। লাসার মারা যাওয়ার পর তিনি বৈথনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মৃত লাসারকে চারদিন কবরে রাখার পর প্রভু ঈসা মসীহ্ তাঁকে জীবিত করে তোলেন, ইউ ১১:১-৪৪। এই অলৌকিক কাজ ফরীশীদের এতই উদ্বিগ্ন করেছিল যে, তারা ঈসা মসীহ্ এবং লাসার উভয়কেই হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ঈসাকে নিয়মিত নিজের বাড়িতে আতিথেয়তা করতেন।
- চার দিন কবরে থাকার পর ঈসা মসীহ্ তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্‌কে আমাদের জীবনের মালিকানা একবার দিয়ে দেওয়ার পর আমরা আর ধারণা করতে পারি না যে, তিনি আমাদেরকে নিয়ে কী করবেন।
- ঈসা মসীহের রূহানিক সম্পর্ক শুধু তাঁর ১২ জন সাহাবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।
- ঈসা মসীহ্ এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, লাসারের অসুস্থতা ও মৃত্যু সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাবলী আল্লাহ্‌কেই মহিমান্বিত করবে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** বৈথনিয়া
- **আত্মীয়-স্বজন:** মরিয়ম ও মার্থা।

মূল আয়াত: "এই অসুস্থতা মৃত্যুর জন্য হয় নি; কিন্তু আল্লাহ্‌র মহিমার জন্য হয়েছে, যেন আল্লাহ্‌র পুত্র এর দ্বারা মহিমান্বিত হন" (ইউ ১১:৪)।

ইউহোন্না ১১:১-১২:১১ আয়াতে লাসারকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউহোন্না সুসমাচারে ঈসা মসীহের উপাধি

আয়াত	উপাধি	তাৎপর্য
৬:২৭	ইবনুল-ইনসান	নিজের প্রতি ঈসার সবচেয়ে প্রিয় সম্বোধন। এটি তাঁর মানবত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। তিনি যেভাবে এটি ব্যবহার করেছেন তার মধ্য দিয়ে তাঁর বেহেশতী সত্তার পরিচয় প্রকাশ পায়।
৬:৩৫	জীবন-রুটি	তাঁর আত্মত্যাগের ইঙ্গিত দেয় – তিনিই অনন্ত জীবনের একমাত্র উৎস।
৮:১২	দুনিয়ার নূর	নূর বা আলো রূহানিক সত্যের প্রতীক। ঈসা মসীহ্ হলেন মানুষের রূহানিক সত্য জানার সার্বজনীন উত্তর।
১০:৭	মেষদের দ্বার	আল্লাহ্‌র রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য ঈসাই একমাত্র পথ।
১০:১১	উত্তম মেষপালক	পুরাতন নিয়মের অঙ্কিত মসীহের নবীসুলভ চিত্রটি ঈসা মসীহ্ পূর্ণতা দিয়েছেন। বেহেশতী সত্তার প্রতি মসীহের এটি অন্যতম দাবী, যা প্রকাশ করে আমাদের প্রতি ঈসার মহব্বত ও তত্ত্বাবধান।
১৪:৬	পথ, সত্য ও জীবন	ঈসাই সমস্ত মানুষের জন্য পন্থা, বার্তা ও অর্থ। এই উপাধির মধ্য দিয়ে মসীহ্ দুনিয়াতে তাঁর আগমনের কারণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করেছেন।
১৫:১	প্রকৃত আঙ্গুরলতা	এই উপাধির একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় অংশ রয়েছে, "তোমরা শাখা।" ঈসার অন্যান্য আরও অনেক উপাধির মত এটিও আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, শাখা যেমন মূল কাণ্ড থেকেই জীবন পায় এবং তা থেকে কেটে নিলে যেমন শাখা আর বাঁচে না, তেমনি আমরাও আমাদের রূহানিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে ঈসা মসীহের উপর নির্ভরশীল।

কায়াফা

ইহুদীদের মহা-ইমাম (২৭-৩৬ খ্রী:)। প্রভু ঈসা মসীহের তবলিগ শুরু করার সময় এবং তাঁর ক্রুশে মৃত্যুবরণকালে তিনিই মহা-ইমাম ছিলেন। দোষী সাব্যস্ত করার জন্য মসীহ্‌কে মহা-ইমাম কায়াফার বিচার সভায় নেওয়া হয়। পীলাতের সমস্ত রাজত্বকালে কায়াফা মহা-ইমাম ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন মহা-ইমাম হাননের কন্যা এবং হানন সম্ভবত কায়াফার উপশাসক বা রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি সদ্দূকী দলের লোক ছিলেন এবং ঈসা মসীহের বিচারের সময় মহাসভার সদস্য ছিলেন। ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করার মূল কারণটি ব্যাখ্যা করে ইহুদীদের ক্ষেপিয়ে তোলেন এই কায়াফা। তিনি তাদের বলেন, "তোমরা কিছুই বোঝ না! তোমরা বিবেচনাও কর না যে, তোমাদের পক্ষে এটি ভাল, যেন লোকদের জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়" (ইউ ১১:৪৯,৫০)। এই কথার মাধ্যমে তিনি অজ্ঞাতসারে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ঈসা মসীহ্‌কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোন ক্ষমতা কায়াফার ছিল না এবং সেজন্য তিনি মসীহ্‌কে রোমীয় শাসনকর্তা পীলাতের কাছে পাঠান, যিনি মসীহের মৃত্যুদণ্ডের কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে ঈসা মসীহের সুসমাচার তবলিগকারীদের বিরুদ্ধেও তাঁর ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করা যায়, প্রেরিত ৪:৬।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ১৮ বছর ধরে মহা-ইমামের দায়িত্ব পালন করেছেন।

দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- ঈসার মৃত্যুর সাথে সরাসরি জড়িতদের মধ্যে একজন।
- তাঁর পদমর্যাদাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।
- ঈসা মসীহের গ্রেফতার, অন্যায্য বিচার, পীলাতের কাছ থেকে জোরপূর্বক ক্রুশারোপণের অনুমতি গ্রহণ, পুনরুত্থানের প্রতি যথা সম্ভব বাধা দান ও পরবর্তীতে পুনরুত্থানের বিকৃত ব্যাখ্যা দানের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।
- একদিকে ইহুদী ধর্মের লেবাস ধারণ করেছেন, অন্যদিকে রোম সরকারের সাথে আঁতাত করেছেন।
- পরবর্তী সময়ে ঈসায়ী ঈমানদারদের নির্যাতনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্‌ তাঁর শত্রুদের সবচেয়ে কূট পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রকেও তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পারেন
- আমরা যখন আমাদের স্বার্থপর চিন্তাকে রূহানিক লক্ষ্য ও ধার্মিকতার কথা দিয়ে ঢেকে রাখি, তখনও আল্লাহ্‌ আমাদের অন্তরের সমস্ত কথা জানেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** জেরুশালেম
- **পেশা:** মহা-ইমাম
- **আত্মীয়-স্বজন:** শ্বশুর: হানন
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** ঈসা মসীহ্‌, পীলাত, হেরোদ আন্তিপাস।

মূল আয়াত: "তাদের মধ্যে এক জন, কাইয়াফা, সেই বছরের মহা-ইমাম, তাদেরকে বললেন, তোমরা কিছুই বোঝ না! তোমরা বিবেচনাও কর না যে, তোমাদের পক্ষে এটি ভাল, যেন লোকদের জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়।" (ইউ ১১:৪৯,৫০)

কায়াফার কথা মথি ২৬:৫৭; লূক ৩:২; ইউ ১১:১৮ এবং প্রেরিত ৪:৬ আয়াতে পাওয়া যায়।

BACIB International Bible CHURCH

ঈসা মসীহের কান্না

২৮ এই কথা বলে মার্থা চলে গেলেন, আর তাঁর
বোন মরিয়মকে গোপনে ডেকে বললেন, হুজুর
উপস্থিত, তোমাকে ডাকছেন। ২৯ তিনি এই কথা
শুনে শীঘ্র উঠে তাঁর কাছে গেলেন। ৩০ ঈসা
তখনও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন নি; যেখানে
মার্থা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেই স্থানেই
ছিলেন। ৩১ তখন যে ইহুদীরা মরিয়মের সঙ্গে
বাড়ির মধ্যে ছিল ও তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তারা
তাঁকে শীঘ্র উঠে বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছনে
পিছনে চললো, মনে করলো, তিনি কবরের কাছে
কাঁদতে যাচ্ছেন। ৩২ ঈসা যেখানে ছিলেন,
মরিয়ম যখন সেখানে আসলেন, তখন তাঁকে
দেখে তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, প্রভু, আপনি যদি
এখানে থাকতেন, আমার ভাই মারা যেত না।
৩৩ ঈসা যখন দেখলেন, তিনি কাঁদছেন ও তাঁর
সঙ্গে সঙ্গে যে ইহুদীরা এসেছিল তাঁরাও কাঁদছে,
তখন তিনি রূহে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ও খুব
অস্থির হলেন। ঈসা বললেন, তাকে কোথায়
দাফন করেছ? ৩৪ তাঁরা বললো, প্রভু, এসে
দেখুন। ৩৫ ঈসা কাঁদলেন। ৩৬ তাঁতে ইহুদীরা
বললো, দেখ, ইনি তাঁকে কেমন মহব্বত
করতেন। ৩৭ কিন্তু তাদের কেউ কেউ বললো,
এই যে ব্যক্তি অন্ধের চোখ খুলে দিয়েছেন, ইনি
কি ওর মৃত্যুও নিবারণ করতে পারতেন না?

মৃত লাসারকে জীবন দান

৩৮ তাতে ঈসা পুনর্বার অন্তরে উত্তেজিত হয়ে
কবরের কাছে আসলেন। সেই কবর একটা
গহ্বর এবং তার উপরে একখানি পাথর ছিল।
৩৯ ঈসা বললেন, তোমরা পাথরখানি সরিয়ে ফেল।
মৃত ব্যক্তির বোন মার্থা তাঁকে বললেন, প্রভু,
এখন ওতে দুর্গন্ধ হয়েছে, কেননা আজ চার
দিন। ৪০ ঈসা তাঁকে বললেন, আমি কি
তোমাকে বলি নি যে, যদি বিশ্বাস কর তবে
আল্লাহ্‌র মহিমা দেখতে পাবে? তখন তারা
পাথরখানি সরিয়ে ফেললো। ৪১ পরে ঈসা
উপরের দিকে চোখ তুলে বললেন, পিতা, আমি
তোমার শুকরিয়া করি যে, তুমি আমার কথা
শুনেছ। ৪২ আর আমি জানতাম, তুমি সব সময়
আমার কথা শুনে থাক; কিন্তু এই যেসব লোক
চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে, এদের জন্য এই কথা
বললাম, যেন এরা বিশ্বাস করে যে, তুমিই
আমাকে প্রেরণ করেছ। ৪৩ এই কথা বলে তিনি
উচ্চরবে ডেকে বললেন, লাসার, বাইরে এসো।
৪৪ তাতে সেই মৃত ব্যক্তি বের হয়ে আসলেন;
তাঁর পা ও হাত কবরের কাপড়ে বাঁধা ছিল এবং
মুখ কাপড়ে বাঁধা ছিল। ঈসা তাঁদেরকে বললেন,
একে খুলে দাও ও যেতে দাও।

ফরীশীদের ষড়যন্ত্র

৪৫ তখন ইহুদীদের অনেকে যারা মরিয়মের
কাছে এসেছিল এবং ঈসার এই সব কাজ দেখে
তারা তাঁর উপর ঈমান আনলো। ৪৬ কিন্তু তাদের
কেউ কেউ ফরীশীদের কাছে গেল এবং ঈসা যা
যা করেছিলেন, তাদেরকে বললো। ৪৭ অতএব
প্রধান ইমামেরা ও ফরীশীরা সভা করে বলতে
লাগল, আমরা কি করি? এই ব্যক্তি তো অনেক
চিহ্ন-কাজ করছে। ৪৮ আমরা যদি একে এরকম
চলতে দিই, তবে সকলে এর উপর ঈমান
আনবে; আর রোমীয়েরা এসে আমাদের স্থান ও
জাতি উভয় কেড়ে নেবে। ৪৯ কিন্তু তাদের মধ্যে
এক জন, কাইয়াফা, সেই বছরের মহা-ইমাম,
তাদেরকে বললেন, তোমরা কিছুই বোঝ না!

মথি ২৫:৪৬।
[১১:২৭] লূক ২:১১; মথি ৪:৩;।
[১১:২৮] মথি ২৬:১৮; ইউ ১৩:১৩।
[১১:৩১] আঃ ১৯।
[১১:৩৩] আঃ ৩৮; ইউ ১২:২৭।
[১১:৩৫] লূক ১৯:৪১।
[১১:৩৬] আঃ ৩।
[১১:৩৭] ইউ ৯:৬,৭।
[১১:৩৮] মথি ২৭:৬০; লূক ২৪:২; ইউ ২০:১।
[১১:৪০] আঃ ৪; আঃ ২৩-২৫।
[১১:৪১] ইউ ১৭:১; মথি ১১:২৫।
[১১:৪২] ইউ ১২:৩০; ৩:১৭।
[১১:৪৩] লূক ৭:১৪।
[১১:৪৪] ইউ ১৯:৪০; ২০:৭।
[১১:৪৫] আঃ ১৯; ইউ ২:২৩; ৭:৩১; হিজ ১৪:৩১।
[১১:৪৭] আঃ ৫৭; মথি ২৬:৩; ৫:২২; ইউ ২:১১।
[১১:৪৯] মথি ২৬:৩; আঃ ৫১; ইউ

১১:৩১ কাঁদতে যাচ্ছেন। ইহুদীদের মধ্যে মৃতের কবরের পাশে গিয়ে আর্তস্বরে কান্নার প্রচলন ছিল; এ কারণেই উপস্থিত ইহুদীরা মনে করেছিল যে, তিনি উঠে কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন।

১১:৩৩ তিনি কাঁদছেন। চিৎকার করে কাঁদা; দুঃখের এক তীব্র প্রকাশ।

রূহে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কেউ কেউ মনে করেন মসীহ্ লাসারের মৃত্যুর কারণে তাঁর মনে যে কষ্ট এবং দুঃখার্ত মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল সেকারণে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। অথবা লাসারের বোনদের প্রতি সমবেদনার প্রকাশের কারণে তাঁর এই উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।

১১:৩৫ ঈসা কাঁদলেন। এর অর্থ উচ্চস্বরে রোদন করা নয়, বরং নীরবে অশ্রুপাত করা।

১১:৪৪ কবরের কাপড়ে বাঁধা ছিল। কাফনের কাপড় যা দিয়ে কবরে শোয়ানোর সময় মৃতদেহ ঢেকে বেঁধে দেওয়া হত।

১১:৪৫ ইহুদীদের অনেকে ... তাঁতে ঈমান আনলো। সম্ভবত যারা এর আগে ঈসা মসীহের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, তারাই এখন তাঁর উপরে ঈমান আনতে শুরু করলো।

১১:৪৭ প্রধান ইমামেরা ও ফরীশীরা। চারটি সুসমাচারের সবকটিতে ফরীশীদেরকে ঈসা মসীহের প্রকাশ্য পরিচর্যা কাজের সময় প্রধান বাধাদানকারী হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাব ছিল এবং এ কারণে ঈসা মসীহ্‌কে ক্রুশারোপিত করার জন্য প্রধান ইমামরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

১১:৪৮ আমাদের স্থান। সম্ভবত বায়তুল মোকাদ্দস (প্রেরিত ৬:১৩-১৪; ২১:২৮ দেখুন); যদিও মাঝে মাঝে ইহুদীরা জেরুশালেম বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করতো। মসীহের প্রতি ইহুদীদের প্রত্যাশা রাজনৈতিক চেতনায় ভরপুর ছিল।

১১:৪৯ কায়াফা। ১৮-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত মহা-ইমাম। তিনি হাননের জামাতা (১৮:১৩), যিনি ১৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমানদের দ্বারা মহা-ইমামদের দায়িত্ব থেকে অপসারিত হয়েছিলেন।

সেই বৎসরের মহা-ইমাম। অর্থাৎ সে সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত মহা-ইমাম। মহা-ইমামত্ব বছর বছর পরিবর্তনযোগ্য কোন পদ ছিল না, বরং একজন মহা-ইমাম বৃদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর পদে নিয়োজিত থাকতেন।

তোমরা কিছুই বোঝ না। সদ্দূকীয় ভঙ্গিতে করা এক রূঢ় মন্তব্য; কারণ মহা-ইমাম কায়াফা ছিলেন একজন সদ্দূকী।

৫০ তোমরা বিবেচনাও কর না যে, তোমাদের
পক্ষে এটি ভাল, যেন লোকদের জন্য এক ব্যক্তি
মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়। ৫১ এই
কথা যে তিনি নিজের থেকে বললেন, তা নয়,
কিন্তু সেই বছরের মহা-ইমাম হওয়াতে তিনি এই
ভবিষ্যদ্বাণী বললেন যে, সেই জাতির জন্য ঈসা
মরবেন। ৫২ আর কেবল সেই জাতির জন্য নয়,
কিন্তু আল্লাহ্‌র যেসব সন্তান চারদিকে ছড়িয়ে
রয়েছে সেই সকলকে একত্র করার জন্যও
মরবেন। ৫৩ অতএব সেদিন থেকে তারা তাঁকে
হত্যা করার পরামর্শ করতে লাগল।
৫৪ তাতে ঈসা আর প্রকাশ্যরূপে ইহুদীদের
মধ্যে যাতায়াত করলেন না, কিন্তু সেখান থেকে
মরুভূমির নিকটবর্তী জনপদে আফরাহীম নামক
নগরে গেলেন, আর সেখানে সাহাবীদের সঙ্গে
অবস্থিতি করলেন।

ঈদুল ফেসাখে ঈসা মসীহের উপদেশ দান

৫৫ তখন ইহুদীদের ঈদুল ফেসাখ সন্নিকট ছিল
এবং অনেক লোক নিজেদের পাক-পবিত্র করার
জন্য ঈদুল ফেসাখের আগে জনপদ থেকে
জেরুশালেমে গেল। ৫৬ তারা ঈসার খোঁজ করতে
লাগল এবং বায়তুল-মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে পরস্পর
বললো, তোমাদের কেমন মনে হয়? তিনি কি
ঈদে আসবেন না? ৫৭ আর প্রধান ইমামেরা ও
ফরীশীরা হুকুম করেছিল যে, তিনি কোথায়
আছেন, তা যদি কেউ জানে তবে দেখিয়ে দিক;
যেন তারা তাঁকে ধরতে পারে।
১২ ১ পরে ঈদুল ফেসাখের ছয় দিন আগে
ঈসা বৈথনিয়াতে আসলেন; সেখানে
সেই লাসার ছিলেন, যাঁকে ঈসা মৃতদের মধ্যে
থেকে উঠিয়েছিলেন। ২ তাতে সেই স্থানে তাঁর
জন্য ভোজ প্রস্তুত করা হল ও মার্থা পরিচর্যা
করলেন এবং যারা তাঁর সঙ্গে ভোজনে বসেছিল,
লাসার তাদের মধ্যে এক জন ছিলেন। ৩ তখন
মরিয়ম আধা সের বহুমূল্য জটামাংসীর আতর
এনে ঈসার পায়ে মাখিয়ে দিলেন এবং নিজের
চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিলেন; তাতে আতরের
সুগন্ধে বাড়ি পরিপূর্ণ হল। ৪ কিন্তু তাঁর
সাহাবীদের মধ্যে এক জন, যে তাঁকে দুশমনদের
হাতে তুলে দেবে, সেই ঈষ্করিয়োতীয় এহুদা
বললো, ৫ এই আতর তিন শত সিকিতে বিক্রি
করে কেন দরিদ্রদেরকে দেওয়া গেল না? ৬ সে
যে দরিদ্র লোকদের জন্য চিন্তা করতো বলে এই
কথা বললো, তা নয়; কিন্তু কারণ এই, সে ছিল
চোর, আর তার কাছে টাকার থলি থাকাতে তার
মধ্যে যা রাখা হত, তা থেকে চুরি করতো।
৭ তখন ঈসা বললেন, ওকে ছাড়; আমার সমাধি
-দিনের জন্য একে সেটি রাখতে দাও। ৮ কেননা
তোমাদের কাছে দরিদ্রেরা সব সময়ই আছে,
কিন্তু আমাকে সব সময় পাচ্ছ না।

লাসারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

৯ ইহুদীদের সাধারণ লোকেরা জানতে পারল যে,
তিনি সেই স্থানে আছেন; আর তারা কেবল
ঈসার জন্য আসল, তা নয়, কিন্তু যে লাসারকে
তিনি মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছিলেন, তাঁকেও
দেখতে আসল। ১০ কিন্তু প্রধান ইমামেরা
পরামর্শ করলো, যেন লাসারকেও হত্যা করতে
পারে; ১১ কেননা তাঁরই জন্য ইহুদীদের মধ্যে
অনেকে গিয়ে ঈসার উপর ঈমান আনতে
লাগল।

ঈসা মসীহের জেরুশালেমে প্রবেশ

১২ পরদিন ঈদে আগত বিস্তর লোক ঈসা

১৮:১৩,১৪।
[১১:৫০] ইউ ১৮:১৪।
[১১:৫২] ইশা ৪৯:৬; ইউ ১০:১৬।
[১১:৫৩] মথি ১২:১৪।
[১১:৫৪] ইউ ৭:১।
[১১:৫৫] হিজ ১২:১৩,২৩,২৭; মথি ২৬:১,২; মার্ক ১৪:১; ইউ ১৩:১; ২বংশা ৩০:১৭,১৮।
[১১:৫৬] ইউ ৭:১১।
[১২:১] ইউ ১১:৫৫; মথি ২১:১৭।
[১২:২] লূক ১০:৩৮-৪২।
[১২:৩] মার্ক ১৪:৩; ইউ ১১:২।
[১২:৪] মথি ১০:৪।
[১২:৬] ইউ ১৩:২৯।
[১২:৭] ইউ ১৯:৪০।
[১২:৮] দ্বি:বি: ১৫:১১।
[১২:৯] ইউ ১১:৪৩,৪৪।
[১২:১১] ইউ ১১:৪৫; ৭:৩১।

১১:৫০ তোমাদের পক্ষে এটি ভাল। কায়াফা রাজনৈতিক সুবিধাদির জন্য চিন্তিত ছিলেন, দোষ ও নির্দোষিতার জন্য নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন লোক যতই নির্দোষ হোক না কেন, পুরো জাতিকে বিপন্ন করার বদলে বরং তার ধ্বংস হওয়া উচিত।

১১:৫১ মহা-ইমাম হওয়াতে। কায়াফা কোন সাধারণ নাগরিক নন, কিন্তু আল্লাহ্‌র মহা-ইমাম। সম্ভবত এই কারণেই তিনি যা বলেছেন আল্লাহ্ সেই কথা তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ণ করলেন।

ভবিষ্যদ্বাণী বললেন। মহা-ইমামের কথা সত্য হয়েছিল, যা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। বাস্তবে কায়াফা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ঈসা মসীহের মৃত্যু হবে ইহুদী জাতির রাজনৈতিক জটিলতা দূর করার জন্য নয়; কিন্তু ঈসা মসীহ্ মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাদের গুনাহের কাফ্‌ফারা দেবার জন্য।

১১:৫২ আল্লাহ্‌র যেসব সন্তান ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিল। ঈসা মসীহের মৃত্যুর ফলে ইহুদী জাতির বাইরেও অনেকের উপরে প্রভাব পড়বে।

১১:৫৪ প্রকাশ্যরূপে ... যাতায়াত করলেন না। 'সময়ের' পূর্বে ঈসা মরতে পারেন না (২:৪ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু তিনি অবিচক্ষণতার সাথে কাজ করেন না। তাঁর বাধাদানকারীদের মনোভাব জেনে তিনি সরে গেলেন। তিনি মানুষের জন্য মরবেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিজস্ব সময়ে, তাঁর শত্রুদের সময়ে নয়।

১২:৩ জটামাংসীর আতর। এক ধরনের ভেষজ সুগন্ধি দ্রব্য। যেহেতু এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল, তাই মরিয়মের এই ভক্তিপূর্ণ কাজ ছিল ব্যয়সাপেক্ষ। অন্যদিকে এটি একটি অস্বাভাবিক কাজ, কারণ মরিয়ম মসীহের পায়ে তেল ঢেলে দিয়েছিল কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তা মাথায় দেওয়া হয়। এছাড়া, পায়ে তেল দেওয়ার জন্য সে তার চুল ব্যবহার করেছিল। সাধারণত একজন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক সবার সামনে তার চুল খুলত না।

১২:৫ তিনশো সিকি। তখন এক সিকি ছিল একজন মজুরের এক দিনের বেতন।

১২:৭ রাখতে দাও। সুগন্ধি স্বাভাবিকভাবে উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল; কিন্তু এটি দাফনের কাজেও ব্যবহৃত হত (১৯:৩৯-৪০ দেখুন)। অনেকে মনে করেন যে, মরিয়মের কাছে তখনও অব্যবহৃত কিছু সুগন্ধি ছিল, তাই ঈসা পরামর্শ দিচ্ছেন যেন এটি তাঁর সমাধি দিনে তাঁর দেহে দেওয়া যায়। তবে এহুদা ব্যবহৃত সুগন্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিল।

১২:১২ বিস্তর লোক। ঈদুল ফেসাখ পালনের জন্য বিভিন্ন দেশ

জেরুশালেমে আসছেন শুনতে পেয়ে, ১৩ খেজুর
পাতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হল,
আর চিৎকার করে বলতে লাগল,

হোশান্না;
ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন,
যিনি ইসরাইলের বাদশাহ্।

১৪ তখন ঈসা একটি গাধার বাচ্চা পেয়ে তার
উপরে বসলেন, যেমন লেখা আছে,

১৫ "অয়ি সিয়োন কন্যে, ভয় করো না,
দেখ, তোমার বাদশাহ্ আসছেন,
গাধার শাবকে চড়ে আসছেন।"

১৬ তাঁর সাহাবীরা প্রথমে এ সব বুঝলেন না,
কিন্তু ঈসা যখন মহিমান্বিত হলেন, তখন তাঁদের
স্মরণ হল যে, তাঁর বিষয়ে এসব লেখা ছিল, আর
লোকেরা তাঁর প্রতি এসব করেছে। ১৭ তিনি যখন
লাসারকে কবর থেকে বের হয়ে আসতে
ডেকেছিলেন এবং মৃতদের মধ্য থেকে
উঠিয়েছিলেন, তখন যে লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছিল,
তারা সাক্ষ্য দিতে লাগল। ১৮ আর এই কারণে
লোকেরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো, কেননা
তারা শুনেছিল যে, তিনি সেই চিহ্ন-কাজ
করেছেন। ১৯ তখন ফরীশীরা পরস্পর বলতে
লাগল, তোমরা দেখছ, তোমাদের সমস্ত চেষ্টা
বিফল; দেখ, সারা দুনিয়া ওর দলে চলে গেছে।

গ্রীকরা ঈসা মসীহ্‌কে দেখতে চায়

২০ যারা এবাদত করার জন্য ঈদে এসেছিল,
তাদের মধ্যে কয়েক জন গ্রীকও ছিল; ২১ এরা
গালীলের বৈৎসৈদা-নিবাসী ফিলিপের কাছে এসে
তাঁকে ফরিয়াদ করলো, হুজুর, আমরা ঈসাকে
দেখতে ইচ্ছা করি। ২২ ফিলিপ এসে আন্দ্রিয়কে
বললেন, আন্দ্রিয় ও ফিলিপ এসে ঈসাকে
বললেন। ২৩ তখন জবাবে ঈসা তাদেরকে
বললেন, সময় উপস্থিত, যেন ইবনুল-ইনসান
মহিমান্বিত হন। ২৪ সত্যি, সত্যি, আমি
তোমাদেরকে বলছি, গমের বীজ যদি মাটিতে
পড়ে না মরে, তবে তা একটিমাত্র থাকে; কিন্তু
যদি মরে, তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে। ২৫ যে
আপন প্রাণ ভালবাসে, সে তা হারায়; আর যে
এই দুনিয়াতে আপন প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে
অনন্ত জীবনের জন্য তা রক্ষা করবে। ২৬ কেউ
যদি আমার পরিচর্যা করে, তবে সে আমার
অনুসারী হোক; তাতে আমি যেখানে থাকি
আমার পরিচারকও সেখানে থাকবে; কেউ যদি
আমার পরিচর্যা করে, তবে পিতা তার সম্মান
করবেন।

ঈসা মসীহ্ আবারও তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বলেন

২৭ এখন আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে; এতে
কি বলবো পিতা, এই সময় থেকে আমাকে
নিস্তার কর? কিন্তু এরই জন্য আমি এই সময়
পর্যন্ত এসেছি। ২৮ পিতা তোমার নাম মহিমান্বিত
কর। তখন বেহেশত থেকে এই বাণী হল,
'আমি তা মহিমান্বিত করেছি, আবার মহিমান্বিত
করবো।' ২৯ যে লোকেরা দাঁড়িয়ে শুনেছিল,
তারা বললো, মেঘ-গর্জন হল; আর কেউ কেউ
বললো, কোন ফেরেশতা এঁর সঙ্গে কথা
বলেছেন। ৩০ জবাবে ঈসা বললেন, ঐ বাণী
আমার জন্য হয় নি, কিন্তু তোমাদেরই জন্য।
৩১ এখন এই দুনিয়ার বিচার উপস্থিত, এখন এই
দুনিয়ার অধিপতি বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। ৩২ আর
আমাকে যখন ভূতল থেকে উঁচুতে তোলা হবে
তখন সকলকে আমার কাছ আকর্ষণ করবো।
৩৩ তিনি কিভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, তা এই
কথার দ্বারা নির্দেশ করলেন। ৩৪ তখন লোকেরা
জবাবে তাঁকে বললো, আমরা শরীয়ত থেকে
শুনেছি যে, মসীহ্ চিরকাল থাকেন; তবে আপনি
কিভাবে বলছেন যে, ইবনুল-ইনসানকে উঁচুতে

[১২:১৩] লেবীয় ২৩:৪০।
[১২:১৫] জাকা ৯:৯।
[১২:১৬] মার্ক ৯:৩২।
[১২:১৭] ইউ ১১:৪২।
[১২:১৮] আঃ ১; লূক ১৯:৩৭।
[১২:১৯] ইউ ১১:৪৭,৪৮।
[১২:২০] ইউ ৭:৩৫; প্রেরিত ১১:২০।
[১২:২১] মথি ১১:২১।
[১২:২৩] মথি ২৬:১৮।
[১২:২৪] ১করি ১৫:৩৬।
[১২:২৫] মথি ১০:৩৯।
[১২:২৬] ২করি ৫:৮; ফিলি ১:২৩; ১থিষ ৪:১৭।
[১২:২৭] মথি ২৬:৩৮,৩৯।
[১২:২৮] মথি ৩:১৭।
[১২:৩০] হিজ ১৯:৯; ইউ ১১:৪২।
[১২:৩১] ১৬:১১; ইফি ২:২; ১ইউ ৪:৪; ৫:১৯।
[১২:৩২] ইশা ১১:১০।
[১২:৩৩] ইউ ১৮:৩২; ২১:১৯।
[১২:৩৪] জবুর ১১০:৪; ইহি

থেকে জেরুশালেমে আগত তীর্থযাত্রী।

১২:১৩ খেজুর পাতা। বিজয়ের উৎসব পালনে ব্যবহৃত হত।

১২:১৯ সারা দুনিয়া ওর দলে চলে গেছে। তাদের এ প্রতিক্রিয়া এসেছে হতাশা থেকে। তারা সম্ভবত এই ভয় পেয়েছিল যে, মসীহের এত বেশি জনপ্রিয়তা তাদের ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়িত করতে বাধা দেবে।

১২:২০ গ্রীক। সম্ভবত কিছু অ-ইহুদী আল্লাহ্‌ভক্ত লোক, যারা ইহুদী ধর্মের একত্ববাদ ও নৈতিকতায় আকর্ষিত হয়েছিল, কিন্তু তারা জাতিগতভাবে ইহুদী হয় নি বা তাদের খৎনাও করানো হয় নি। তারা মজলিস-খানায় এবাদত করতো, কিন্তু ধর্মান্তরিত হয় নি।

১২:২১ ফিলিপ। একটি গ্রীক নাম; সম্ভবত তিনি জাতিগতভাবে গ্রীক ছিলেন বলেই গ্রীকরা সরাসরি এই সাহাবীর কাছে এসেছিল। যদিও বারো জন সাহাবীর মধ্যে একমাত্র তিনিই গ্রীক নামধারী নন।

দেখতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ "সাক্ষাৎ করতে চাই"। ২২ আয়াতের পর ইউহোন্না এই গ্রীকদের সম্পর্কে আর কিছু লেখেন নি। তিনি তাদের আগমনকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে নিয়েছেন, ঈসা মসীহের সাথে তাদের কথোপকথনকে নয়।

১২:২৪ যদি মরে ... ফল উৎপন্ন করে। ঈসা মসীহ্ ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলেই আমরা সকলে নাজাত পেয়েছি।

১২:২৫ যে আপন প্রাণ ... তা হারায়। পার্থিব জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করা মানে হচ্ছে অনন্ত জীবন লাভের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া।

দুনিয়াতে ... অপ্রিয় জ্ঞান করে। আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এমন যে, তুলনামূলকভাবে অন্য সব ভালবাসা, এমন কি নিজের জীবনের প্রতি ভালবাসাও এর কাছে অতি তুচ্ছ বলে প্রতীয়মান হবে।

১২:২৮ পিতা, তোমার নাম মহিমান্বিত কর। মসীহের এই মুনাজাত নিজের মুক্তির জন্য নয়, কিন্তু পিতা মহিমান্বিত হন সেজন্য।

১২:৩১ এই দুনিয়ার অধিপতি। শয়তান।

১২:৩২ ভূতল থেকে উঁচুতে তোলা হবে। পুনরুত্থিত হলে।

সকলকে। জাতি, গোত্র, গোষ্ঠী বা সামাজিক মর্যাদা বিবেচনা না করে মসীহ্ সকল মানুষকে তাঁর কাছে ডাকবেন।

১২:৩৪ শরীয়ত। সাধারণভাবে এখানে সামগ্রিক অর্থে পুরাতন

তুলতে হবে? সেই ইবনুল-ইনসান কে? ৩৫ তখন
ঈসা তাদেরকে বললেন, আর অল্প কালমাত্র নূর
তোমাদের মধ্যে আছে। যতদিন তোমাদের মধ্যে
নূর আছে, যাতায়াত কর, যেন অন্ধকার
তোমাদের উপরে এসে না পড়ে; আর যে ব্যক্তি
অন্ধকারে যাতায়াত করে, সে কোথায় যায়, তা
জানে না। ৩৬ যতদিন তোমাদের কাছে নূর আছে,
সেই নূরের উপর ঈমান আনো, যেন তোমরা
নূরের সন্তান হতে পার। ঈসা এসব কথা
বললেন, আর প্রস্থান করে তাদের থেকে
লুকালেন।

লোকদের অবিশ্বাস

৩৭ কিন্তু যদিও তিনি তাদের সাক্ষাতে এত
চিহ্ন-কাজ করেছিলেন, তবুও তারা তাঁর উপর
ঈমান আনলো না; ৩৮ যেন ইশাইয়া নবীর কালাম
পূর্ণ হয়, তিনি তো বলেছিলেন,
"হে প্রভু, আমরা যা শুনেছি,
তা কে বিশ্বাস করেছে?
আর প্রভুর বাহু কার কাছে প্রকাশিত
হয়েছে?"
৩৯ এজন্য তারা বিশ্বাস করতে পারে নি, কারণ
ইশাইয়া আবার বলেছেন,
৪০ "তিনি তাদের চোখ অন্ধ করেছেন,
তাদের অন্তর কঠিন করেছেন,
পাছে তারা চোখে দেখে,
হৃদয়ে বুঝে এবং ফিরে আসে
এবং আমি তাদেরকে সুস্থ করি।"
৪১ ইশাইয়া এ সব বলেছিলেন, কেননা তিনি
তাঁর মহিমা দেখেছিলেন, আর তাঁরই বিষয়
বলেছিলেন। ৪২ তবুও নেতাদের মধ্যেও অনেকে
তাঁর উপর ঈমান আনলো; কিন্তু ফরীশীদের ভয়ে
স্বীকার করলো না, পাছে সমাজচ্যুত হয়;

৩৭:২৫।
[১২:৩৫] ইফি ৫:৮; ১ইউ ১:৬; ২:১১।
[১২:৩৬] লূক ১৬:৮; ইউ ৮:৫৯।
[১২:৩৮] ইশা ৫৩:১।
[১২:৪০] ইশা ৬:১০।
[১২:৪১] ইশা ৬:১-৪; লূক ২৪:২৭।
[১২:৪২] ইউ ৭:৪৮; ৭:১৩; ৯:২২।
[১২:৪৩] ১শামু ১৫:৩০; রোমীয় ২:২৯।
[১২:৪৪] মথি ১০:৪০।
[১২:৪৫] ইউ ১৪:৯।
[১২:৪৭] ইউ ৩:১৭।
[১২:৪৮] ইউ ৫:৪৫।
[১২:৪৯] ইউ ১৪:৩১।
[১২:৫০] মথি ২৫:৪৬; ইউ ১৪:২৪।
[১৩:১] ইউ ১১:৫৫; ১৬:২৮; মথি ২৬:১৮।
[১৩:২] মথি ১০:৪।
[১৩:৩] মথি ২৮:১৮; ইউ ৮:৪২; ১৬:২৭, ২৮,৩০; ১৭:৮।

৪৩ কেননা আল্লাহ্‌র কাছে গৌরবের চেয়ে তারা
বরং মানুষের কাছে গৌরব বেশি ভালবাসত।
৪৪ ঈসা উচ্চৈঃস্বরে বললেন, যে আমার উপর
ঈমান আনে সে আমার উপর নয়, কিন্তু যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর উপরই ঈমান আনে;
৪৫ এবং যে আমাকে দর্শন করে, সে তাঁকেই
দর্শন করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। ৪৬ আমি
নূরস্বরূপ হয়ে এই দুনিয়াতে এসেছি, যেন যে
কেউ আমার উপর ঈমান আনে, সে অন্ধকারে না
থাকে। ৪৭ আর যদি কেউ আমার কথা শুনে
পালন না করে, আমি তার বিচার করি না, কারণ
আমি দুনিয়ার বিচার করতে নয়, কিন্তু দুনিয়ার
নাজাত করতে এসেছি। ৪৮ যে আমাকে অগ্রাহ্য
করে এবং আমার কথা গ্রহণ না করে, তার
বিচারকর্তা আছে; আমি যে কথা বলেছি, তা-ই
শেষ দিনে তার বিচার করবে। ৪৯ কারণ আমি
নিজের থেকে বলি নি; কিন্তু কি বলবো ও কি
তবলিগ করবো তা আমার পিতা, যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে হুকুম করেছেন।
৫০ আর আমি জানি যে, তাঁর হুকুম অনন্ত
জীবন। অতএব আমি যা যা বলি, তা পিতা
আমাকে যেমন বলেছেন, তেমনি বলি।

সাহাবীদের পা ধোয়ানো

১৩ ১ ঈদুল ফেসাখের আগে ঈসা এই
দুনিয়া থেকে পিতার কাছে তাঁর প্রস্থান
করার সময় উপস্থিত জেনে, দুনিয়াতে অবস্থিত
তাঁর নিজস্ব যে লোকদেরকে মহব্বত করতেন,
তাদেরকে শেষ পর্যন্ত মহব্বত করলেন। ২ আর
রাত্রি কালে ভোজের সময়ে– শয়তান তাঁকে
ধরিয়ে দেবার সংকল্প শিমোনের পুত্র
ঈষ্করিয়োতীয় এহুদার অন্তরে স্থাপন করলে পর,
৩ তিনি জানলেন যে, পিতা সমস্তই তাঁর হাতে

নিয়মকে বোঝানো হয়েছে।

১২:৩৫ নূর। মসীহ্‌ নিজেকে নূর বলে আখ্যাত করেছেন।

১২:৩৭ তবুও তারা তাঁতে ঈমান আনলো না। আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত মসীহ্‌ এসে তাঁর নিজ বাছাইকৃত জাতির মাঝে চিহ্ন-কাজ সাধন করলেন, তথাপি তারা রূহানিক অন্ধত্বের কারণে তাঁকে চিনতে পারে নি এবং তাঁর উপরে ঈমান আনে নি।

১২:৩৯ তারা বিশ্বাস করতে পারে নি। তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আল্লাহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মন্দতাকে পছন্দ করেছিল। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্‌ তাদের উপর বিচার নামিয়ে আনলেন এবং তাঁর হৃদয় কঠিন করলেন। তবে অনেক ইহুদী নেতা মসীহ্‌রূপে ঈসার উপর ঈমান এনেছিল (আয়াত ৪২)।

১২:৪১ তিনি তাঁর মহিমা দেখেছিলেন। ইশাইয়া প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র মহিমা দেখেছিলেন; কিন্তু ইউহোন্না ঈসা মসীহের মহিমা এবং আল্লাহ্‌র মহিমার মধ্যে কোন মৌলিক তারতম্য করেন নি। এর মধ্য দিয়ে ইউহোন্না আরেকবার এখানে তাঁর আল্লাহ্‌ত্বের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দান করেছেন। এই মহিমা মসীহের পরাক্রম, ক্রুশীয় মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মহিমা।

১২:৪২ নেতাদের মধ্যেও ... ঈমান আনলো। অনেক ইহুদী নেতা ও ধর্মীয় শিক্ষক মসীহের উপরে ঈমান আনলেও সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে নীরব ছিলেন (ইউ ১:৭ দেখুন)।

১২:৪৭ বিচার করতে নয় ... নাজাত করতে। মানুষের বিচার করা ঈসা মসীহের আগমনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয় বরং মানুষকে নাজাত দান করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

১২:৪৯ তিনিই আমাকে হুকুম করেছেন। মসীহের কথা হচ্ছে পিতারই কথা, কারণ তিনি তাঁর হুকুমে চলেন। এ কারণে মসীহের অবাধ্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়া এবং তাঁকে অমান্য করা।

১৩:২ রাত্রি কালে ভোজের সময়ে। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই ভোজ ঈদুল ফেসাখের ভোজের পূর্বে কোন এক সময়ে পালিত হয়েছে, অর্থাৎ এটি প্রভুর শেষ ভোজ নয়।

১৩:৩ পিতা সমস্তই ... প্রদান করেছেন। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ও কার্যপ্রক্রিয়ার পরিপূর্ণতা উপর ঈসা মসীহের নিয়ন্ত্রণের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

দিয়েছেন ও তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন,
আর আল্লাহ্‌র কাছে যাচ্ছেন; ৪ জেনে তিনি ভোজ
থেকে উঠলেন এবং উপরের কাপড় খুলে
রাখলেন, আর একখানি গামছা নিয়ে কোমর
বাঁধলেন। ৫ পরে তিনি পাত্রে পানি ঢাললেন ও
সাহাবীদের পা ধুয়ে দিতে লাগলেন এবং যে
গামছা দ্বারা কোমর বেঁধেছিলেন তা দিয়ে মুছে
দিতে লাগলেন। ৬ এভাবে তিনি শিমোন পিতরের
কাছে আসলেন। পিতর তাঁকে বললেন, প্রভু,
আপনি কি আমার পা ধুয়ে দেবেন? ৭ জবাবে
ঈসা তাঁকে বললেন, আমি যা করছি, তা তুমি
এখন জানতে পারছ না, কিন্তু এর পরে বুঝবে।
৮ পিতর তাঁকে বললেন, আপনি কখনও আমার
পা ধুয়ে দেবেন না। জবাবে ঈসা তাঁকে বললেন,
যদি তোমাকে ধুয়ে না দিই তবে আমার সঙ্গে
তোমার কোন অংশ নেই। ৯ শিমোন পিতর
বললেন, প্রভু, কেবল পা নয়, আমার হাত ও
মাথাও ধুয়ে দিন। ১০ ঈসা তাঁকে বললেন, যে
গোসল করেছে, পা ধোয়া ছাড়া আর কিছুই তার
প্রয়োজন নেই, সে তো সর্বাঙ্গে পাক-পবিত্র; আর
তোমরা পাক-পবিত্র, কিন্তু সকলে নও।
১১ কেননা যে ব্যক্তি তাঁকে ধরিয়ে দেবে, তাকে
তিনি জানতেন; এজন্য বললেন, তোমরা সকলে
পাক-পবিত্র নও।
১২ যখন তিনি তাঁদের পা ধুয়ে দিলেন, আর
তাঁর উপরের কাপড় পরে পুনর্বার বসলেন, তখন
তাঁদেরকে বললেন, আমি তোমাদের প্রতি কি
করলাম, জান? ১৩ তোমরা আমাকে হুজুর ও প্রভু
বলে সম্বোধন করে থাক; আর তা ভালই বল,
কেননা আমি তা-ই। ১৪ ভাল, আমি প্রভু ও হুজুর
হয়ে যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন
তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ানো উচিত?
১৫ কেননা আমি তোমাদেরকে দৃষ্টান্ত দেখালাম,
যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করেছি,
তোমরাও তেমনি কর। ১৬ সত্যি, সত্যি, আমি
তোমাদেরকে বলছি, গোলাম নিজের মালিক
থেকে বড় নয় ও প্রেরিত নিজের প্রেরণকর্তা
থেকে বড় নয়। ১৭ এসব যখন তোমরা জান,
ধন্য তোমরা, যদি এসব পালন কর।
১৮ তোমাদের সকলের বিষয়ে আমি বলছি না;
আমি কাকে কাকে মনোনীত করেছি, তা আমি
জানি; কিন্তু পাক-কিতাবের এই কালাম পূর্ণ
হওয়া চাই, "যে আমার রুটি খায়, সে আমার
বিরুদ্ধে পাদমূল উঠিয়েছে।" ১৯ এখন থেকে,
ঘটবার আগে, আমি তোমাদেরকে বলে রাখছি,
যেন ঘটলে পর তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমিই
তিনি। ২০ সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে
বলছি, আমি যে কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করি,
তাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে
এবং আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকে গ্রহণ
করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।

বিশ্বাসঘাতকতা কে করবে?

২১ এই কথা বলে ঈসা রূহে অস্থির হলেন, আর
সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, সত্যি, সত্যি, আমি
তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের মধ্যে এক জন
আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।
২২ সাহাবীরা এক জন অন্যের দিকে তাকাতে
লাগলেন, স্থির করতে পারলেন না, তিনি কার
বিষয় বললেন। ২৩ তখন ঈসার সাহাবীদের এক
জন, যাঁকে ঈসা মহব্বত করতেন, তিনি তাঁর

[১৩:৪] মথি ২০:২৮।
[১৩:৫] লূক ৭:৪৪।
[১৩:৭] আঃ ১২।
[১৩:১০] ইউ ১৫:৩; আঃ ১৮।
[১৩:১১] মথি ১০:৪।
[১৩:১৩] ফিলি ২:১১; কল ২:৬।
[১৩:১৪] ১পিতর ৫:৫।
[১৩:১৫] মথি ১১:২৯; ১তীম ৪:১২।
[১৩:১৬] মথি ১০:২৪; ইউ ১৫:২০।
[১৩:১৭] ইয়াকুব ১:২৫।
[১৩:১৮] জবুর ৪১:৯।
[১৩:১৯] ইউ ১৪:২৯; ১৬:৪; ৮:২৬; ৮:২৪।
[১৩:২০] মথি ১০:৪০।
[১৩:২১] মথি ২৬:২১।
[১৩:২৩] ইউ ১৯:২৬; ২০:২;

১৩:৫ সাহাবীদের পা ধুয়ে দিতে লাগলেন। এক নগণ্য কাজ, যা স্বাভাবিকভাবে গোলামদের কাজ ছিল। এ উপলক্ষে কোন গোলাম ছিল না এবং অন্য কেউ সেচ্ছাসেবী হয়ে কাজ করে নি। মসীহের এই কাজ বিনম্রতা এবং স্বার্থবিহীন সেবার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১৩:৮ আমার পা ধুয়ে দেবেন না। পিতর তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাধা দিলেন, যদিও স্পষ্টত অন্য কেউ মসীহের এ কাজে বাধা দেন নি। তিনি চান নি ঈসা তাঁর জন্য এ ধরনের নিচু কাজ করুন।

যদি তোমাকে ধুয়ে না দিই। সম্ভবত মসীহ্ এখানে মূলত বোঝাতে চাইছিলেন যে, পিতরের রূহানিক পরিষ্কারকরণের প্রয়োজন রয়েছে।

১৩:৯ আমার হস্ত ও মাথাও ধুয়ে দিন। পিতর সর্বান্তকরণে মসীহের প্রতি ভক্তি সহকারে এই অনুরোধ করেছিলেন।

১৩:১০ পা ধোয়া ভিন্ন। একজন লোক কোন ভোজে উপস্থিত হওয়ার আগে গোসল করে নেয়, আর তাই যখন সে ভোজে এসে উপস্থিত হয়, তখন তাকে কেবলমাত্র তার পা ধুতে হয়। অবশ্য এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মসীহের রক্ত ঈমানদারদের সকল গুনাহ্ ধুয়ে মুছে তাকে পরিষ্কৃত করে তোলে; কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে পথ চলতে চলতে তার মাঝে যে কলুষতার ছাপ পড়ে, তা থেকে তাকে অবিরত পরিষ্কৃত হতে হবে।

১৩:১৩ প্রভু ও হুজুর । ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষাদানকারীকে সচরাচর 'হুজুর' বলা হত, কিন্তু 'প্রভু' এমন একজনকে বলা উচিত যিনি সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। ঈসা উভয় উপাধি ধারণের যোগ্য ছিলেন।

১৩:১৪ পরস্পরের পা ধোয়ানো উচিত। ঈসায়ী ঈমানদারদের উচিত একে অপরের সেবা ও পরিচর্যা দানের জন্য সবচেয়ে নিচু স্তরে নামতেও অনিচ্ছুক না হওয়া।

১৩:১৬ গোলাম। এখানে কৃতদাস বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ প্রভুর গৃহে যার কোন অধিকার নেই।

১৩:১৮ পাদমূল উঠিয়েছে। পাদমূল উঠানোকে ঘোড়ার লাথি মারার ভঙ্গির সাথে তুলনা করা যায়। এখানে মূলত বেঈমানী করার কথা বোঝানো হয়েছে।

১৩:২০ আমি যে কোন ব্যক্তিকে ... প্রেরণ করেছেন। ঈসা মসীহ্ পিতা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে পরিচর্যা কাজের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন, তা এখন তিনি তাঁর সাহাবীদের উপরে অর্পণ করছেন। এই দায়িত্বভার প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে।

১৩:২১ রূহে উদ্বিগ্ন হলেন। যদিও ঈসা জানতেন যে, তাঁরই একজন সাহাবী তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তবুও তিনি এর জন্য দুঃখার্ত হয়েছিলেন।

১৩:২২ স্থির করতে পারলেন না। সাহাবীদের হতবাক অবস্থা

BACIB International Bible CHURCH

কোলে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। ২৪ তখন
শিমোন পিতর তাঁকে ইঙ্গিত করলেন ও বললেন,
বল, উনি যার বিষয় বলছেন, সে কে? ২৫ তাতে
তিনি সেরকম ভাবে বসে থাকাতে ঈসার বুকের
দিকে মাথা কাত করে বললেন, প্রভু, সে কে?
২৬ জবাবে ঈসা বললেন, যার জন্য আমি রুটিখণ্ড
ডুবাবো ও যাকে দেব, সেই। পরে তিনি রুটিখণ্ড
ডুবিয়ে নিয়ে ঈষ্কোরিয়োতীয় শিমোনের পুত্র
এহুদাকে দিলেন। ২৭ আর সেই রুটিখণ্ড দেওয়ার
পরেই শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করলো। তখন
ঈসা তাকে বললেন, যা করছো, শীঘ্র কর।
২৮ কিন্তু তিনি কিভাবে তাকে এই কথা বললেন,
যাঁরা ভোজনে বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ তা
বুঝলেন না; ২৯ এহুদার কাছে টাকার থলি
থাকাতে কেউ কেউ মনে করলেন, ঈসা তাকে
বললেন, ঈদের জন্য যা যা আবশ্যক কিনে আন,
কিংবা সে যেন দরিদ্রদেরকে কিছু দেয়।
৩০ রুটিখণ্ড গ্রহণ করে সে তৎক্ষণাৎ বাইরে গেল;
আর তখন রাত হয়েছে।

ঈসা মসীহের 'নতুন হুকুম'

৩১ সে বাইরে গেলে পর ঈসা বললেন, এখন
ইবনুল-ইনসান মহিমান্বিত হলেন এবং আল্লাহ্‌
তাঁর মধ্যে মহিমান্বিত হলেন। ৩২ আল্লাহ্‌ যখন
তাঁর মধ্যে মহিমান্বিত হলেন, তখন আল্লাহ্‌ও
তাঁকে তাঁর নিজের মধ্যে মহিমান্বিত করবেন,
আর শীঘ্রই তাঁকে মহিমান্বিত করবেন।
৩৩ সন্তানেরা, এখনও অল্পকাল আমি তোমাদের
সঙ্গে আছি; তোমরা আমার খোঁজ করবে, আর
আমি যেমন ইহুদীদেরকে বলেছিলাম। 'আমি

২১:৭,২০। [১৩:২৫] মথি ২৬:২২; ইউ ২১:২০। [১৩:২৬] মথি ১০:৪। [১৩:২৭] লূক ২২:৩। [১৩:৩০] লূক ২২:৫৩। [১৩:৩১] মথি ৮:২০; ১৭:৪; ১পিতর ৪:১১। [১৩:৩৩] ইউ ৭:৩৩,৩৪। [১৩:৩৪] ১থিষ ৪:৯; লেবীয় ১৯:১৮; ১পিতর ১:২২; ইফি ৫:২। [১৩:৩৫] ১ইউ ৩:১৪; ৪:২০। [১৩:৩৬] ২পিতর ১:১৪।

[১৩:৩৮] ইউ ১৮:২৭।

[১৪:১] জবুর ৪:৫। [১৪:৩] মথি ১৬:২৭; ইউ ১২:২৬।

যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা যেতে পার না,'
তেমনি তোমাদেরকেও এখন তা-ই বলছি।
৩৪ একটি নতুন হুকুম আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি,
তোমরা পরস্পর মহব্বত কর; আমি যেমন
তোমাদেরকে মহব্বত করেছি, তোমরাও তেমনি
পরস্পর মহব্বত কর। ৩৫ তোমরা যদি
নিজেদের মধ্যে পরস্পর মহব্বত রাখ, তবে
তাতেই সকলে জানবে যে, তোমরা আমার
সাহাবী।

হযরত পিতরের অস্বীকার করার ভবিষ্যদ্বাণী

৩৬ শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, প্রভু আপনি
কোথায় যাচ্ছেন? জবাবে ঈসা বললেন, আমি
যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তুমি এখন আমার
পিছনে যেতে পার না; কিন্তু পরে যেতে পারবে।
৩৭ পিতর তাঁকে বললেন, প্রভু, কি জন্য এখন
আপনার পিছনে যেতে পারি না? আপনার জন্য
আমি আমার প্রাণ দেব। ৩৮ জবাবে ঈসা
বললেন, আমার জন্য তুমি কি তোমার প্রাণ
দেবে? সত্যি, সত্যি, আমি তোমাকে বলছি,
যতক্ষণ তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার না
কর, ততক্ষণ মোরগ ডাকবে না।

ঈসা মসীহ্‌ই পথ

১৪ ১ তোমাদের মন অস্থির না হোক;
আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস কর, আমাতেও
বিশ্বাস কর। ২ আমার পিতার বাড়িতে অনেক
বাসস্থান আছে, যদি না থাকতো, তোমাদেরকে
বলতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান
প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। ৩ আর আমি যখন যাই ও
তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার

এ কথা বোঝায় যে, এহুদা মহা-ইমামের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা গোপন করেছিল।

১৩:২৩ যাঁকে ঈসা মহব্বত করতেন। সাধারণত এই সাহাবীকে ইউহোন্না বলে ধারণা করা হয়, যিনি এই সুসমাচারের লেখক। নির্দিষ্টভাবে কথাটি বলার অর্থ এই নয় যে, ঈসা তাঁর অন্যান্য সাহাবীদের মহব্বত করতেন না; তবে এই সাহাবীটিকে তিনি বিশেষভাবে স্নেহ করতেন।

হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। রাতের খাবারের সময় মেহমানরা প্রথা অনুসারে টেবিলের দিকে মাথা রেখে বাম কনুইয়ের উপর হেলে থাকতেন।

১৩:৩০ রাত হয়েছে। আলো ও অন্ধকারের সুস্পষ্ট পার্থক্য উল্লেখ ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে মনে করেন এখানে এহুদার চিরতরে অন্ধকারের পথে গমনকে বোঝানো হয়েছে।

১৩:৩১ আল্লাহ্‌ তাঁর মধ্যে মহিমান্বিত হলেন। পুত্রের মহিমায় পিতা আল্লাহ্‌ মহিমান্বিত হন, যেভাবে পিতার মহিমায় পুত্র মহিমান্বিত হন।

১৩:৩৪ একটি নতুন হুকুম। এক অর্থে এটি পুরাতন হুকুম; কিন্তু মসীহের সাহাবীদের জন্য এটি নতুন, কারণ এটি তাদের ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন এবং তাদের জন্য মসীহের মহান মহব্বতের নিদর্শন (মথি ২২:৩৭-৩৯; মার্ক ১২:৩০-৩১; লূক ১০:২ দেখুন)।

আমি যেমন তোমাদেরকে মহব্বত করেছি। আমাদের জন্য মসীহের মহব্বত অন্য সকলের প্রতি আমাদের মহব্বতের অনুসরণীয় মান।

১৩:৩৭ আপনার জন্য আমি আমার প্রাণ দেব। ইউহোন্না ১০:১১ আয়াতে উত্তম মেষপালক ঠিক এমনই কাজ করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পিতর ঈসা মসীহের জন্য তাঁর জীবন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেও আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক এর বিপরীতটি ঘটেছিল।

১৩:৩৮ তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার না কর। চারটি সুসমাচারের সবক'টিতে পিতরের অস্বীকারের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে (মথি ২৬:৩৩-৩৫; মার্ক ১৪:২৯-৩১; লূক ২২:৩১-৩৪)।

১৪:২ আমার পিতার গৃহ। মানুষের সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে পিতা যেখানে থাকেন, মানে বেহেশত।

বাসস্থান। বেহেশতে সকল ঈমানদারদের স্থায়ী বাসস্থানের কথাই আক্ষরিকভাবে বলা হয়েছে। ঈসা খুব শীঘ্রই তাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন, সে কারণে তিনি তাদেরকে এই চিরস্থায়ী বাসস্থানের আশ্বাস দিচ্ছেন।

১৪:৩ পুনর্বার আসবো। মানুষের জীবনে ঈসা বিভিন্নভাবে আসেন, কিন্তু এখানে তাঁর দ্বিতীয় আগমনকে বোঝানো হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

আসবো এবং আমার কাছে তোমাদেরকে নিয়ে
যাব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও
সেখানে থাক। ৪ আর আমি যেখানে যাচ্ছি,
তোমরা তার পথ জান। ৫ থোমা তাঁকে বললেন,
প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, তা আমরা জানি
না, পথ কিসে জানবো? ৬ ঈসা তাকে বললেন,
আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমার মধ্য দিয়ে
না আসলে কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না।
৭ যদি তোমরা আমাকে জানতে, তবে আমার
পিতাকেও জানতে; এখন থেকে তাঁকে জানছো
এবং দেখেছো।
৮ ফিলিপ তাঁকে বললেন, প্রভু, পিতাকে
আমাদের দেখান, তা-ই আমাদের যথেষ্ট। ৯ ঈসা
তাঁকে বললেন, ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের
সঙ্গে সঙ্গে আছি, তবুও কি তুমি আমাকে জান
না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকে দেখেছে;
তুমি কেমন করে বলছো পিতাকে আমাদের
দেখান? ১০ তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি
পিতার মধ্যে আছি এবং পিতা আমার মধ্যে
আছেন? আমি তোমাদেরকে যেসব কথা বলি, তা
নিজের থেকে বলি না; কিন্তু পিতা আমার মধ্যে
থেকে তাঁর কাজগুলো সাধন করেন। ১১ আমার
কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতার মধ্যে আছি
এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন; তা না হলে
অন্তত: আমার এই সব কাজের জন্য আমাকে
বিশ্বাস কর। ১২ সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে
বলছি, যে আমার উপর ঈমান আনে, আমি
যেসব কাজ করছি, সেও তা করবে, এমন কি
এসব হতেও বড় বড় কাজ করবে; কেননা আমি

[১৪:৫] ইউ ১১:১৬।
[১৪:৬] ইফি ২:১৮; ইব ১০:২০; প্রেরিত ৪:১২।
[১৪:৭] ইউ ১:১৮; ১ইউ ২:২৩।
[১৪:৮] ইউ ১:৪৩।
[১৪:৯] ইশা ৯:৬; ২করি ১৪:৯; ৪:৪; ফিলি ২:৬; কল ১:১৫; ইব ১:৩।
[১৪:১০] ইউ ১০:৩৮; ১৭:২১।
[১৪:১১] ইউ ৫:৩৬; ১০:৩৮।
[১৪:১২] মথি ২১:২১; লূক ১০:১৭।
[১৪:১৩] মথি ৭:৭।
[১৪:১৫] জবুর ১০৩:১৮; প্রকা ১২:১৭; ১৪:১২।
[১৪:১৬] আঃ ২৬; ইউ ১৫:২৬; ১৬:৭।
[১৪:১৭] ১করি ২:১৪।
[১৪:১৮] ১বাদশা ৬:১৩; আঃ ৩,২৮; মথি ১৬:২৭।
[১৪:১৯] ইউ ৬:৫৭।
[১৪:২০] ইউ ১৬:২৩,২৬; ১০:৩৮; ১৭:২১; আঃ ১০,১১; রোমীয় ৮:১০।

পিতার কাছে যাচ্ছি; ১৩ আর তোমরা আমার
নামে যা কিছু যাচ্ঞা করবে, তা আমি সাধন
করবো, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন। ১৪ যদি
আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর,
তবে আমি তা করবো।

সত্যের রূহ্ সাহাবীদের সহায়

১৫ তোমরা যদি আমাকে মহব্বত কর, তবে
আমার হুকুমগুলো পালন করবে। ১৬ আর আমি
পিতার কাছে নিবেদন করবো এবং তিনি আর
এক জন সহায় তোমাদেরকে দেবেন, যেন তিনি
চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের
রূহ্; ১৭ দুনিয়া তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না,
কেননা সে তাঁকে দেখতে পায় না, তাঁকে জানেও
না; তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের
কাছে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে
থাকবেন।
১৮ আমি তোমাদেরকে এতিম অবস্থায় রেখে যাব
না, আমি তোমাদের কাছে আসছি। ১৯ আর অল্প
কাল গেলে দুনিয়া আর আমাকে দেখতে পাবে
না, কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে; কারণ আমি
জীবিত আছি; এজন্য তোমরাও জীবিত থাকবে।
২০ সেদিন তোমরা জানবে যে, আমি আমার
পিতার মধ্যে আছি ও তোমরা আমার মধ্যে আছ
এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি। ২১ যে ব্যক্তি
আমার হুকুমগুলো পেয়ে সেসব পালন করে, সে
আমাকে মহব্বত করে; আর যে আমাকে
মহব্বত করে, আমার পিতা তাকে মহব্বত
করবেন এবং আমিও তাকে মহব্বত করবো,
আর নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করবো।

১৪:৫ পথ কিসে জানবো? থোমা সরল মনের ছিলেন বলেই তিনি যে মসীহের নিগূঢ় বাক্য বুঝতে পারেন নি তা অকপটে স্বীকার করেছিলেন।

১৪:৬ আমিই পথ। অনন্ত জীবন অর্জনের পথ। ঈসা মসীহ্ অনেকের মাঝে একটি পথ নন, বরং একমাত্র পথ। প্রাথমিক মণ্ডলীতে ঈসায়ী ধর্মকে মাঝে মাঝে ‘পথ’ বলা হত (যেমন, প্রেরিত ৯:২; ১৯:৯,২৩)।

১৪:৭ আমাকে ... আমার পিতাকেও। আরেকবার ঈসা পিতা আল্লাহ্ ও তাঁর নিজের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা প্রকাশ করছেন। ঈসা পিতার এক পূর্ণ প্রত্যাদেশ এনেছেন, যাতে প্রেরিতগণ তাঁর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান পেতে পারেন।

১৪:১০ নিজের থেকে বলি না। ঈসা মসীহের মানবীয় উৎস থেকে এই সকল কথা আসে না, বরং সরাসরি আল্লাহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে আসে। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক রয়েছে।

১৪:১২ বড় বড় কাজ। ‘কাজ’ বলতে এখানে আল্লাহ্-দত্ত দায়িত্বের কথা বোঝানো হয়েছে। ঈসা পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার পর সাহাবীরা এই সকল কাজের দায়িত্বভার লাভ করবেন।

১৪:১৩ আমার নামে। এই যাচ্ঞা করার অর্থ হচ্ছে ঈসা যে কাজ করছিলেন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে তা চালিয়ে যাওয়া, তাহলে তিনি স্বয়ং সেই দায়িত্ব পালনকারীর সকল আবেদন পূরণ করবেন।

১৪:১৫ মহব্বত কর ... পালন করবে। ঈমানের মত মহব্বতও বাধ্যতার অবিচ্ছেদ্য একটি উপকরণ (ইয়াকুব ২:১৪-২৬)।

১৪:১৬ আর এক সহায়। ঈসা মসীহের পরিবর্তে আরেকজন। সহায় শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দ *পেরাক্লিটস*, যার অর্থ পরামর্শদাতা বা মধ্যস্থতাকারী (১ ইউ ২:১ দেখুন)। সহায় বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি কোন সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা দান করেন। তবে এখানে সহায় বলতে পাক-রূহ্‌কে বোঝানো হয়েছে (রোমীয় ৮:২৬-২৭,৩৪; ইব ৭:২৫ দেখুন)।

১৪:১৯ কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে। মসীহের উপরে ঈমান আনার কারণে সাহাবীরা তাঁকে দেখতে পাবেন, কিন্তু এই দুনিয়ার লোকেরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে তারা আর তাঁকে দেখতে পাবে না।

এজন্য তোমরাও জীবিত থাকবে। প্রভু ঈসা তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করে আবারও পুনরুত্থিত হয়েছিলেন বলেই ঈসায়ী ঈমানদারেরাও নতুন জীবন লাভ করবে।

১৪:২০ তোমরা আমার মধ্যে ... আমি তোমাদের মধ্যে। এই উক্তি মসীহের দেহ সম্পর্কে ইঞ্জিল শরীফের নিগূঢ়তত্ত্ব তুলে ধরেছে: মসীহ্ মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ এবং মণ্ডলী তাঁর দেহ, যা তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিয়ে গঠিত (কল ১:২৪-২৭; ইফি ৩:১-৭ দেখুন)।

১৪:২১ পালন করে ... মহব্বত করে। মসীহের জন্য মহব্বত

২২ তখন এহুদা– ঈষ্কুরিয়োতীয় নয়– তাঁকে
বললেন, প্রভু, কি হয়েছে যে, আপনি আমাদেরই
কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, আর দুনিয়ার
কাছে নয়? ২৩ জবাবে ঈসা তাঁকে বললেন, কেউ
যদি আমাকে মহব্বত করে, তবে সে আমার
কালামগুলো পালন করবে; আর আমার পিতা
তাকে মহব্বত করবেন এবং আমরা তার কাছে
আসবো ও তার সঙ্গে বাস করবো। ২৪ যে
আমাকে মহব্বত করে না, সে আমার
কালামগুলো পালন করে না। আর তোমরা যে
কালাম শুনতে পাচ্ছ, তা আমার নয়, কিন্তু
পিতার, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।
২৫ তোমাদের কাছে থাকতে থাকতেই আমি
এসব কথা বললাম। ২৬ কিন্তু সেই সহায়, পাক-
রূহ্, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন,
তিনি সমস্ত বিষয়ে তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন
এবং আমি তোমাদেরকে যা যা বলেছি, সেসব
স্মরণ করিয়ে দেবেন। ২৭ শান্তি আমি তোমাদের
কাছে রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদেরকে
দান করছি; দুনিয়া যেভাবে দান করে, আমি
সেভাবে দান করি না। তোমাদের হৃদয় অস্থির না
হোক, ভীতও না হোক। ২৮ তোমরা শুনেছ যে,
আমি তোমাদেরকে বলেছি, আমি যাচ্ছি, আবার
তোমাদের কাছে আসছি। যদি তোমরা আমাকে
মহব্বত করতে, তবে আনন্দ করতে যে, আমি
পিতার কাছে যাচ্ছি; কারণ পিতা আমার চেয়ে
মহান। ২৯ আর এখন, ঘটবার আগে, আমি

[১৪:২৬] আঃ ২৬; ইউ ১৫:২৬; ১৬:৭; ১৬:১৩; ২:২২; প্রেরিত ২:৩৩; ১ইউ ২:২০,২৭।
[১৪:২৭] ফিলি ৪:৭; কল ৩:১৫; আঃ ১।
[১৪:২৮] আঃ ২-৪,১৮; মথি ১৬:২৭; ইউ ৫:১৮; ১০:২৯।
[১৪:২৯] ইউ ১৩:১৯; ১৬:৪।
[১৪:৩০] ইউ ১২:৩১।
[১৪:৩১] ইউ ১০:১৮; ১২:৪৯।
[১৫:১] ইউ ৬:৩৫; জবুর ৮০:৮-১১; ইশা ৫:১-৭।
[১৫:২] মথি ৩:৮,১০; ৭:২০; ইফি ৫:৯; জবুর ৯২:১৪; গালা ৫:২২; ফিলি ১:১১।
[১৫:৩] ইফি ৫:২৬।
[১৫:৪] ইউ ৬:৫৬।
[১৫:৬] ইহি ১৫:৪; মথি ৩:১০।

তোমাদেরকে বললাম, যেন ঘটলে পর তোমরা
বিশ্বাস কর। ৩০ আমি তোমাদের সঙ্গে আর
বেশি কথা বলবো না; কারণ দুনিয়ার অধিপতি
আসছে, আর আমার উপর তার কোন ক্ষমতা
নেই; ৩১ কিন্তু দুনিয়া যেন জানতে পায় যে, আমি
পিতাকে মহব্বত করি এবং পিতা আমাকে যেমন
হুকুম দিয়েছেন, আমি তেমনই করে থাকি। উঠ,
আমরা এই স্থান থেকে প্রস্থান করি।

ঈসা মসীহ্ প্রকৃত আঙ্গুরলতা

১৫ ১ আমি প্রকৃত আঙ্গুরলতা এবং
আমার পিতা কৃষক। ২ আমার মধ্যে
স্থিত যে কোন শাখায় ফল না ধরে, তা তিনি
কেটে ফেলে দেন; এবং যে কোন শাখায় ফল
ধরে, তা তিনি পরিষ্কার করেন, যেন তাতে
আরও বেশি ফল ধরে। ৩ আমি তোমাদেরকে যে
কথা বলেছি, তার জন্য তোমরা এখন পরিষ্কৃত
আছ। ৪ আমার মধ্যে থাক, আর আমি
তোমাদের মধ্যে থাকি; ডাল যেমন আঙ্গুরলতায়
যুক্ত না থাকলে নিজে নিজে ফল ধরতে পারে না,
তেমনি আমার মধ্যে না থাকলে তোমরাও ফল
ধরাতে পার না। ৫ আমি আঙ্গুরলতা, তোমরা
শাখা; যে আমার মধ্যে থাকে এবং যাতে আমি
থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয়;
কেননা আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার
না। ৬ কেউ যদি আমার মধ্যে না থাকে, তা হলে
শাখার মত তাকে বাইরে ফেলে দেওয়া যায় ও
সে শুকিয়ে যায়; এবং লোকে সেগুলো কুড়িয়ে

এবং তাঁর আদেশ পালন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত (১৫ আয়াত দেখুন)। **আমার পিতা ... আমিও**। পুত্র যাকে মহব্বত করবেন পিতা নিজেও তাকে মহব্বত করবেন।

১৪:২৬ সেসব স্মরণ করিয়ে দেবেন। মণ্ডলীর জীবনের জন্য এবং ইঞ্জিল শরীফ রচনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত কথা সাহাবীরা ঈসা মসীহের শিক্ষার মাধ্যমে শুনেছেন। মসীহের প্রস্থানের পর এসব শিক্ষা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য তারা ঈসা মসীহের কাছ থেকে কোন ধরনের সাহায্য পাবেন না, কিন্তু পাক-রূহ্ নিজে তাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

১৪:২৭ শান্তি ... আমারই শান্তি। এটি ইসরাইলদের একটি সাধারণ সম্ভাষণ যা ঈসা এখানে সাহাবীদের উদ্দেশে প্রয়োগ করেছেন। শব্দটি মসীহ্ দত্ত নাজাতের কথা বলে, যা তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য দান করবেন।

১৪:২৮ পিতা আমার চেয়ে মহান। অধীনস্তের ভূমিকা প্রকাশ করে যা ঈসা মাংসিক মূর্তিমানের আবশ্যিক অংশরূপে গ্রহণ করেন। বিবৃতিটি অবশ্যই পিতা ও পুত্রের মধ্যে একতার আলোকে বুঝতে হবে (১০:৩০)।

১৪:৩০ আমার উপর তার কোন ক্ষমতা নেই। মানুষের উপরে শয়তান তার শক্তি প্রকাশ করতে পারে, কারণ শয়তান মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু যেহেতু মসীহ্ নিজেই আল্লাহ্, তাই তাঁর উপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব নেই।

১৪:৩১ যেরূপ হুকুম দিয়েছেন, আমি সেরূপ করি। ঈসা তাঁর অনুসারীদের বাধ্য থাকার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন (আয়াত ১৫,২১,২৩)।

১৫:১ প্রকৃত আঙ্গুরলতা। আঙ্গুরলতা পুরাতন নিয়মে অনেকবারই ইসরাইলের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন, জবুর ৮০:৮-১৬; ইশা ৫:১-৭; ইয়ার ২:২১)। কিন্তু ঈসাই 'প্রকৃত আঙ্গুরলতা,' অর্থাৎ তিনিই খাঁটি ও পবিত্র।

১৫:২ ফেলে দেন। আল্লাহ্ কর্তৃক বিচারের কথা বোঝানো হয়েছে (৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

পরিষ্কার করেন। শাখা-প্রশাখা ছেটে পরিষ্কার করলে ফলের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। ইঞ্জিল শরীফে উত্তম ফলের গাছকে ধার্মিক জীবন হিসেবে দেখানো হয়েছে। উত্তম পরিচর্যাকারী প্রত্যেক শাখার প্রতি দৃষ্টি দেন। সম্পূর্ণরূপে ফলহীন শাখা আঙ্গুরলতায় স্থান লাভের উপযুক্ত না হলেও, তা ছেটে পরিষ্কার করলে আবার নতুন করে ফল দিতে পারে।

১৫:৪ আমার মধ্যে থাক। মসীহের সাথে সংযুক্ত হওয়া ও সহভাগিতা পালন ছাড়া ঈমানদারদের কোন ফলপ্রসূতা নেই। গাছের সাথে যোগাযোগবিহীন শাখা জীবনহীন।

১৫:৫ যে আমার মধ্যে থাকে এবং যাতে আমি থাকি। মসীহের সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন চূড়ান্তভাবে প্রয়োজন; এই সম্পর্ক ব্যতীত ঈমানদারদের কোন আশা নেই।

১৫:৬ তাকে বাইরে ফেলে দেওয়া যায় ও সে শুকিয়ে যায়। যে গুনাহ্‌গারের বিচারে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ইউ ৬:৩৯ এবং

BACIB International Bible CHURCH

আগুনে ফেলে দেয়, আর সেসব পুড়ে যায়।
৭ তোমরা যদি আমার মধ্যে থাক এবং আমার
কালাম যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে
তোমাদের যা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করো, তোমাদের
জন্য তা করা যাবে। ৮ এতেই আমার পিতা
মহিমান্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান
হও; আর তোমরা আমার সাহাবী হবে। ৯ পিতা
যেমন আমাকে মহব্বত করেছেন, আমিও তেমনি
তোমাদেরকে মহব্বত করেছি; তোমরা আমার
মহব্বতে অবস্থিতি কর। ১০ তোমরা যদি আমার
হুকুমগুলো পালন কর, তবে আমার মহব্বতে
অবস্থিতি করবে, যেমন আমিও আমার পিতার
হুকুমগুলো পালন করেছি এবং তাঁর মহব্বতে
অবস্থিতি করছি।
১১ এসব কথা তোমাদেরকে বলেছি, যেন
আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে এবং
তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।
১২ আমার হুকুম এই, তোমরা পরস্পর মহব্বত
কর, যেমন আমি তোমাদেরকে মহব্বত করেছি।
১৩ কেউ যদি আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ
দেয়, তবে তার চেয়ে বেশি মহব্বত কারো নেই।
১৪ আমি তোমাদেরকে যে সমস্ত হুকুম দিচ্ছি, তা
যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু।
১৫ আমি তোমাদেরকে আর গোলাম বলি না,
কেননা প্রভু কি করেন, গোলাম তা জানে না;
কিন্তু তোমাদেরকে আমি বন্ধু বলেছি, কারণ
আমার পিতার কাছে যা যা শুনেছি, সকলই
তোমাদেরকে জানিয়েছি। ১৬ তোমরা যে আমাকে

[১৫:৭] মথি ৭:৭।
[১৫:৮] মথি ৯:৮; ইউ ৮:৩১।
[১৫:১১] ইউ ৩:২৯।
[১৫:১৩] পয়দা ৪৪:৩৩; ইউ ১০:১১; রোমীয় ৫:৭,৮।
[১৫:১৪] আইউব ১৬:২০; মেসাল ১৮:১৪; লূক১২:৪; মথি ১২:৫০।
[১৫:১৫] ইউ ৮:২৬।
[১৫:১৬] ইউ ১৩:১৮; মথি ৭:৭।
[১৫:১৮] ইশা ৬৬:৫; ইউ ৭:৭; ১ইউ ৩:১৩।
[১৫:১৯] ইউ ১৭:১৪।
[১৫:২০] ইউ ১৩:১৬; ২তীম ৩:১২।
[১৫:২১] মথি ৫:১০,১১; ১০:২২; লূক ৬:২২; প্রেরিত ৫:৪১; ১পিতর ৪:১৪।
[১৫:২২] ইহি ২:৫; ৩:৭।

মনোনীত করেছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই
তোমাদেরকে মনোনীত করেছি; আর আমি
তোমাদেরকে নিযুক্ত করেছি, যেন তোমরা গিয়ে
ফলবান হও এবং তোমাদের ফল যেন থাকে;
যেন তোমরা আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু
যাচ্ঞা করবে, তা তিনি তোমাদেরকে দেন।
১৭ এসব তোমাদেরকে হুকুম করছি, যেন
তোমরা পরস্পর মহব্বত কর।

দুনিয়া ঈমানদারদের শত্রু

১৮ দুনিয়া তোমাদেরকে ঘৃণা করে, আর তোমরা
তো জান যে, সে তোমাদের আগে আমাকে ঘৃণা
করেছে। ১৯ তোমার যদি দুনিয়ার হতে, তবে
দুনিয়া তার নিজের মনে করে তোমাদের মহব্বত
করতো; কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার নও, বরং
আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে থেকে
মনোনীত করেছি, এজন্য দুনিয়া তোমাদেরকে
ঘৃণা করে। ২০ আমি তোমাদেরকে যা বলেছি,
আমার সেই কথা স্মরণে রেখো, ‘গোলাম তার
মালিক থেকে বড় নয়;’ লোকে যখন আমাকে
নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরকেও নির্যাতন
করবে; তারা যদি আমার কথা পালন করতো,
তোমাদের কথাও পালন করতো। ২১ কিন্তু তারা
আমার নামের জন্য তোমাদের প্রতি এ সব
করবে, কারণ আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁকে
তারা জানে না। ২২ আমি যদি না আসতাম ও
তাদের কাছে কথা না বলতাম, তবে তাদের
গুনাহ্‌ হত না; কিন্তু এখন তাদের গুনাহ্‌ ঢাকবার
উপায় নেই। ২৩ যে আমাকে ঘৃণা করে, সে

১০:২৭-২৮ আয়াত অনুসারে সম্ভবত এখানে প্রকৃত ঈমানদারের কথা বলা হয় নি। সত্যিকার নাজাত ফলদায়ক জীবনের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

১৫:৭ আমার কালাম যদি তোমাদের মধ্যে থাকে। মসীহের শিক্ষা যদি অন্তরে থাকে তবে সঠিকভাবে মুনাজাত করা তার পক্ষে সম্ভব এবং সেই মুনাজাত ফলপ্রসূ হবে।

১৫:৮ এতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হন। পিতা পুত্রের কাজে মহিমান্বিত হন (১৩:৩১-৩২), সেই সাথে তিনি সাহাবীদের ফল দানেও মহিমান্বিত হন (মথি ৭:২০; লূক ৬:৪৩-৪৫ দেখুন)। এখানে ফল বলতে বোঝানো হতে পারে– ঈমানদারদের (রোমীয় ১:১৩); পাক-রূহের ফল (গালা ৫:২২-২৩) এবং ধার্মিকতার ফল (রোমীয় ৬:২১-২২; ফিলি ১:১১)।

১৫:১০ যেমন আমিও ... পালন করেছি। বাধ্যতার প্রতি মসীহ্‌ তাঁর নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা গুরুত্ব আরোপ করছেন।

১৫:১১ আমার আনন্দ। ঈসায়ী পথ কখনও বিষণ্ণতার নয়, কারণ ঈসা মসীহের ইচ্ছা তাঁর সাহাবীরা যেন সব সময় বেহেশতী আনন্দে পরিপূর্ণ থাকেন। সাহাবীদের আনন্দ ঈসা মসীহের আনন্দের উপর নির্ভরশীল, যে আনন্দ আত্ম-উৎসর্গমূলক কাজের ফল।

১৫:১৩ এর চেয়ে বেশি মহব্বত কারো নেই। মসীহের মহব্বত কেবল কথায় নয়, কিন্তু তাঁর কোরবানীকৃত মৃত্যুতে প্রমাণিত হয়।

১৫:১৫ গোলাম ... বন্ধু। গোলাম কেবলমাত্র একজন প্রতিনিধি; তার প্রভু যা বলে সে কেবল তা-ই করে থাকে এবং প্রায়ই প্রভুর উদ্দেশ্য না বুঝে করে থাকে। কিন্তু ঈসা তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞাত করেন, এ কারণেই তাঁরা তাঁর বন্ধু।

আমার পিতার কাছে ... শুনেছি। যদিও ঈসা তাঁর সাহাবীদেরকে পিতার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানিয়েছেন, তথাপি পাক-রূহের অবতরণের আগ পর্যন্ত তাঁরা তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি।

১৫:১৬ আমিই তোমাদেরকে মনোনীত করেছি। স্বাভাবিকভাবে সাহাবীরাই একজন ওস্তাদ বা হুজুরের কাছে এসে তার অনুসারী হত, কিন্তু ঈসা মসীহের সাহাবীদের বেলায় তেমনটি ঘটে নি; তিনি নিজেই বরং তাঁদেরকে মনোনীত করেছেন। প্রথমে ঈসা আমাদেরকে ফলবান হতে সক্ষম করেন এবং এরপর পিতা আমাদের মুনাজাত শোনেন।

১৫:১৮ দুনিয়া। এখানে মানুষ ও তার সৃষ্ট আইন ও রীতি-নীতিকে বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার বিরোধিতা করে (১:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:১৯ তোমরা তো দুনিয়ার নও। ঈমানদারদের নতুন জীবন ও সত্তা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে। তাই ঈমানদারগণ কখনোই দুনিয়ার হতে পারেন না।

১৫:২১ আমার নামের জন্য ... এ সব করবে। যেহেতু ঈসায়ী ঈমানদারগণ দুনিয়ার নন, কাজেই তাদের উপরে দুনিয়ার সমস্ত নির্যাতন ও অবিচার নেমে আসবে – এটাই স্বাভাবিক।

১৫:২২ তাদের গুনাহ্‌ ঢাকবার উপায় নেই। ইহুদীরা তাদের

আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। ২৪ যেরকম কাজ
আর কেউ কখনও করে নি, সেরকম কাজ যদি
আমি তাদের মধ্যে না করতাম, তবে তাদের
গুনাহ্ হত না; কিন্তু এখন তারা আমাকে ও
আমার পিতাকে, উভয়কেই দেখেছে এবং ঘৃণা
করেছে। ২৫ কিন্তু এরকম হল, যেন তাদের
শরীয়তে লেখা এই কালাম পূর্ণ হয়, “তারা
অকারণে আমাকে ঘৃণা করেছে”।
২৬ যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের
কাছে পাঠিয়ে দেব, সত্যের সেই রূহ্, যিনি
পিতার কাছ থেকে বের হয়ে আসেন – যখন
সেই সহায় আসবেন – তিনিই আমার বিষয়ে
সাক্ষ্য দেবেন। ২৭ আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ
তোমরা প্রথম থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।
১৬ ১ এসব কথা তোমাদেরকে বললাম,
যেন তোমরা মনে বাধা না পাও।
২ লোকে তোমাদেরকে সমাজ থেকে বের করে
দেবে; এমন কি, সময় আসছে, যখন যে কেউ
তোমাদেরকে হত্যা করে, সে মনে করবে, আমি
আল্লাহ্‌র উদ্দেশে এবাদতরূপ কোরবানী করলাম।
৩ তারা এসব করবে, কারণ তারা না পিতাকে, না
আমাকে জানতে পেরেছে। ৪ কিন্তু আমি
তোমাদেরকে এসব বললাম, যেন এই সকলের
সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন তোমরা স্মরণ
করতে পার যে, আমি তোমাদেরকে এসব
বলেছি। প্রথম থেকে এসব তোমাদেরকে বলি

[১৫:২৫] জবুর ৩৫:১৯; ৬৯:৪; ১০৯:৩।
[১৫:২৬] ১ইউ ৫:৭।
[১৫:২৭] ১ইউ ১:২; লূক ২৪:৪৮; ১:২।
[১৬:১] মথি ১১:১৬।
[১৬:২] ইশা ৬৬:৫; প্রেরিত ২৬:৯,১০।
[১৬:৩] ১ইউ ৩:১।
[১৬:৫] ইউ ৭:৩৩; ১৩:৩৬; ১৪:৫।
[১৬:৭] ইউ ১৪:১৬, ২৬; ১৫:২৬; ৭:৩৯; ১৪:২৬।
[১৬:৯] ইউ ১৫:২২।
[১৬:১০] প্রেরিত ৩:১৪; ৭:৫২; রোমীয় ১:১৭; ৩:২১,২২।
[১৬:১১] ইউ ১২:৩১।
[১৬:১২] মার্ক ৪:৩৩; ১করি ৩:২।
[১৬:১৩] ইউ

নি, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম।
৫ কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে
এখন যাচ্ছি, আর তোমাদের মধ্যে কেউ
আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় যাচ্ছেন?
৬ কিন্তু তোমাদেরকে এসব বললাম, সেজন্য
তোমাদের অন্তর দুঃখে পরিপূর্ণ হয়েছে।

পাক-রূহের কাজ

৭ তবুও আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, আমার
যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না
গেলে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না;
কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে
তাঁকে পাঠিয়ে দেব। ৮ আর তিনি এসে গুনাহ্‌র
সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে,
জগৎকে দোষী করবেন। ৯ গুনাহ্‌র সম্বন্ধে,
কেননা তারা আমার উপর ঈমান আনে না;
১০ ধার্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার কাছে
যাচ্ছি ও তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না;
১১ বিচারের সম্বন্ধে, কেননা এই দুনিয়ার
অধিপতিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।
১২ তোমাদেরকে বলবার আমার আরও অনেক
কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেসব সহ্য
করতে পার না। ১৩ যখন তিনি, সত্যের রূহ্
আসবেন তখন পথ দেখিয়ে তোমাদেরকে পূর্ণ
সত্যে নিয়ে যাবেন; কারণ তিনি নিজের থেকে
কিছু বলবেন না, কিন্তু যা যা শোনেন, তা-ই
বলবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদেরকে

মাঝে আল্লাহ্‌র পুত্রকে বরণ করে নেওয়ার মহা সুযোগ পেয়েছিল, যাঁর আগমন সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। কিন্তু ঈসাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা সরাসরি দোষী সাব্যস্ত হয়েছে ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ হারিয়েছে।

১৫:২৬ যিনি পিতার কাছ থেকে বের হয়ে আসেন। সম্ভবত পৃথিবীতে পিতা আল্লাহ্‌র কাজ সম্পাদন করার জন্য পাক-রূহের প্রেরণকে বোঝানো হয়েছে।

১৫:২৭ তোমরাও সাক্ষী। ঈমানদারগণ পাক-রূহের পরাক্রমে মসীহের পক্ষে তাদের সাক্ষ্য বহন করেন, যা বহন করার জন্য তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন।

প্রথম থেকে। প্রেরিতগণ যখন মসীহ্ কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন এবং শিক্ষা পেয়েছিলেন, তখন থেকেই তাঁরা তাঁর মহিমার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন।

১৬:৩ না পিতাকে, না আমাকে। মসীহ্‌কে না জানার অর্থ হচ্ছে পিতার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকা।

১৬:৫ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় যাচ্ছেন? অভিমানসূচক উক্তি। পিতর এ ধরনের একটি প্রশ্ন করেছিলেন বটে (ইউ ১৩:৩৬ দেখুন), কিন্তু এরপরেই তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। পিতর মূলত চিন্তা করছিলেন তাঁর নিজের এবং অন্যান্যদের প্রতি কী ঘটবে সে বিষয়ে, ঈসা কোথায় যাচ্ছেন সে বিষয়ে নয়।

১৬:৭ আমি না গেলে। ঈসা বলেন নি যে, কেন তিনি না যাওয়া পর্যন্ত সেই সহায়, অর্থাৎ পাক-রূহ্ আসবেন না। কিন্তু তিনি পরিষ্কারভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ক্রুশে তাঁর কাফ্‌ফারামলূক কোরবানী পাক-রূহ্‌কে প্রেরণের আগেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক ছিল।

১৬:৮ তিনি এসে ... দুনিয়াকে দোষী করবেন। পাক-রূহের দুনিয়াতে যে কাজের জন্য প্রেরিত হবেন।

১৬:৯ গুনাহ্‌র সম্বন্ধে। পাক-রূহ্ কর্তৃক প্রত্যক্ষরূপে দোষী সাব্যস্ত না হলে মানুষ কখনো নিজের গুনাহ্ উপলব্ধি করতে পারে না। ঈমান আনাতে তাদের ব্যর্থতা কিংবা অস্বীকৃতিই হচ্ছে তাদের গুনাহ্।

১৬:১০ ধার্মিকতার সম্বন্ধে। যে ধার্মিকতা মসীহের কোরবানীকৃত মৃত্যু দ্বারা আনীত হয়েছে। পাক-রূহ্ ছাড়া আর কেউই এ কথা প্রকাশ করতে পারে না যে, আল্লাহ্‌র সামনে ধার্মিকতা সৎকর্মের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ক্রুশের উপর মসীহের মৃত্যুর উপর নির্ভর করে।

কেননা আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। মসীহের বেহেশতে আরোহণ, যা তাঁর নাজাতদানকারী কাজের স্বীকৃতি দেয়।

১৬:১১ বিচারের সম্বন্ধে। ঈসা মসীহ্ শয়তানের পরাজয়ের বিষয়ে বলছেন, যা বিচারের একটি অংশ, কেবল সহজভাবে শয়তানের উপরে বিজয় নয়। আল্লাহ্ সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও তিনি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করেন।

১৬:১২ তোমরা এখন সেসব সহ্য করতে পার না। সম্ভবত সাহাবীরা এখনও যে বেহেশতী সত্য জানার জন্য উপযোগী নন।

১৬:১৩ যা যা শোনেন। আমাদের বলা হয় নি যে, পাক-রূহ্ পিতার কাছ থেকে বা পুত্রের কাছ থেকে শুনবেন কি না; তবে অবশ্যই এই উক্তির মধ্য দিয়ে ত্রিত্ত্বের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

আগামী ঘটনা। সম্ভবত মসীহের সম্পূর্ণ প্রত্যাদেশের কথা বোঝানো হয়েছে, যা প্রেরিতদের রচনাসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে।

জানাবেন। ১৪ তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন; কেননা যা আমার, তা-ই নিয়ে তোমাদেরকে জানাবেন। ১৫ পিতার যা যা আছে, সকলই আমার; এজন্য বললাম, যা আমার, তিনি তা-ই নিয়ে তোমাদেরকে জানাবেন।

দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে

১৬ অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; এবং আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখতে পাবে। ১৭ এতে সাহাবীদের মধ্যে কয়েক জন পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, উনি আমাদেরকে এ কি বলছেন, 'অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না এবং আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখতে পাবে,' আর, 'কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি'। ১৮ অতএব তাঁরা বললেন, ইনি 'অল্পকাল' বলতে কি বুঝাচ্ছেন? ইনি কি বলেন, আমরা বুঝতে পারি না। ১৯ ঈসা জানলেন যে, তাঁরা তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছেন; তাই তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমি যে বলেছি, অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ না এবং আবার অল্পকাল পরে আমাকে দেখতে পাবে, এই বিষয়ে কি পরস্পর জিজ্ঞাসা করছো? ২০ সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা কান্নাকাটি করবে ও মাতম করবে, কিন্তু দুনিয়া আনন্দ করবে; তোমরা দুঃখার্ত হবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে। ২১ প্রসবকালে নারী দুঃখ পায়, কারণ তার সময় উপস্থিত, কিন্তু সন্তান প্রসব করলে পর দুনিয়াতে একটি মানুষ জন্মগ্রহণ করলো, এই আনন্দে তার কষ্টের কথা আর মনে থাকে না। ২২ ভাল, তোমরাও এখন দুঃখ পাচ্ছ,

১৪:১৭; জবুর ২৫:৫; ইউ ১৪:২৬।
[১৬:১৫] ইউ ১৭:১০।
[১৬:১৬] ইউ ৭:৩৩; আঃ ২২; ইউ ১৪:১৮-২৪।
[১৬:২০] মার্ক ১৬:১০; লূক ২৩:২৭; ইউ ২০:২০।
[১৬:২১] ইশা ১৩:৮; ২১:৩; ২৬:১৭; মিকাহ্‌ ৪:৯; ১থিষ ৫:৩।
[১৬:২২] ইয়ার ৩১:১২।
[১৬:২৩] ইউ ১৪:২০; মথি ৭:৭।
[১৬:২৪] মথি ৭:৭; ইউ ৩:২৯।
[১৬:২৫] জবুর ৭৮:২; ইহি ২০:৪৯।
[১৬:২৭] ইউ ১৩:৩; ১৪:২১,২৩; আঃ ৩০।
[১৬:২৮] ইউ ১৩:৩; আঃ ৫,১০,১৭।
[১৬:৩০] ১বাদশা ১৭:২৪।

কিন্তু আমি তোমাদেরকে আবার দেখতে পাবো তাতে তোমাদের অন্তর আনন্দিত হবে এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেউ তোমাদের থেকে কেড়ে নেবে না। ২৩ আর সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না। সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদেরকে বলছি, পিতার কাছে যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর, তিনি আমার নামে তোমাদেরকে তা দেবেন। ২৪ এই পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নি; যাচ্ঞা কর, তাতে পাবে, যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

সাহাবীদের জন্য শান্তি

২৫ আমি উপমা দ্বারা এসব বিষয় তোমাদেরকে বললাম; এমন সময় আসছে, যখন তোমাদেরকে আর উপমা দ্বারা বলবো না, কিন্তু স্পষ্টভাবে পিতার বিষয় জানাবো। ২৬ সেদিন তোমরা আমার নামেই যাচ্ঞা করবে, আর আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমিই তোমাদের জন্য পিতার কাছে নিবেদন করবো; ২৭ কারণ পিতা নিজে তোমাদেরকে মহব্বত করেন, কেননা তোমরা আমাকে মহব্বত করেছ এবং ঈমান এনেছো যে, আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বের হয়ে এসেছি। ২৮ আমি পিতা থেকে বের হয়েছি এবং দুনিয়াতে এসেছি; আবার এই দুনিয়া পরিত্যাগ করে পিতার কাছে যাচ্ছি। ২৯ তাঁর সাহাবীরা বললেন, দেখুন, এখন আপনি স্পষ্টভাবে বলছেন, কোন উপমার মধ্য দিয়ে কথা বলছেন না। ৩০ এখন আমরা জানি, আপনি সকলই জানেন, কেউ যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তা আপনার দরকার নেই; এতে আমরা

১৬:১৪ তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন। পাক-রূহ্‌ নিজের প্রশংসা ও মহিমার প্রতি মনযোগী নন; বরং তিনি শুধুমাত্র পিতা ও পুত্রের, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ও ঈসা মসীহের গৌরবার্থে কাজ করেন।

১৬:১৫ পিতার যা যা আছে, সকলই আমার। ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিত্ব পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তাঁদের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা এক, সে কারণে পিতা যা করতে পারেন তা পুত্রও করতে পারেন; সেই যোগ্যতা তাঁর আছে।

১৬:১৬ অল্পকাল। অনেকে মনে করেন যে, প্রথমবার উল্লিখিত অল্পকাল হচ্ছে উক্তিটি করার সময় থেকে ক্রুশারোপণের আগ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়। কিন্তু দ্বিতীয়বার পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত সময়সীমা, না কি পাক-রূহের অবতরণের আগ পর্যন্ত সময়সীমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে এখানে পুনরুত্থানকেই বোঝানো হয়েছে।

১৬:২০ কান্নাকাটি করবে ও মাতম করবে। ক্রন্দন ও মাতমের অর্থ গভীর বেদনা ও দুঃখ সহকারে আর্তচিৎকার করে কাঁদা। ঈমানদারদের বর্তমান দুঃখ ও শোক তাঁদের অনন্তকালীন আনন্দের পথ সুগম করবে। মসীহের ক্রুশারোপণে দুনিয়া আনন্দ করলেও অল্পকাল পরেই তাদের জন্য মহা আনন্দ অপেক্ষা করছে।

১৬:২২ আমি তোমাদেরকে আবার দেখতে পাবো। সম্ভবত পুনরুত্থানের পর সাহাবীদেরকে ঈসা মসীহের দেখা দেওয়ার ইঙ্গিত।

তোমাদের সেই আনন্দ ... কেড়ে নেবে না। পুনরুত্থান স্থায়ীভাবে সমস্ত বিষয়ের পরিবর্তন করবে এবং এমন আনন্দ আনবে যা দুনিয়ার উৎপীড়নে দূর হবে না।

১৬:২৩ সেই দিনে ... জিজ্ঞাসা করবে না। সম্ভবত মসীহ্‌ এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, মসীহের সাহাবীরা আগে তাঁরই কাছে যাঞ্চা করতেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর তাঁদেরকে সরাসরি পিতার কাছে যাচ্ঞা করতে হবে ও মসীহের নামে মুনাজাত করতে হবে।

১৬:২৫ এমন সময় আসছে। পুনরুত্থানের পরবর্তী সময়, নির্দিষ্টভাবে পশ্চাশত্তমীর দিন, যে সময়ের পরে পাক-রূহ্‌ দ্বারা ঈসা সাহাবীদের কাছে সত্যকে সহজ করে তুলে ধরবেন। সে সময় পুনরুত্থানের পূর্বেকার দৃষ্টান্তগুলোর অর্থ সাহাবীদের কাছে পরিষ্কার হবে।

১৬:২৬ আমি তোমাদেরকে ... নিবেদন করবো। ক্রুশাহত ও পুনরুত্থিত প্রভু হিসেবে বেহেশতে মসীহের উপস্থিতিই আমাদের জন্য মুনাজাতের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করবে; তাঁকে আমাদের স্বশরীরে প্রয়োজন হবে না।

১৬:২৭ পিতা নিজে তোমাদেরকে মহব্বত করেন। মসীহ্‌ ব্যাখ্যা করছেন যে, মুনাজাতের মধ্য দিয়ে সাহাবীরা পিতার

বিশ্বাস করছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে
বের হয়ে এসেছেন। ৩১ ঈসা জবাবে তাঁদেরকে
বললেন, এখন বিশ্বাস করছো? ৩২ দেখ, এমন
সময় আসছে, বরং এসেছে, যখন তোমরা
ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে যাবে
এবং আমাকে একাকী পরিত্যাগ করবে; তবুও
আমি একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে
আছেন। ৩৩ এ সব তোমাদেরকে বললাম, যেন
তোমরা আমার মধ্যে শান্তি পাও। দুনিয়াতে
তোমরা কষ্ট পাচ্ছ; কিন্তু সাহস কর, আমিই
দুনিয়াকে জয় করেছি।

সাহাবীদের জন্য ঈসা মসীহের মুনাজাত

১৭ ১ ঈসা এসব কথা বললেন, আর
বেহেশতের দিকে চোখ তুলে বললেন,
পিতা, সময় উপস্থিত হল; তোমার পুত্রকে
মহিমান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত
করেন। ২ তুমি তাঁকে মানুষের উপরে কর্তৃত্ব
দিয়েছ, যেন, তুমি যে সমস্ত লোকদের তাঁর হাতে
দিয়েছ, তিনি তাদেরকে অনন্ত জীবন দেন।
৩ আর এ-ই অনন্ত জীবন যে, তারা তোমাকে,
একমাত্র সত্যময় আল্লাহ্‌কে এবং তুমি যাঁকে
পাঠিয়েছ, তাঁকে, ঈসা মসীহ্‌কে, জানতে পায়।
৪ তুমি আমাকে যে কাজ করতে দিয়েছ, তা
সমাপ্ত করে আমি দুনিয়াতে তোমাকে মহিমান্বিত
করেছি। ৫ আর এখন, হে আমার পিতা, দুনিয়া
সৃষ্টি হবার আগে তোমার কাছে আমার যে মহিমা
ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে
আমাকে মহিমান্বিত কর।

৬ দুনিয়ার মধ্য থেকে তুমি আমাকে যে
লোকদের দিয়েছ, আমি তাদের কাছে তোমার
নাম প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল এবং
তাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, আর তারা তোমার
কালাম পালন করেছে। ৭ এখন তারা জানতে
পেরেছে যে, তুমি আমাকে যা কিছু দিয়েছ, সে
সবই তোমার কাছ থেকে এসেছে; ৮ কেননা
তুমি আমাকে যেসব কালাম দিয়েছ, তা আমি
তাদেরকে দিয়েছি; আর তারা গ্রহণও করেছে
এবং সত্যিই জেনেছে যে, আমি তোমার কাছ
থেকে এসেছি এবং বিশ্বাস করেছে যে, তুমি
আমাকে প্রেরণ করেছ। ৯ আমি তাদেরই জন্য
নিবেদন করছি; দুনিয়ার জন্য নিবেদন করছি না,
কিন্তু যাদেরকে আমায় দিয়েছ, তাদের জন্য
নিবেদন করছি; কেননা তারা তোমারই। ১০ আর
আমার সকলই তোমার ও তোমার সকলই
আমার; আর আমি তাদের মধ্যে মহিমান্বিত
হয়েছি। ১১ আমি আর দুনিয়াতে নেই, কিন্তু এরা
দুনিয়াতে রয়েছে এবং আমি তোমার কাছে
আসছি। পবিত্র পিতা, তোমার নামে তাদেরকে
রক্ষা কর, –যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ– যেন
তারা এক হয়, যেমন আমরা এক। ১২ তাদের
সঙ্গে থাকতে থাকতে আমি তাদেরকে তোমার
নামে রক্ষা করে এসেছি– যে নাম তুমি আমাকে
দিয়েছ– আমি তাদেরকে সাবধানে রেখেছি,
তাদের মধ্যে কেউ বিনষ্ট হয় নি, কেবল সেই
বিনাশ-সন্তান বিনষ্ট হয়েছে, যেন পাক-কিতাবের
কালাম পূর্ণ হয়। ১৩ কিন্তু এখন আমি তোমার
কাছে আসছি, আর দুনিয়াতে এসব কথা বলছি,
যেন তারা আমার আনন্দ তাদের মধ্যে
সম্পূর্ণরূপে পায়। ১৪ আমি তাদেরকে তোমার
কালাম দিয়েছি; আর দুনিয়া তাদেরকে ঘৃণা
করেছে, কারণ তারা দুনিয়ার নয়, যেমন আমিও
দুনিয়ার নই। ১৫ আমি নিবেদন করছি না যে,
তুমি তাদেরকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাও, কিন্তু
তাদেরকে সেই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর।

[১৬:৩২] মথি ২৬:৩১; ২৬:৫৬।
[১৬:৩৩] রোমীয় ৮:৩৭; ১ইউ ৪:৪; ৫:৪; প্রকা ২:৭,১১,১৭, ২৬; ৩:৫,১২,২১; ২১:৭।
[১৭:১] ইউ ১১:৪১; মথি ২৬:১৮।
[১৭:২] মথি ২৮:১৮; ২৫:৪৬; দানি ৭:১৪।
[১৭:৩] ফিলি ৩:৮; ইউ ৩:১৭।
[১৭:৪] ইউ ১৩:৩১; ১৯:৩০।
[১৭:৫] ফিলি ২:৬; ইউ ১:২।
[১৭:৬] ইউ ১:১৮।
[১৭:৮] ইউ ১৪:২৪; ১৩:৩; ইউ ৩:১৭।
[১৭:৯] লূক ২২:৩২।
[১৭:১০] ইউ ১৬:১৫।
[১৭:১১] জবুর ১৩৩:১।
[১৭:১২] ইউ ৬:৩৯; ৬:৭০; মথি ১:২২।
[১৭:১৩] ইউ ৩:২৯।
[১৭:১৪] ইউ ১৫:১৯; ইউ ৮:২৩।
[১৭:১৫] মথি ৫:৩৭।

কাছে সরাসরি আসতে পারেন, কারণ সাহাবীরা ঈসাকে ভালবাসেন এবং তাঁতে নির্ভর করেন; আর তাই আল্লাহ্‌ মহব্বতে পূর্ণ হয়ে ঈসা মসীহের নামের মুনাজাত শুনবেন।

১৬:৩২ তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে। তখনও সাহাবীদের ঈমান ছিল, তবে দুর্দশার সময় স্থির থাকার মত যথেষ্ট নয়।

১৬:৩৩ আমিই দুনিয়াকে জয় করেছি। মসীহের চূড়ান্ত বিজয়ের কথা বলা হয়েছে।

১৭:১ বেহেশতের দিকে চোখ তুলে। মুনাজাতের প্রথাগত ভঙ্গি; যদিও মাঝে মাঝে মাথা নত করে মুনাজাত করাও রীতি ছিল (মথি ২৬:৩৯ দেখুন)।

পিতা। ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারে আল্লাহ্‌ নামটির বিকল্প হিসেবে ১২২ বার এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

মহিমান্বিত কর ... মহিমান্বিত করেন। পিতার মহিমা ও পুত্রের মহিমা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; যে মৃত্যু দ্বারা ঈসা আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করবেন, তা ঈমানদারদের অনন্ত জীবনে নিয়ে যাবে (আয়াত ২)।

১৭:৫ তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল। এই কথাটি ঈসা মসীহের পূর্ব-অস্তিত্বকে তুলে ধরে। ঈসা পিতার কাছে যাচ্ঞা করছেন, যেন তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তাঁর সেই পূর্বেকার মহিমাপূর্ণ অবস্থান তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দেন।

দুনিয়া। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (ইউ ১:৯; ১৭:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। এই মুনাজাতে "দুনিয়া" শব্দটি ১৮ বার দেখা যায়।

১৭:৭ তোমার কাছ থেকে এসেছে। কেবল যারা পিতাকে ঈসার মধ্য দিয়ে কাজ করতে দেখে, তাদেরই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা রয়েছে।

১৭:১১ পবিত্র পিতা। আল্লাহ্‌কে সম্বোধনের একটি রূপ, যা কেবল ইঞ্জিল শরীফের এই আয়াতে দেখা যায় (১ পিতর ১:১৫-১৬; প্রকা ৪:৮; ৬:১০ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)।

যেন তারা এক হয়। সাহাবীদের এই একতা হতে হবে পিতা ও পুত্রের একতার মত দৃঢ়। এখানে মূলত ঈসায়ী মণ্ডলীর ঐক্যের প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

১৭:১২ বিনাশ-সন্তান। আক্ষরিকভাবে 'ধ্বংস সাধনকারী' (২ থিষ ২:৩ দেখুন)।

১৭:১৪ তারা দুনিয়ার নয়। তাদের দুনিয়াবী মন-মানসিকতা নেই, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে বিরোধিতা নেই; কারণ তারা 'রূহ্‌ থেকে জাত' (৩:৮) এবং 'আল্লাহ্‌র সন্তান' (১:১২)।

১৭:১৫ নিবেদন করছি না যে ... দুনিয়া থেকে নিয়ে যাও।

১৬ তারা দুনিয়ার নয়, যেমন আমিও দুনিয়ার নই।
১৭ তাদেরকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার কালামই
সত্যস্বরূপ। ১৮ তুমি যেমন আমাকে দুনিয়াতে
প্রেরণ করেছ, তেমনি আমিও তাদেরকে
দুনিয়াতে প্রেরণ করেছি। ১৯ আর তাদের জন্য
আমি নিজেকে পবিত্র করি, যেন তারাও সত্যিই
পবিত্রীকৃত হয়।
২০ আর আমি কেবল তাদেরই জন্য নিবেদন
করছি তা নয়, কিন্তু এদের কথার মধ্য দিয়ে যারা
আমার উপর ঈমান আনে, তাদের জন্যও করছি;
যেন তারা সকলে এক হয়। ২১ পিতা, যেমন তুমি
আমার মধ্যে ও আমি তোমার মধ্যে, তেমনি
তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে; যেন দুনিয়া
বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ।
২২ আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়েছ, তা আমি
তাদেরকে দিয়েছি; যেন তারাও এক হয়, যেমন
আমরা এক; ২৩ আমি তাদের মধ্যে ও তুমি
আমার মধ্যে, যেন তারা সিদ্ধ হয়ে এক হয়; যেন
দুনিয়া জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ
করেছ এবং আমাকে যেমন মহব্বত করেছ,
তাদেরকেও মহব্বত করেছ। ২৪ পিতা, আমার
ইচ্ছা এই, আমি যেখানে থাকি, তুমি আমায়
যাদেরকে দিয়েছ, তারাও যেন সেখানে আমার
সঙ্গে থাকে, যেন তারা আমার সেই মহিমা
দেখতে পায়, যা তুমি আমাকে দিয়েছ, কেননা
দুনিয়া পত্তনের আগে তুমি আমাকে মহব্বত
করেছিলে।

[১৭:১৭] ইউ ১৫:৩; ২শামু ৭:২৮; ১বাদশা ১৭:২৪।
[১৭:১৮] ইউ ৩:১৭; ২০:২১।
[১৭:২১] ইয়ার ৩২:৩৯; ইউ ১০:৩৮; ৩:১৭।
[১৭:২২] ইউ ১:১৪; ১৪:২০।
[১৭:২৩] ইউ ৩:১৭; ১৬:২৭।
[১৭:২৪] ইউ ১:২; ১২:২৬; ১:১৪; মথি ২৫:৩৪।
[১৭:২৫] ইউ ১৫:২১; ১৬:৩; ৩:১৭; ১৬:২৭।
[১৭:২৬] ইউ ১৫:৯।
[১৮:১] ২শামু ১৫:২৩; মথি ২১:১; ২৬:৩৬।
[১৮:২] লূক ২১:৩৭; ২২:৩৯।
[১৮:৩] প্রেরিত ১:১৬।
[১৮:৪] ইউ ৬:৬৪; ১৩:১,১১।
[১৮:৫] মার্ক ১:২৪।

২৫ ধর্মময় পিতা, দুনিয়া তোমাকে জানে নি, কিন্তু
আমি তোমাকে জানি এবং এরা জেনেছে যে,
তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ। ২৬ আর আমি
এদেরকে তোমার নাম জানিয়েছি ও জানাবো;
যেন তুমি যে মহব্বতে আমাকে মহব্বত করেছ,
তা তাদের মধ্যে থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে
থাকি।

মহা-ইমামের সম্মুখে ঈসার বিচার

১৮ ১ এই সমস্ত কথা বলে ঈসা তাঁর
সাহাবীদের সঙ্গে বের হয়ে কিদ্রোন
স্রোত পার হলেন। সেখানে একটি বাগান ছিল,
তার মধ্যে ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা প্রবেশ
করলেন। ২ আর এহুদা, যে তাঁকে দুশমনদের
হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল, সে সেই স্থানটি চিনত,
কারণ ঈসা অনেক বার তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে
সেই স্থানে একত্র হতেন। ৩ অতএব এহুদা
সৈন্যদলকে এবং প্রধান ইমামদের ও ফরীশীদের
কাছ থেকে পদাতিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে মশাল,
প্রদীপ ও অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে সেখানে আসল।
৪ তখন ঈসা, তাঁর প্রতি যা যা ঘটতে যাচ্ছে
সমস্ত কিছু জেনে বের হয়ে আসলেন, আর
তাদেরকে বললেন, কার খোঁজ করছো? ৫ তারা
তাঁকে জবাবে বললো, নাসরতীয় ঈসার। তিনি
তাদেরকে বললেন, আমিই তিনি। আর এহুদা,
যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে তাদের সঙ্গে
দাঁড়িয়েছিল। ৬ তিনি যখন তাদেরকে বললেন,
আমিই তিনি, তখন তারা পিছিয়ে গেল ও

দুনিয়া হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে ঈসা মসীহের সাহাবীরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন করবেন। তাঁদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঈসা তাঁদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন না।

১৭:১৭ পবিত্র কর। সাহাবীরা যেন পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য পৃথকীকৃত হন সেজন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

১৭:১৮ তুমি যেমন ... প্রেরণ করেছ। ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজকে তাঁর অনুসারীদের জন্য পালনীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দুনিয়াতে প্রেরণ করেছি। আমরা বেহেশতের জন্য অপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু এই দুনিয়াতেই আমাদের কাজ করতে হবে।

১৭:১৯ আমি নিজেকে পবিত্র করি। পৃথকীকৃত করা অর্থে বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘পবিত্র করা’ বাক্যাংশ দিয়ে পবিত্র উদ্দেশ্যে ইমামদের পৃথকীকরণ (হিজ ২৮:৪১) এবং উৎসর্গীকরণের কথা পুরাতন নিয়মে বোঝানো হত (হিজ ২৮:৩৮; শুমারী ১৮:৯)। এখানে মূলত ঈসা মসীহের পবিত্র মৃত্যুর কথা বোঝানো হয়েছে।

যেন তারাও সত্যিই পবিত্রীকৃত হয়। ঈসা মসীহ্ কেবল আমাদেরকে রক্ষা করতে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং আল্লাহ্‌র উদ্দেশে আমাদেরকে পৃথকীকৃত করতে মৃত্যুবরণ করেছেন।

১৭:২১ যেন দুনিয়া বিশ্বাস করে। ঈমানদারদের একতা দুনিয়ার লোকদেরকে প্রভাবিত করবে এবং ঈসা মসীহের সত্তার সাথে পরিচিত করে তুলবে। বিশ্বাস একতায় চালিত করে এবং তা অন্যদেরকে বিশ্বাস করায় ও ঈমানের পথে নিয়ে আসে।

১৭:২২ যে মহিমা দিয়েছ। ঈমানদারদের নম্রতা ও সেবা দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে হবে, ঠিক যেরূপ মসীহ্ ছিলেন; কারণ তাঁদের উপরেই আল্লাহ্‌র মহিমা নির্ভর করে।

যেমন আমরা এক। পিতা ও পুত্রের ঐক্যকে মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে ঈমানদারদের একতাবদ্ধ হতে হবে।

১৭:২৩ আমি তাদের মধ্যে ও তুমি আমার মধ্যে। ঈমানদারদের মাঝে পুত্র অবস্থান করেন এবং পুত্রের মাঝে পিতা অবস্থান করেন; এভাবেই ঈমানদারদের মাঝে আল্লাহর অবস্থান করতে পারেন।

যেন দুনিয়া জানতে পারে। ঈমানদারদের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র মহব্বত সকলের কাছে প্রকাশিত হতে হবে, যেন এর উৎস দুনিয়া দেখতে ও জানতে পারে।

১৭:২৪ আমার সেই মহিমা। সম্ভবত এখানে ঈসা মসীহের অনন্তকালীন গৌরব ও মহিমাময় অবস্থানের কথা বোঝানো হয়েছে।

১৭:২৫ এরা জেনেছে। তাঁরা আল্লাহ্‌কে সরাসরি বা ব্যক্তিগতভাবে জানেন নি, কিন্তু তাঁরা এ কথা জেনেছিলেন যে, আল্লাহ্ মসীহ্‌কে পাঠিয়েছেন।

১৮:১ কিদ্রোন স্রোত পার হলেন। জেরুশালেমের পূর্বে অবস্থিত এই নদীটি বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় শুকনো থাকে এবং তা হেঁটেই পার হওয়া যায়। কেবল ইউহোন্না এই নদীটির নাম উল্লেখ করেছেন, অন্যান্য সুসমাচারের লেখকেরা গেৎশিমানী বাগানের নাম উল্লেখ করেছেন।

BACIB
International Bible
CHURCH

ভূমিতে পড়ে গেল। ৭ পরে তিনি আবার
তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কার খোঁজ করছো?
তারা বললো, নাসরতীয় ঈসার। ৮ জবাবে ঈসা
বললেন, আমি তো তোমাদেরকে বললাম যে,
আমিই তিনি; অতএব তোমরা যদি আমার খোঁজ
কর, তবে এদেরকে যেতে দাও; ৯ যেন তিনি এই
যে কথা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয়, 'তুমি আমাকে
যেসব লোক দিয়েছ, আমি তাদের কাউকেও
হারাই নি।' ১০ তখন শিমোন পিতরের কাছে
তলোয়ার থাকাতে তিনি তা খুলে মহা-ইমামের
গোলামকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে
ফেললেন। সেই গোলামের নাম ছিল মল্ক।
১১ তখন ঈসা পিতরকে বললেন, তলোয়ার খাপে
রাখ; আমার পিতা আমাকে যে পানপাত্র
দিয়েছেন তা থেকে কি আমি পান করবো না?

মহা-ইমামের সম্মুখে ঈসা মসীহ্

১২ তখন সৈন্যদল এবং সহস্রপতি ও ইহুদীদের
পদাতিকেরা ঈসাকে ধরলো ও তাঁকে বেঁধে
প্রথমে হাননের কাছে নিয়ে গেল; ১৩ কারণ যে
কাইয়াফা সেই বছর মহা-ইমাম ছিলেন, এই
হানন তাঁর সম্পর্কে শ্বশুর ছিলেন। ১৪ এই সেই
কাইয়াফা, যিনি ইহুদীদেরকে এই পরামর্শ
দিয়েছিলেন, লোকদের জন্য এক জনের মৃত্যু
হওয়াই ভাল।

পিতরের অস্বীকার করা

১৫ আর শিমোন পিতর এবং আর এক জন
সাহাবী ঈসার পিছনে পিছনে চললেন। সেই
সাহাবী মহা-ইমামের পরিচিত ছিলেন এবং ঈসার
সঙ্গে মহা-ইমামের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন।
১৬ কিন্তু পিতর বাইরে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে
রইলেন। অতএব মহা-ইমামের পরিচিত সেই
অন্য সাহাবী বাইরে এসে দ্বার-রক্ষিকাকে বলে
পিতরকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ১৭ তখন সেই
দ্বার-রক্ষিকা পিতরকে বললো, তুমিও কি সেই
ব্যক্তির সাহাবীদের এক জন? ১৮ তিনি বললেন,
আমি নই। আর গোলামেরা ও পদাতিকেরা
কয়লার আগুন জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কারণ
তখন শীত পড়েছিল, আর তারা আগুন
পোহাচ্ছিল; এবং পিতরও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে
আগুন পোহাচ্ছিলেন।

মহা-ইমাম ঈসা মসীহ্‌কে জেরা করেন

১৯ ইতোমধ্যে মহা-ইমাম ঈসাকে তাঁর সাহ-
াবীদের ও শিক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।
২০ জবাবে ঈসা তাকে বললেন, আমি স্পষ্টভাবে
দুনিয়ার কাছে কথা বলেছি; আমি সব সময়
মজলিস-খানায় ও বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা
দিয়েছি, যেখানে ইহুদীরা সকলে একত্র হয়;
গোপনে কিছু বলি নি। ২১ আমাকে কেন জিজ্ঞাসা
কর? যারা শুনেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর,
আমি কি বলেছি; দেখ, আমি কি কি বলেছি,
এরা জানে। ২২ তিনি যখন এই কথা বললেন
তখন পদাতিকদের এক জন, যে কাছে দাঁড়িয়ে
ছিল, সে ঈসাকে চড় মেরে বললো, মহা-
ইমামকে এমন জবাব দিলি? ২৩ ঈসা তাকে
বললেন, যদি মন্দ বলে থাকি, সেই মন্দের
সাক্ষ্য দাও; কিন্তু যদি ভাল বলে থাকি, কি জন্য
আমাকে মার? ২৪ পরে হানন বাঁধা অবস্থায়
তাঁকে মহা-ইমাম কাইয়াফার কাছে প্রেরণ
করলেন।

পিতরের পুনরায় অস্বীকার

২৫ শিমোন পিতর দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন।
তখন লোকেরা তাঁকে বললো, তুমিও কি ওর

[১৮:৯] ইউ ৬:৩৯।
[১৮:১১] মথি ২০:২২।
[১৮:১৩] মথি ২৬:৩।
[১৮:১৪] ইউ ১১:৪৯-৫১।
[১৮:১৫] মথি ২৬:৩; ২৬:৫৮; মার্ক ১৪:৫৪; লূক ২২:৫৪।
[১৮:১৭] আঃ ২৫।
[১৮:১৮] ইউ ২১:৯; মার্ক ১৪:৫৪,৬৭।
[১৮:২০] মথি ৪:২৩; ২৬:৫৫; ইউ ৭:২৬।
[১৮:২২] মথি ১৬:২১; ইউ ১৯:৩।
[১৮:২৩] মথি ৫:৩৯; প্রেরিত ২৩:২-৫।
[১৮:২৫] আঃ ১৮,১৭।

১৮:৬ ভূমিতে পড়ে গেল। তারা একজন সামান্য তুচ্ছ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার কথা ভেবে এসেছিল, কিন্তু এর পরিবর্তে তারা এক মহিমান্বিত ব্যক্তির দেখা পেল এবং এ কারণে তারা অভিভূত হয়ে পড়লো।

১৮:৮ এদেরকে যেতে দাও। ঈসা মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও তাঁর সাহাবীদের জন্য চিন্তা করছিলেন।

১৮:১১ পানপাত্র। মূলত যন্ত্রণা (জবুর ৭৫:৮; ইহি ২৩:৩১-৩৪) এবং অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ক্রোধ প্রকাশ করে (ইশা ৫১:১৭,২২; ইয়ারমিয়া ২৫:১৫; প্রকা ১৪:১০; ১৬:১৯)।

১৮:১৩ হানন। ১৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয়দের দ্বারা পদচ্যুত মহা-ইমাম; কিন্তু তখনও অনেকের কাছে তিনি প্রকৃত মহা-ইমাম হিসেবে শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি ছিলেন।

১৮:১৫ আর এক জন সাহাবী। প্রচলিত ধারণা অনুসারে ইউহোন্না স্বয়ং। সম্ভবত তিনি মহা-ইমামের পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর গৃহে প্রবেশাধিকারও তাঁর ছিল, সে কারণে তিনি পিতরকে ভিতরে আনতে পেরেছিলেন।

১৮:১৮ পিতরও ... আগুন পোহাচ্ছিলেন। শীতের রাতে যদি তিনি আগুন থেকে দূরে অবস্থান করতেন, তাহলে তিনি খুব সহজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন।

১৮:১৯ ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন। এই পদ্ধতি আইনসম্মত নয়, যেহেতু অভিযোগ উত্থাপনের জন্য প্রথমে সাক্ষীদেরকে ডাকা হত, অভিযুক্তের পক্ষে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করা আবশ্যক ছিল না। সম্ভবত হানন প্রাথমিক অনুসন্ধান হিসেবে এই প্রশ্ন করেছিলেন, বিচারের জন্য নয়।

১৮:২০ আমি স্পষ্টরূপে দুনিয়ার কাছে কথা বলেছি। মসীহের জন্য সাক্ষী খোঁজা দুষ্কর হওয়ার কথা নয়।

গোপনে কিছু বলি নি। এ কথা ঠিক যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেকবারই তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন; কিন্তু তিনি গোপনে তাঁদেরকে কোন বিপরীত বা ভ্রান্ত শিক্ষা দেন নি, যা তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন।

১৮:২২ চড় মেরে বললো। বিচার চলাকালীন আসামীর অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগেই তাকে প্রহার করা বা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা একেবারেই বেআইনী ছিল।

১৮:২৩ সেই মন্দের সাক্ষ্য দাও। একটি আইনগত পরিভাষা, যা সঠিক আইনানুগ উপায়ে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করে।

১৮:২৫ লোকেরা তাঁকে বললো। আগুনের চার পাশে যে সমস্ত গোলামেরা জড়ো হয়েছিল, তারা পিতরকে প্রশ্ন করেছিল।

সাহাবীদের এক জন? তিনি অস্বীকার করলেন,
বললেন, আমি নই। ২৬ মহা-ইমামের এক
গোলাম, পিতর যার কান কেটে ফেলেছিলেন,
তার এক জন আত্মীয় বললো, আমি কি বাগানে
ওর সঙ্গে তোমাকে দেখি নি? ২৭ তখন পিতর
আবার অস্বীকার করলেন এবং তৎক্ষণাৎ মোরগ
ডেকে উঠলো।

শাসনকর্তা পীলাতের সম্মুখে ঈসা মসীহের বিচার

২৮ পরে লোকেরা ঈসাকে কাইয়াফার কাছ
থেকে খুব ভোরে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। আর
তারা যেন নাপাক না হয়, কিন্তু ঈদুল ফেসাখের
মেজবানী ভোজন করতে পারে, এজন্য তারা
রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো না। ২৯ অতএব
পীলাত বাইরে তাদের কাছে গেলেন ও বললেন,
তোমরা এই ব্যক্তির উপরে কি দোষারোপ
করছো? ৩০ তারা জবাবে তাঁকে বললো, এ যদি
দুষ্কর্মকারী না হত, আমরা আপনার হাতে একে
তুলে দিতাম না। ৩১ তখন পীলাত তাদেরকে
বললেন, তোমরাই ওকে নিয়ে যাও এবং
তোমাদের শরীয়ত মতে ওর বিচার কর। ইহুদীরা
তাঁকে বললো, কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে
আমাদের অধিকার নেই– ৩২ যেন ঈসার সেই
কথা পূর্ণ হয়, যা বলে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন,
তাঁর কি রকম মৃত্যু হবে।
৩৩ তখন পীলাত আবার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ
করলেন এবং ঈসাকে ডেকে তাঁকে বললেন,
তুমিই কি ইহুদীদের বাদশাহ্? ৩৪ জবাবে ঈসা
বললেন, তুমি কি এই কথা নিজের থেকে
বলছো? না অন্যেরা আমার বিষয়ে তোমাকে এই
কথা বলে দিয়েছে? ৩৫ পীলাত জবাবে বললেন,
আমি কি ইহুদী? তোমার স্বজাতির লোকেরা ও
প্রধান ইমামেরাই আমার কাছে তোমাকে তুলে
দিয়েছে; তুমি কি করেছ? ৩৬ জবাবে ঈসা
বললেন, আমার রাজ্য এই দুনিয়ার নয়; যদি
আমার রাজ্য এই দুনিয়ার হত, তবে আমার
অনুচরেরা প্রাণপণ করতো, যেন আমি ইহুদীদের
হাতে না পড়ি; কিন্তু আমার রাজ্য তো এখানকার
নয়। ৩৭ তখন পীলাত তাঁকে বললেন, তবে তুমি
কি বাদশাহ্? জবাবে ঈসা বললেন, তুমিই
বলছো যে, আমি বাদশাহ্। আমি এজন্যই
জন্মগ্রহণ করেছি ও এজন্য দুনিয়াতে এসেছি,
যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই। যে কেউ সত্যের,
সে আমার কথা শোনে। ৩৮ পীলাত তাঁকে
বললেন, সত্য কি?

ঈসা মসীহ্‌কে মৃত্যুদণ্ড দান

এই কথা বলে তিনি আবার বাইরে ইহুদীদের
কাছে গেলেন এবং তাদেরকে বললেন, আমি
তো এর কোনই দোষ পাচ্ছি না। ৩৯ কিন্তু
তোমাদের এমন এক রীতি আছে যে, আমি
ঈদুল ফেসাখের সময়ে তোমাদের জন্য এক
ব্যক্তিকে ছেড়ে দিই; ভাল, তোমরা কি ইচ্ছা কর
যে, আমি তোমাদের জন্য ইহুদীদের বাদশাহ্‌কে

[১৮:২৬] আঃ ১০,১।
[১৮:২৭] ইউ ১৩:৩৮।
[১৮:২৮] মথি ২৭:২; আঃ ৩৩; ইউ ১৯:৯; ১১:৫।
[১৮:৩২] মথি ২০:১৯; ২৬:২; ইউ ৩:১৪; ৮:২৮; ১২:৩২,৩৩।
[১৮:৩৩] মথি ২:২; আঃ ২৮,২৯; ইউ ১৯:৯; লূক ২৩:৩।
[১৮:৩৬] মথি ৩:২; ২৬:৫৩; লূক ১৭:২১; ইউ ৬:১৫।
[১৮:৩৭] ১ইউ ৪:৬; ইউ ৩:৩২; ৮:৪৭।
[১৮:৩৮] লূক ২৩:৪।
[১৮:৪০] প্রেরিত ৩:১৪।

১৮:২৬ একজন আত্মীয়। মহা-ইমামের গোলাম মল্কের এই আত্মীয় ঈসাকে গ্রেফতারকারী দলের সাথে ছিল, এ কারণেই সে বাগানের আবছা আলোতে পিতরকে দেখেও আংশিক মনে রেখেছিল।

১৮:২৮ রাজপ্রাসাদ। রোমীয় শাসনকর্তা বা গভর্নরের সরকারী বাসভবন।

যেন নাপাক না হয়। অ-ইহুদীদের গৃহে প্রবেশ করলে ইহুদীরা নিজেদেরকে নাপাক বলে গণ্য করতো।

ঈদুল ফেসাখের মেজবানী ভোজন করতে পারে। এ কথা বোঝানো হয় নি যে, ঈদুল ফেসাখের মেজবানীর সময় এখনও আসে নি, যে মেজবানী ঈসা এর আগের রাতেই ভোজন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ঈদুল ফেসাখ এবং খামিহীন রুটির ঈদ একসাথে প্রায় সাত দিন ধরে চলতো এবং প্রতি রাতেই মেজবানীর আয়োজন করা হত।

১৮:২৯ পীলাত। রোমীয় শাসনকর্তা।

কি দোষারোপ করছো? সাধারণত বিচারের শুরুতে এ ধরনের প্রশ্ন করা হত; কিন্তু এর উত্তর দেয়া কঠিন ছিল, কারণ ইহুদীদের এমন কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিল না যার জন্য তাদেরকে রোমীয় আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।

১৮:৩১ তোমরাই ওকে নিয়ে যাও। অন্য কথায়, কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ না থাকলে রোমীয় আইন অনুসারে এর বিচার করা যাবে না।

কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে আমাদের অধিকার নাই। লোকেরা কোন বিচার চায় নি, কিন্তু তারা সরাসরি ঈসা মসীহের মৃত্যুদণ্ড চেয়েছিল; সে কারণে তারা তাদের অক্ষমতার কথা অকপটে প্রকাশ করলো।

১৮:৩২ তাঁর কী প্রকার মৃত্যু হবে। ইহুদীরা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতো পাথর নিক্ষেপ করে, কিন্তু ঈসা মসীহ্ মৃত্যুবরণ করবেন ক্রুশারোপিত হয়ে, যার মধ্য দিয়ে তিনি সকলের গুনাহ্‌র অভিশাপ বহন করবেন।

১৮:৩৬ আমার রাজ্য। ঈসা একমত হন যে, তাঁর একটি রাজ্য আছে; কিন্তু এটি কোন দুনিয়াবী রাজ্য নয়, যেখানে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য রয়েছে। এটি মানুষের দ্বারা নির্মিত নয় এবং কোন সামরিক শক্তি দ্বারা চালিত হয় না।

১৮:৩৭ তবে তুমি কি বাদশাহ্? রূহানিক রাজ্য পীলাতের কাছে অজানা। ঈসা এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর রূহানিক রাজ্যের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তুলেছেন। দুনিয়ার রাজ্যের সাথে তুলনা করে রূহানিক রাজ্য সম্পর্কে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

১৮:৩৮ সত্য কী? হতে পারে পীলাত ঠাট্টা করছিলেন এবং বলতে চাচ্ছিলেন, "সত্যে কী আসে যায়?" অথবা তিনি হয়তো গুরুত্ব সহকারেই বলেছিলেন, "সত্য পাওয়া এত সহজ নয়। সত্য আসলে কী?" তবে এটি স্পষ্ট যে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঈসা কোন বিদ্রোহী নন।

আমি তো এর কোনই দোষ পাচ্ছি না। মসীহের বিরুদ্ধে কোন অপরাধই গ্রহণযোগ্য ছিল না, পীলাত নিজেও তা বুঝতে পারছিলেন।

১৮:৩৯ তোমাদের এমন এক রীতি আছে। বিশেষ উপলক্ষে কারাবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হত।

ছেড়ে দেব? ৪০ তারা আবার চেঁচিয়ে বললো,
একে নয়, কিন্তু বারাব্বাকে। সেই বারাব্বা এক
জন দস্যু ছিল।

১৯ ১ তখন পীলাত ঈসাকে নিয়ে
কশাঘাতে প্রহার করালেন। ২ আর
সৈন্যেরা কাঁটার মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় দিল
এবং তাঁকে বেগুনে কাপড় পরালো; ৩ আর তাঁর
কাছে এসে বলতে লাগল, ইহুদী-রাজ,
‘আস্‌সালামু আলাইকুম’ এবং তাঁকে চড় মারতে
লাগল। ৪ তখন পীলাত আবার বাইরে গেলেন ও
লোকদেরকে বললেন, দেখ, আমি একে
তোমাদের কাছে বাইরে আনলাম, যেন তোমরা
জানতে পার যে, আমি এর কোনই দোষ পাচ্ছি
না। ৫ ঈসাকে সেই কাঁটার মুকুট ও বেগুনে
কাপড় পরিয়েই বাইরে আনলেন, আর পীলাত
লোকদেরকে বললেন, দেখ, এই সেই মানুষ।
৬ তখন ঈসাকে দেখেই প্রধান ইমামেরা ও
পদাতিকেরা চেঁচিয়ে বললো, ওকে ক্রুশে দাও,
ওকে ক্রুশে দাও। পীলাত তাদেরকে বললেন,
তোমরা নিজেরা একে নিয়ে ক্রুশে দাও; কেননা
আমি এর কোন দোষ পাচ্ছি না। ৭ ইহুদীরা
তাঁকে জবাবে বললো, আমাদের একটি ব্যবস্থা
আছে, সেই ব্যবস্থা অনুসারে তার প্রাণদণ্ড হওয়া
উচিত, কারণ সে নিজেকে ইবনুল্লাহ্‌ বলে দাবী
করেছে।
৮ পীলাত যখন এই কথা শুনলেন, তিনি আরও
ভয় পেলেন। ৯ তিনি আবার রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ
করলেন ও ঈসাকে বললেন, তুমি কোথা থেকে
এসেছো? ১০ কিন্তু ঈসা তাঁকে কোন জবাব
দিলেন না। অতএব পীলাত তাঁকে বললেন,
আমার সঙ্গে কেন কথা বলছো না? তুমি কি জান
না যে, তোমাকে ছেড়ে দেবার ক্ষমতা আমার
আছে এবং তোমাকে ক্রুশে দেবার ক্ষমতাও
আমার আছে? ১১ জবাবে ঈসা বললেন, যদি
উপর থেকে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া না হত,
তবে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতা
থাকতো না; এজন্য যে ব্যক্তি তোমার হাতে
আমাকে তুলে দিয়েছে, তারই গুনাহ্‌ বেশি।
১২ এই জন্য পীলাত তাঁকে ছেড়ে দিতে চেষ্টা
করলেন, কিন্তু ইহুদীরা চেঁচিয়ে বললো, আপনি
যদি ওকে ছেড়ে দেন, তবে আপনি সম্রাটের বন্ধু
নন; যে কেউ নিজেকে বাদশাহ্‌ করে তোলে, সে
সম্রাটের বিপক্ষে কথা বলে।
১৩ এই কথা শুনে পীলাত ঈসাকে বাইরে
আনলেন এবং শিলাস্তরণ নামক স্থানে
বিচারাসনে বসলেন; সেই স্থানের ইবরানী নাম
গব্বথা। ১৪ সেদিন ঈদুল ফেসাখের আয়োজন
দিন; বেলা অনুমান ছয় ঘটিকা। পীলাত
ইহুদীদেরকে বললেন, দেখ, তোমাদের
বাদশাহ্‌। ১৫ তাতে তারা চেঁচিয়ে বললো, দূর
কর, দূর কর, ওকে ক্রুশে দাও। পীলাত
তাদেরকে বললেন, তোমাদের বাদশাহ্‌কে কি
ক্রুশে দেব? প্রধান ইমামেরা জবাবে বললো,
সীজার ছাড়া আমাদের অন্য বাদশাহ্‌ নেই।

[১৯:১] মথি ২৭:২৬; দ্বিঃবিঃ ২৫:৩; ইশা ৫০:৬; ৫৩:৫।
[১৯:৩] ইউ ১৮:২২; মথি ২৭:২৯।
[১৯:৪] ইউ ১৮:৩৮; আঃ ৬; লূক ২৩:৪।
[১৯:৬] প্রেরিত ৩:১৩; লূক ২৩:৪।
[১৯:৭] লেবীয় ২৪:১৬; মথি ২৬:৬৩-৬৬; ইউ ৫:১৮; ১০:৩৩।
[১৯:৯] ইউ ১৮:৩৩; মার্ক ১৪:৬১।
[১৯:১১] রোমীয় ১৩:১; ইউ ১৮:২৮-৩০; প্রেরিত ৩:১৩।
[১৯:১২] লূক ২৩:২।
[১৯:১৩] মথি ২৭:১৯; ইউ ৫:২।
[১৯:১৪] মথি ২৭:৬২; মার্ক ১৫:২৫।

ইহুদীদের বাদশাহ্‌কে ছেড়ে দেব? পীলাত আশা করেছিলেন যে, উপাধিটি উচ্চারণ করলে লোকেরা প্রভাবিত হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবে।

১৮:৪০ বারাব্বা। একজন বিদ্রোহী ও খুনী। নামটি অরামীয় ভাষার; এর অর্থ ‘আব্বার পুত্র,’ অর্থাৎ ‘পিতার পুত্র’।

১৯:১ কশাঘাতে প্রহার করালেন। পীলাত আশা করছিলেন যে, ঈসাকে প্রহার করলে ইহুদীরা সন্তুষ্ট হবে এবং তখন তারা ঈসাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সমর্থন জানাবে।

১৯:২ কাঁটার মুকুট। যে কোন ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ দিয়ে তৈরি মুকুট।

বেগুনে কাপড়। রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ এই রংয়ের কাপড় পরতেন।

১৯:৬ তোমরা নিজেরা একে নিয়ে ক্রুশে দাও। অতিশয় বিরক্ত হয়ে পীলাত এই উক্তি করেছিলেন, কারণ ইহুদীরা অযৌক্তিকভাবে নাছোড়বান্দার মত বারবার ঈসার মৃত্যুদণ্ড দাবী করছিল।

আমি এর কোন দোষ পাচ্ছি না। তৃতীয়বারের মত পীলাত ঈসা মসীহের নির্দোষিতা ঘোষণা করলেন।

১৯:৭ ব্যবস্থা অনুসারে। স্পষ্টত কুফরী করার শাস্তির কথা বলা হচ্ছে (লেবীয় ২৪:১৬)।

১৯:৮ আরও ভয় পেলেন। পীলাত সত্যিকারভাবে একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং এই হুমকি তাঁকে ভীত করেছিল।

১৯:৯ ঈসা তাকে কোন জবাব দিলেন না। কারণটি পরিষ্কার নয়, কিন্তু ঈসা অন্যান্য প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব দিয়েছিলেন। হয়তো পীলাত উত্তরটি বুঝতে পারবেন না অথবা বিশ্বাস করবেন না বলেই ঈসা তাকে জবাব দেন নি।

১৯:১০ ক্ষমতা আমার আছে। পীলাত তাঁর কর্তৃত্ব সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন ঈসাকে ক্রুশে দেয়ার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বের কথা নির্দেশ করে।

১৯:১১ উপর থেকে। সকল পার্থিব কর্তৃত্ব চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে।

তারই গুনাহ্‌ বেশি। কায়াফার গুনাহ্‌; এহুদার নয়, যে কেবল উপকরণ হিসেবে কাজ করছে। তবে ‘বেশি’ শব্দটি যুক্ত করায় এটি স্পষ্ট হয় যে, পীলাতও গুনাহ্‌ করেছিলেন।

সম্রাটের বন্ধু। কিছু কিছু লোকের “সম্রাটের বন্ধু” নামের সরকারী পদমর্যাদা ছিল; কিন্তু সম্ভবত পরিভাষাটি এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। পীলাতকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে, যদি তিনি ঈসাকে ছেড়ে দেন তাহলে সম্রাটের কাছে পীলাতের নামে অভিযোগ করা হবে।

১৯:১৩ শিলাস্তরণ। হিব্রু ভাষায় *গব্বথা* নামে পরিচিতি স্থান, যার অর্থ ‘পাহাড়ের সন্তান’।

১৯:১৪ আয়োজন দিন। স্বাভাবিকভাবে শুক্রবারে লোকেরা বিশ্রামবারের জন্য প্রস্তুতি নিত। এখানে বিশেষভাবে ঈদুল ফেসাখের সপ্তাহের শুক্রবারের কথা বোঝানো হয়েছে।

ছয় ঘটিকা। সম্ভবত সকাল ৬টা। মার্ক ১৫:২৫ আয়াত

ইউহোন্না

সাহাবী বড় ইয়াকুবের ভাই, মথি ৪:২১; ১০:২; মার্ক ১:১৯; ৩:১৭; ১০:৩৫। তিনি সিবদিয় ও শালোমীর কনিষ্ঠ পুত্র, মথি ৪:২১; ২৭:৫৬; মার্ক ১৫:৪০। তিনি বৈৎসৈদায় জন্মগ্রহণ করেন। দৃশ্যত তাঁর পিতা বেশ ধনী ছিলেন, মার্ক ১:২০; লূক ৫:৩; ইউ ১৯:২৭। ইহুদী যুবকদের জন্য যে সমস্ত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল তিনি নিঃসন্দেহে তার সবগুলোতেই শিক্ষিত ছিলেন। বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে তিনি গালীল হ্রদে মাছ ধরার পেশা গ্রহণ করেন। বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার তবলিগে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। সেখানে তিনি এই ঘোষণা শোনেন: "ঐ দেখ আল্লাহ্‌র মেষশাবক," এবং তক্ষুণি ঈসা মসীহের আহ্বানে তাঁর সাহাবী হিসেবে যোগ দেন। তিনি ছিলেন ঈসা মসীহের খুব কাছের মানুষ, মার্ক ৫:৩৭; মথি ১৭:১; ২৬:৩৭; মার্ক ১৩:৩। তাঁকে মসীহ্‌ খুব মহব্বত করতেন। স্বভাবগত উদ্দীপনা এবং ঐকান্তিকতার জন্য তিনি "*বোয়ানের্গিস*" অর্থাৎ "বজ্রধ্বনির পুত্র" উপাধি পান, মার্ক ৩:১৭। মসীহ্‌কে বন্দী করার পর অন্য সাহাবীরা দ্রুত পালিয়ে গেলেও তিনি এবং পিতর মসীহ্‌কে অনুসরণ করেন মহা-ইমামের উঠানে এবং সেখান থেকে রাজবাড়িতে প্রবেশ করেন, ইউ ১৮:১৬, ১৯,২৮। এরপর তিনি মসীহ্‌কে ক্রুশে দেওয়ার স্থান পর্যন্ত যান, ইউ ১৯:২৬,২৭। তাঁর উপরেই মসীহ্‌ তাঁর মা মরিয়মকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন। মগ্‌দলীনী মরিয়ম সর্বপ্রথম তাঁকে এবং পিতরকে মসীহের পুনরুত্থানের সংবাদ জানান এবং তাঁরাই প্রথম ঈসার শূন্য কবরে যান, ইউ ২০:২। পুনরুত্থানের পর গালীল সমুদ্রের তীরে ঈসা মসীহ্‌ তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন, ইউ ২১:১,৭। এরপরে প্রায়ই আমরা পিতর ও ইউহোন্নাকে এক সঙ্গে দেখতে পাই, প্রেরিত ৩:১; ৪:১৩। ইউহোন্না জেরুশালেম মণ্ডলীর প্রধান ছিলেন, প্রেরিত ১৫:৬; গালা ২:৯। এশিয়াস্থ সপ্তমণ্ডলী তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল, প্রকা ১:১১। তিনি অনেক নির্যাতিত হন এবং পাট্‌ম দ্বীপে নির্বাসিত হন, প্রকা ১:৯। পরবর্তীতে তিনি ইফিষে আসেন এবং সম্ভবত সেখানেই তিনি ৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর সকল বন্ধুদের এবং সহচরদের চেয়ে বেশি দিন বেঁচে ছিলেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- ঈসার সাহাবী হওয়ার আগে বাপ্তিস্মদাতা ইয়াহিয়ার সাহাবী ছিলেন।
- ১২ জন সাহাবীর ১ জন ছিলেন এবং পিতর ও ইয়াকুবের সাথে প্রধান ৩ জন সাহাবীর ১ জন ছিলেন।
- ইঞ্জিল শরীফের এই কিতাবগুলো রচনা করেছেন: ইউহোন্না লিখিত সুসমাচার; ইউহোন্না লিখিত ১ম, ২য় ও ৩য় পত্র।

দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- ইয়াকুবের সাথে করে নিজের আক্রোশ ও বদমেজাজ প্রকাশ করতে চেয়েছেন বেশ কয়েকবার।
- ঈসার রাজ্যে একটি বিশেষ স্থান দাবী করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- যারা উপলব্ধি করে যে, তাদেরকে কতটা ভালবাসা হয়েছে, তারা আরও বেশি ভালবাসতে সক্ষম হয়।
- আল্লাহ্‌ যখন একটি জীবনকে পরিবর্তিত করেন, তিনি তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে কেড়ে নেন না, বরং তাঁর নিজ সেবায় আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **পেশা:** জেলে, সাহাবী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: সিবদিয়, মা: শালোমী, ভাই: ইয়াকুব।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** ঈসা মসীহ্‌, পীলাত, হেরোদ আন্তিপাস।

মূল আয়াত: "প্রিয়তমেরা, আমি তোমাদের কাছে কোন নতুন হুকুমের কথা লিখছি না; বরং এমন এক পুরানো হুকুমের কথা লিখছি, যা তোমরা আদি থেকে পেয়েছ; তোমরা যে কালাম শুনেছ, তা-ই এই পুরানো হুকুম। আবার আমি তোমাদের কাছে একটি নতুন হুকুমের কথা লিখছি, তা তাঁর ও তোমাদের মধ্যে দেখা গেছে; কারণ অন্ধকার ঘুঁচে যাচ্ছে এবং প্রকৃত নূর এখন প্রকাশ পাচ্ছে।" (১ ইউ ২:৭,৮)

১৬ তখন তিনি ঈসাকে তাদের হাতে তুলে
দিলেন, যেন তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়।

ক্রুশের উপর ঈসা মসীহ্‌

১৭ তখন তারা ঈসাকে নিল; এবং তিনি নিজে
ক্রুশ বহন করতে করতে বের হয়ে মাথার খুলি
নামক স্থানে গেলেন। ইবরানী ভাষায় সেই
স্থানকে গল্‌গথা বলে। ১৮ সেখানে তারা তাঁকে
ক্রুশে দিল এবং তাঁর সঙ্গে আর দুই জনকে দুই
পাশে ও মধ্যস্থানে ঈসাকে দিল। ১৯ আর পীলাত
একখানি দোষপত্র লিখে ক্রুশের উপরিভাগে
লাগিয়ে দিলেন। তাতে এই কথা লেখা ছিল,
‘নাসরতীয় ঈসা, ইহুদীদের বাদশাহ্‌।’ ২০ তখন
ইহুদীরা অনেকে সেই দোষপত্র পাঠ করলো,
কারণ যেখানে ঈসাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল,
সেই স্থান নগরের সন্নিকট এবং সেটি ইবরানী,
রোমীয় ও গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল। ২১ অতএব
ইহুদীদের প্রধান ইমামেরা, পীলাতকে বললো,
‘ইহুদীদের বাদশাহ্‌,’ এমন কথা লিখবেন না,
কিন্তু লিখুন যে, এই ব্যক্তি বলতো, আমি
ইহুদীদের বাদশাহ্‌।’ ২২ পীলাত জবাবে বললেন,
যা লিখেছি, তা লিখেছি।
২৩ ঈসাকে ক্রুশে দেবার পরে সৈন্যেরা তাঁর
কাপড়গুলো নিয়ে চার ভাগ করে প্রত্যেক সৈন্যকে
এক এক ভাগ দিল এবং জামাও নিল; ঐ জামায়
কোন সেলাই ছিল না, উপর থেকে সমস্তটাই

[১৯:১৬] মথি ২৭:২৬; মার্ক ১৫:১৫; লূক ২৩:২৫।
[১৯:১৭] পয়দা ২২:৬; লূক ১৪:২৭; ২৩:২৬; ২৩:৩৩; ইউ ৫:২।
[১৯:১৮] লূক ২৩:৩২।
[১৯:১৯] মার্ক ১:২৪।
[১৯:২০] ইব ১৩:১২।
[১৯:২৪] মথি ১:২২; জবুর ২২:১৮।
[১৯:২৫] মথি ২৭:৫৫,৫৬; ১২:৪৬; লূক ২৪:১৮।
[১৯:২৬] মথি ১২:৪৬; ইউ ১৩:২৩।
[১৯:২৮] ইউ ১৩:১।
[১৯:২৯] জবুর ৬৯:২১।
[১৯:৩০] লূক ১২:৫০।

বোনা ছিল। ২৪ অতএব তারা পরস্পর বললো,
এটি চিরব না, এসো, আমরা গুলিবাঁট করে
দেখি, এটি কার হবে; যেন পাক-কিতাবের এই
কালাম পূর্ণ হয়,
“তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড়গুলো ভাগ
করলো,
আর আমার কাপড়ের জন্য গুলিবাঁট করলো।”
২৫ বাস্তবিক সৈন্যরা তা-ই করলো। আর ঈসার
ক্রুশের কাছে তাঁর মা ও তাঁর মায়ের বোন,
ক্লোপার (স্ত্রী) মরিয়ম এবং মগ্‌দলিনী মরিয়ম,
এঁরা দাঁড়িয়েছিলেন।
২৬ ঈসা তাঁর মাকে দেখে এবং যাঁকে মহব্বত
করতেন, সেই সাহাবী কাছে দাঁড়িয়ে আছেন
দেখে মাকে বললেন, হে নারী, ঐ দেখ, তোমার
পুত্র। ২৭ পরে তিনি সেই সাহাবীকে বললেন, ঐ
দেখ তোমার মা। তাতে সেই সময় থেকে ঐ
সাহাবী তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।
২৮ এর পরে ঈসা, সমস্তই এখন সমাপ্ত হল
জেনে পাক-কিতাবের কালাম যেন সিদ্ধ হয়,
এজন্য বললেন, ‘আমার পিপাসা পেয়েছে’।
২৯ সেই স্থানে সিরকায় পূর্ণ একটি পাত্র ছিল;
তাতে লোকেরা সিরকায় পূর্ণ একটি স্পঞ্জ
এসোব নলে লাগিয়ে তাঁর মুখের কাছ ধরলো।
৩০ সিরকা গ্রহণ করার পর ঈসা বললেন, ‘সমাপ্ত
হল’; পরে মাথা নত করে রূহ্‌ সমর্পণ করলেন।

অনুসারে ঈসাকে সকাল ন'টার সময় ক্রুশে দেওয়া হয়। ইউহোন্না রোমীয় মান অনুসারে সময় উল্লেখ করেছেন, যে মান অনুসারে পীলাতের সামনে মসীহের বিচার সম্পন্ন হয় সকাল ৬টায় এবং তাঁকে ক্রুশারোপিত করা হয় সকাল ৯টায়; ইহুদী মান অনুসারে তৃতীয় প্রহর (মার্ক ১৫:৩৩ দেখুন)।

দেখ, তোমাদের বাদশাহ্‌। পীলাত সম্বোধনটি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে না করলেও, নিজের অজান্তেই তিনি এক অকাট্য সত্য ঘোষণা করেছেন।

১৯:১৭ ক্রুশ। প্রচলিত ✝ আকৃতির ক্রুশ।

নিজে ক্রুশ বহন করতে করতে ... গেলেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি দণ্ডাদেশ কার্যকর করার স্থান পর্যন্ত তার ক্রুশের কাঠ বহন করতো। পথের মাঝে ঈসা ক্রুশ বহন করতে অসমর্থ হয়ে পড়ায় কুরীণীয় শিমোন ঈসা মসীহের ক্রুশ তুলে নিয়েছিলেন এবং পথের শেষ পর্যন্ত তা বহন করেছিলেন (মার্ক ১৫:২১ দেখুন)।

গল্‌গথা। হিব্রু নাম; গ্রীক ভাষায় এর নাম ‘কালভেরি’, যার অর্থ ‘মাথার খুলির পাহাড়’।

১৯:১৮ দুই পার্শ্বে দুইজনকে। সম্ভবত মসীহ্‌কে চূড়ান্তভাবে অপমান করার জন্য এই দুই জঘন্য অপরাধীকে ঈসা মসীহের দুই পাশে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল।

১৯:১৯ একখানি দোষপত্র। অপরাধ উল্লেখকারী এক খণ্ড কাগজ বা কাঠের টুকরো, যেখানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির অপরাধের বিবরণ লিখে তার ক্রুশে লাগিয়ে দেওয়া হত।

১৯:২০ হিব্রু, রোমীয় ও গ্রীক। হিব্রু ছিল তৎকালীন ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত অন্যতম প্রধান ভাষা। রোমীয় বা ল্যাটিন ছিল রোমের সরকারী ভাষা। গ্রীক ছিল বিশ্বজনীন যোগাযোগের জন্য প্রচলিত ভাষা।

১৯:২৩ জামায়। এক ধরনের আলখেল্লা জাতীয় পোশাক, যা গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত বা গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ছিল। এর কোন সেলাই থাকতো না, অর্থাৎ একাধারে পুরো পোশাকটি বোনা হত।

১৯:২৫ ক্লোপার স্ত্রী মরিয়ম। ইঞ্জিল শরীফের শুধুমাত্র এই স্থানে তার নাম উল্লিখিত হয়েছে। খুব সম্ভবত তিনি ঈসা মসীহের মা মরিয়মের বোন ছিলেন।

মগ্‌দলিনী মরিয়ম। চারটির সবক'টি সুসমাচারে ক্রুশারোপণ ও পুনরুত্থানে তাঁকে দেখা যায়, কিন্তু এ ছাড়া আমরা তাঁর সম্পর্কে কেবল লূক ৮:২-৩ আয়াতে দেখতে পাই। এখানে ঈসা মসীহের মা মরিয়মও ছিলেন।

১৯:২৬ যাঁকে মহব্বত করতেন। ইউহোন্না।

১৯:২৭ তাঁকে আপন গৃহে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিলেন।

১৯:২৯ সিরকা। সস্তা মদের মত সাধারণ পানীয়।

স্পঞ্জ। ক্রুশের উপর কাউকে পানীয় দিতে হলে স্পঞ্জে ভিজিয়ে তা ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির মুখে তুলে দেওয়া হত।

এসোব নল। এক প্রকার সুগন্ধি গাছ, যার শাখা সোজা ও সরু; এই গাছে সাদা ফল হয়। এর খসখসে পাতা ও শাখা তরল পদার্থ সহজে ধরে রাখতে পারে এবং তা পবিত্রকরণ অনুষ্ঠানে তরল পদার্থ বা পানীয় ছিটানোর জন্য খুবই উপযোগী ছিল।

১৯:৩০ সমাপ্ত হল। প্রচলিত ধারণা অনুসারে ঈসা উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে এই কথা উচ্চারণ করেছিলেন। ঈসা বিজয়ীর মত মারা গেলেন এবং তিনি যা করতে এসেছিলেন, তা সমাপ্ত করলেন।

রূহ্‌ সমর্পণ করলেন। শারীরিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেন।

BACIB International Bible CHURCH

মগ্দলীনী মরিয়ম

টিবেরিয়াস বা গালীল সাগরের পশ্চিম প্রান্তবর্তী মগ্দলা গ্রামের অধিবাসী হওয়ায় তাঁকে এই নামে ডাকা হত। তিনি ছিলেন প্রভু ঈসা মসীহের একজন উম্মত। তাঁর ভেতর থেকে ৭টি বদ-রূহ্ বের করা হয়; সে কারণে নাজাতদাতার প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা, যা তাঁকে ঈসার উম্মত হতে উৎসাহিত করে। তিনি আরও কয়েকজন নারীর সাথে জেরুশালেমে ঈসার শেষ যাত্রা পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করেন। তাঁরা ঈসার ক্রুশারোপণের পুরোটা সময় খুব কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ৩ দিন পরে সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরবেলায় শালোমী এবং ইয়াকুবের মা মরিয়মের সঙ্গে তিনি ঈসার দেহে লেপন করার জন্য সুগন্ধিদ্রব্য নিয়ে কবরের কাছে আসেন। কিন্তু তাঁরা শূন্য কবর এবং বেহেশতী ফেরেশতাকে দেখতে পান। তিনি দ্রুত ফিরে এসে পিতর এবং ইউহোন্নাকে সংবাদ দেন। এরপর তাঁরা সকলে মিলে দৌড়ে কবরের কাছে আসেন। সেখানে পুনরুত্থিত ঈসা তাঁকে দর্শন দেন। ধারণা করা হয় যে, প্রথম জীবনে এই মরিয়ম ছিলেন একজন গুনাহ্‌গার, নারী এবং ঈসা মসীহের সংস্পর্শে এসে তিনি নাজাত লাভ করেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:
- মসীহ্ ও তাঁর সাহাবীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে সহযোগিতা করেছেন।
- ঈসার মৃত্যুর সময় তাঁর ক্রুশের পাশে থাকা হাতে গোণা সাহাবীদের মধ্যে একজন।
- সর্বপ্রথম পুনরুত্থিত ঈসা মসীহের দর্শন পান।

দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:
- ঈসা মসীহ্ তাঁর মধ্য থেকে সাতটি বদ-রূহ্ তাড়িয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:
- যারা বাধ্য থাকে, তারা বেহেশতী জ্ঞানে বৃদ্ধি লাভ করে।
- ঈসা মসীহের পরিচর্যা কাজে নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- ঈসা তাঁর সাহাবীদের মধ্যে নারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কারণ তাদেরকেও আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি বহন করে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- **কোথায়:** মগ্দলা, জেরুশালেম
- **পেশা:** অজানা; তবে সম্ভবত তিনি বেশ ধনী ছিলেন।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** ঈসা মসীহ্, ১২ জন সাহাবী, মরিয়ম, মার্থা, লাসার, ঈসার মা মরিয়ম।

মূল আয়াত: "সপ্তাহের প্রথম দিনে ঈসা খুব ভোরে পুনরুত্থিত হলে পর প্রথমে সেই মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দিলেন, যাঁর মধ্য থেকে তিনি সাতটি বদ-রূহ্ ছাড়িয়েছিলেন।" (মার্ক ১৬:৯)

মগ্দলীনী মরিয়মের কাহিনী মথি ২৭, ২৮ অধ্যায়; মার্ক ১৫, ১৬ অধ্যায়; লূক ২৩, ২৪ অধ্যায় এবং ইউ ১৯, ২০ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এছাড়া লূক ৮:২ আয়াতের তাঁর নাম পাওয়া যায়।

ঈসা মসীহের পাঁজর বিদ্ধ করা

৩১ সেদিন আয়োজন দিন, অতএব বিশ্রামবারে
সেই দেহগুলো যেন ক্রুশের উপরে না থাকে–
কেননা ঐ বিশ্রামবার মহাদিন ছিল– এজন্য
ইহুদীরা পীলাতের কাছে নিবেদন করলো, যেন
তাদের পা ভেঙ্গে তাদেরকে অন্য স্থানে নিয়ে
যাওয়া হয়। ৩২ অতএব সৈন্যেরা এসে ঐ প্রথম
ব্যক্তির এবং তার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ অন্য ব্যক্তির
পা ভাঙ্গল; ৩৩ কিন্তু তারা যখন ঈসার কাছে এসে
দেখলো যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন, তখন তাঁর
পা ভাঙ্গল না। ৩৪ কিন্তু এক জন সৈন্য বর্শা দিয়ে
তাঁর পাঁজরে খোঁচা মারল; আর তাতে তখনই
সেখান থেকে রক্ত ও পানি বের হয়ে আসল।
৩৫ যে ব্যক্তি দেখেছে, সে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং
তার সাক্ষ্য যথার্থ; আর সে জানে যে, সে সত্যি
বলছে, যেন তোমরাও বিশ্বাস কর। ৩৬ কারণ
এসব ঘটলো, যেন পাক-কিতাবের এই কালাম
পূর্ণ হয়,

"তাঁর একখানি অস্থিও ভাঙ্গা হবে না।"

৩৭ আবার পাক-কিতাবের আর একটি কথা
এই,

"তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে,
তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে।"

ঈসা মসীহের কবর

৩৮ এর পরে অরিমাথিয়ার ইউসুফ– যিনি
ঈসার সাহাবী ছিলেন, কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে
গুপ্তভাবেই ছিলেন– তিনি পীলাতকে নিবেদন
করলেন, যেন তিনি ঈসার লাশ নিয়ে যেতে
পারেন। পীলাত অনুমতি দিলে পর তিনি এসে
ঈসার লাশ নিয়ে গেলেন। ৩৯ আর যিনি প্রথমে
রাতের বেলায় তাঁর কাছে এসেছিলেন, সেই
নীকদীমও গন্ধরসে মিশানো অনুমান পঞ্চাশ সের
অগুরু নিয়ে আসলেন। ৪০ তখন তাঁরা ঈসার
লাশ নিয়ে ইহুদীদের কবর দেবার রীতি অনুযায়ী
ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে মসীনার কাপড় দিয়ে
বাঁধলেন। ৪১ আর যে স্থানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া
হয়, সেই স্থানে একটি বাগান ছিল, সেই
বাগানের মধ্যে এমন একটি নতুন কবর ছিল,
যার মধ্যে কাউকেও কখনও রাখা হয় নি।
৪২ অতএব ঐ দিন ইহুদীদের আয়োজন দিন
বলে, তাঁরা সেই কবরের মধ্যে ঈসাকে রাখলেন,
কেননা সেই কবর কাছেই ছিল।

ঈসা মসীহের পুনরুত্থান

২০ ১ সপ্তাহের প্রথম দিন খুব ভোরে
অন্ধকার থাকতে থাকতে মগ্দলীনী
মরিয়ম কবরের কাছে গেলেন, আর দেখলেন,
কবর থেকে পাথরখানি সরানো হয়েছে। ২ তখন
তিনি দৌড়ে শিমোন পিতরের কাছে এবং ঈসা
যাকে মহব্বত করতেন, সেই অন্য সাহাবীর
কাছে আসলেন, আর তাঁদেরকে বললেন, লোকে
প্রভুকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে; তাঁকে
কোথায় রেখেছে, আমরা জানি না। ৩ অতএব

[১৯:৩১] দ্বি:বি: ২১:২৩; ইউসা ৮:২৯; ১০:২৬,২৭।
[১৯:৩৪] জাকা ১২:১০; প্রকা ১:৭; ১ইউ ৫:৬,৮।
[১৯:৩৫] লূক ২৪:৪৮।
[১৯:৩৬] মথি ১:২২; হিজ ১২:৪৬; শুমারী ৯:১২; জবুর ৩৪:২০।
[১৯:৩৭] জাকা ১২:১০; প্রকা ১:৭।
[১৯:৩৮] ইউ ৭:১৩।
[১৯:৩৯] ইউ ৩:১; ৭:৫০।
[১৯:৪০] লূক ২৪:১২; ইউ ১১:৪৪; ২০:৫,৭; মথি ২৬:১২।
[১৯:৪২] আঃ ১৪,৩১।
[২০:১] লূক ৮:২; ইউ ১৯:২৫; মথি ২৭:৬০,৬৬।
[২০:২] ইউ ১৩:২৩।
[২০:৩] লূক ২৪:১২।

১৯:৩১ ঐ বিশ্রামবার মহাদিন। যে বিশ্রামবার ঈদুল ফেসাখের সময়ে পড়ে। ঈদুল ফেসাখের ভোজ খাওয়া হত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়; শুক্রবার ছিল আয়োজন দিন এবং শনিবার ছিল বিশ্রাম-বার।

পা ভেঙ্গে। এই প্রক্রিয়ায় ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যুকে তরান্বিত করা হত, কারণ পা ভেঙ্গে দিলে ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তি পায়ের উপর ভর রাখতে পারবে না এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুত মৃত্যু ঘটবে।

১৯:৩৪ তাঁর পাঁজরে খোঁচা মারল। অর্থাৎ বুকে বর্শা বিদ্ধ করলো। সম্ভবত মসীহের মৃত দ্বিগুণ নিশ্চিত করার জন্য এই কাজ করা হয়েছিল; কাজটি ছিল অত্যন্ত পাশবিক।

রক্ত ও পানি। বুকে বর্শা বিদ্ধ করার কারণে ফুসফুস ফুটো হয়ে গিয়েছিল, এ কারণে রক্তের পাশাপাশি পানিও বের হয়েছিল।

১৯:৩৫ যে ব্যক্তি দেখেছে। এই ব্যক্তি ইউহোন্না নিজে হতে পারেন বা এমন কোন একজন ব্যক্তি হতে পারেন, যাকে তিনি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন।

১৯:৩৬ তাঁর একখানি অস্থিও ভগ্ন হবে না। পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আশ্চর্যজনকভাবে তিনজনের মধ্যে শুধুমাত্র ঈসার পা ভাঙ্গা হয় নি, অর্থাৎ তাঁর অস্থি ভগ্ন হয় নি।

১৯:৩৮ ইউসুফ। ঈসা মসীহের একজন ধনী সাহাবী (মথি ২৭:৫৭) এবং মহাসভার একজন সদস্য, যিনি ঈসা মসীহের শাস্তি বিধানে রাজী হন নি (লূক ২৩:৫১)।

গুপ্ত ভাবেই ছিলেন। প্রকাশ্যে ঈসা মসীহের পক্ষ সমর্থন করা মহাসভার একজন সদস্যের জন্য কঠিন ছিল। ঈসা মসীহের ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সকলে পালিয়ে গেলেও তাঁর গুপ্ত অনুসারী ইউসুফ ও নীকদীম তাঁর প্রতি শেষ দায়িত্ব পালন করার জন্য এগিয়ে আসলেন।

১৯:৩৯ নীকদীম। প্রথম ফরীশী, যার সাথে ঈসা মসীহ্ একাকী কথোপকথন করেছিলেন।

পঞ্চাশ সের। প্রচুর পরিমাণ সুগন্ধি দ্রব্য, যা সাধারণত রাজকীয় দাফনের সময় ব্যবহার করা হত (২ খান্দান ১৬:১৪ দেখুন)।

১৯:৪০ মসীনার কাপড়। ব্যান্ডেজের মত পাতলা কাপড়, যা দিয়ে সাধারণত মৃতদেহ জড়ানো হত।

১৯:৪১ নতুন কবর। ইউসুফের নিজের কবর (মথি ২৭:৬০ দেখুন)।

১৯:৪২ সেই কবরের মধ্যে ঈসাকে রাখলেন। দ্রুত দাফনের কাজ শেষ করার প্রয়োজন ছিল, কারণ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্রামবার শুরু হয়ে যাবে এবং তখন আর কোন কাজ করা যাবে না।

২০:১ খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে। মার্ক বলেছেন, 'সূর্য উদিত হলে' (মার্ক ১৬:২)। সম্ভবত ইউহোন্না ঘর থেকে বের হওয়ার সময় উল্লেখ করেছেন এবং মার্ক কবরের কাছে উপস্থিত হওয়ার সময় উল্লেখ করেছেন।

২০:২ শিমোন পিতরের কাছে। মসীহ্‌কে অস্বীকার করা সত্ত্বেও পিতর তখন পর্যন্ত সাহাবীদের মাঝে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি ছিলেন।

আমরা। মগ্দলীনী মরিয়মের সাথে যে আরও স্ত্রীলোকেরা ছিলেন সে ব্যাপারে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে (মথি ২৮:১; মার্ক

পিতর ও সেই অন্য সাহাবী বের হয়ে কবরের
কাছে যেতে লাগলেন। ৪ তাঁরা দু'জন একসঙ্গে
দৌড়ে আসলেন, আর সেই অন্য সাহাবী
পিতরকে পিছনে ফেলে আগে কবরের কাছে
উপস্থিত হলেন; ৫ এবং হেঁট হয়ে ভিতরে চেয়ে
দেখলেন, কাপড়গুলো পড়ে রয়েছে, তবুও
ভিতরে প্রবেশ করলেন না। ৬ শিমোন পিতরও
তাঁর পিছনে পিছনে আসলেন, আর তিনি কবরে
প্রবেশ করলেন; এবং দেখলেন, কাপড়গুলো
পড়ে রয়েছে, ৭ আর যে রুমালখানি তাঁর মাথার
উপরে ছিল, তা সেই কাপড়ের সঙ্গে নেই, স্বতন্ত্র
একটি স্থানে গুটিয়ে রাখা হয়েছে। ৮ পরে সেই
অন্য সাহাবী, যিনি কবরের কাছে প্রথমে
এসেছিলেন, তিনিও ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং
দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। ৯ কারণ এই পর্যন্ত
তাঁরা পাক-কিতাবের এই কথা বুঝেন নি যে,
মৃতদের মধ্যে থেকে তাঁকে উঠতে হবে। ১০ পরে
ঐ দুই সাহাবী আবার স্বস্থানে চলে গেলেন।

মগ্দলিনী মরিয়মকে দেখা দেওয়া

১১ কিন্তু মরিয়ম কাঁদতে কাঁদতে বাইরে
কবরের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং কাঁদতে
কাঁদতে হেঁট হয়ে কবরের ভিতরে দৃষ্টিপাত
করলেন; ১২ আর দেখলেন, সাদা কাপড় পরা
দু'জন ফেরেশতা ঈসার লাশ যে স্থানে রাখা
হয়েছিল, এক জন তাঁর মাথার দিকে, অন্য জন
পায়ের দিকে বসে আছেন। ১৩ তাঁরা তাঁকে
বললেন, নারী, কাঁদছো কেন? তিনি তাঁদেরকে
বললেন, লোকে আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে;
কোথায় রেখেছে, জানি না। ১৪ এই বলে তিনি
পিছনের দিকে ফিরলেন, আর দেখলেন, ঈসা
দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু চিনতে পারলেন না যে,
তিনি ঈসা। ১৫ ঈসা তাঁকে বললেন, নারী,
কাঁদছো কেন? কার খোঁজ করছো? তিনি তাঁকে
বাগানের মালি মনে করে বললেন, হুজুর, আপনি
যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন, আমায় বলুন
কোথায় রেখেছেন; ১৬ আমিই তাঁকে নিয়ে যাব।
ঈসা তাঁকে বললেন, মরিয়ম। তিনি ফিরে
ইবরানী ভাষায় তাঁকে বললেন, রব্বূণি! এর অর্থ
'হে গুরু'। ১৭ ঈসা তাঁকে বললেন, আমাকে
স্পর্শ করো না, কেননা এখনও আমি উর্ধ্বে
পিতার কাছে যাই নি; কিন্তু তুমি আমার ভাইদের
কাছে গিয়ে তাদেরকে বল, যিনি আমার পিতা ও
তোমাদের পিতা এবং আমার আল্লাহ্‌ ও
তোমাদের আল্লাহ্‌, তাঁর কাছে আমি উর্ধ্বে
যাচ্ছি। ১৮ তখন মগ্দলীনী মরিয়ম সাহাবীদের
কাছে গিয়ে এই সংবাদ দিলেন, আমি প্রভুকে
দেখেছি, আর তিনি আমাকে এই কথা বলেছেন।

ঈসা মসীহ্‌ সাহাবীদের দেখা দেন

১৯ সেদিন সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হলে,
সাহাবীরা যেখানে ছিলেন, সেই স্থানের
দরজাগুলো ইহুদীদের ভয়ে বন্ধ ছিল; এমন
সময়ে ঈসা এসে মধ্যস্থানে দাঁড়ালেন এবং
তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের শান্তি হোক;
২০ এই বলে তিনি তাঁদেরকে তাঁর দুই হাত ও
পাঁজর দেখালেন। অতএব প্রভুকে দেখতে পেয়ে
সাহাবীরা আনন্দিত হলেন। ২১ তখন ঈসা

[২০:৫] ইউ ১৯:৪০।
[২০:৭] ইউ ১১:৪৪।
[২০:৯] মথি ২২:২৯; লূক ২৪:২৬,৪৬; প্রেরিত ২:২৪।
[২০:১২] মথি ২৮:২,৩; মার্ক ১৬:৫; লূক ২৪:৪; প্রেরিত ১:১০; ৫:১৯; ১০:৩০।
[২০:১৪] মার্ক ১৬:৯; লূক ২৪:১৬।
[২০:১৬] মথি ২৩:৭।
[২০:১৭] মথি ২৮:১০।
[২০:১৮] লূক ২৪:১০,২২,২৩।
[২০:১৯] ১৪:২৭; লূক ২৪:৩৬-৩৯।
[২০:২০] লূক ২৪:৩৯,৪০।
[২০:২১] ১৭:১৮; মথি ২৮:১৯।

১৬:১; লূক ২৪:১০ দেখুন), যদিও ইউহোন্না তাদের পরিচয় দেন নি।

তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমরা জানি না। মসীহ্‌ যে পুনরুত্থিত হতে পারেন, তা মরিয়মের মাথাতেই আসে নি।

২০:৭ গুটিয়ে রাখা হয়েছে। শৃঙ্খলার সাথে গোছানো, কবরে চোর অনুপ্রবেশ করলে সবকিছু যেভাবে তছনছ করে রাখতো সেরকম নয়।

২০:৮ দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। ইউহোন্না বলেন নি যে, তিনি কী বিশ্বাস করলেন; সম্ভবত তিনি ঈসা মসীহের পুনরুত্থানেই বিশ্বাস করেছিলেন।

২০:৯ মৃতদের মধ্যে থেকে তাঁকে উঠতে হবে। পাক-কিতাবের এই ভবিষ্যদ্বাণী মসীহের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেল; আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুসারেই এই ঘটনা ঘটলো (জবুর ১৬:১০)।

২০:১২ দু'জন ফেরেশতা। মথিতে বলা হয়েছে 'প্রভুর এক ফেরেশতা,' মার্কে বলা হয়েছে 'এক জন যুবক' এবং লূক বলেছেন 'উজ্জ্বল পোশাক পরিহিত দুই পুরুষ'।

২০:১৪ চিনতে পারলেন না যে, তিনি ঈসা। অনেকেই পুনরুত্থিত ঈসাকে প্রথম দেখায় চিনতে পারেন নি। হয়তোবা তিনি ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিলেন, কিংবা ইচ্ছা করেই তিনি নিজের চেহারা লুকিয়েছিলেন।

২০:১৬ রব্বূণি!। রব্বি উপাধিটির আরও আন্তরিক সম্বোধন। যদিও শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'হে গুরু' বা 'হে শিক্ষক', তথাপি সে সময় ইহুদীদের মধ্যে মুনাজাতে আল্লাহ্‌কে ডাকা ছাড়া এই শব্দটি তেমন ব্যবহৃত হত না।

২০:১৭ এখনও আমি উর্ধ্বে পিতার কাছে যাই নি। অর্থাৎ মসীহের বেহেশতারোহণের সময় এখনও আসে নি, ঈসাকে আবার দেখার সুযোগ মরিয়মের হবে, তাই তাঁকে নাছোড়বান্দার মত আঁকড়ে রাখার প্রয়োজন নেই। অন্যভাবে বলা যায়, ঈসা মরিয়মকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, পুনরুত্থিত হওয়ার পর পাক-রূহ্‌ ব্যতীত অন্য আর কোন মাধ্যম দিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

২০:১৯ সাহাবীরা। সম্ভবত 'বারোজন' সাহাবী ছাড়াও অন্যান্যদের কথা এখানে বলা হচ্ছে।

তোমাদের শান্তি হোক। ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত স্বাভাবিক সম্ভাষণ জানানোর ভাষা। মসীহ্‌কে ক্রুশারোপণের দিনে তাঁরা যেভাবে তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে করে তাঁরা নিশ্চয়ই তিরস্কার ও নিন্দার আশঙ্কা করছিলেন; কিন্তু ঈসা তাঁদের ভয় দূর করে দিলেন এবং এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজ শান্তি দান করলেন।

২০:২০ দুই হাত ও পাঁজর। যেখানে ক্ষত ছিল। ইউহোন্না পায়ের ক্ষতের উল্লেখ করেন নি। লূক ২৪:৩৭ আয়াত অনুসারে তাঁরা ভূত দেখছেন বলে ভেবেছিলেন; সে কারণেই ঈসা তাঁর মানবীয় চিহ্নগুলো দেখালেন।

আবার তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের শান্তি
হোক; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন,
তেমনি আমিও তোমাদেরকে প্রেরণ করি। ২২ এই
বলে তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর
তাঁদেরকে বললেন, পাক-রূহ্‌ গ্রহণ কর;
২৩ তোমরা যাদের গুনাহ্‌ মাফ করবে, তাদের
গুনাহ্‌ মাফ হবে; যাদের গুনাহ্‌ মাফ করবে না,
তাদের গুনাহ্‌ মাফ হবে না।

থোমার সন্দেহ

২৪ ঈসা যখন এসেছিলেন, তখন থোমা, সেই
বারো জনের এক জন, যাকে দিদুমঃ বলে, তিনি
তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। ২৫ অতএব অন্য সাহ-
াবীরা তাঁকে বললেন, আমরা প্রভুকে দেখেছি।
কিন্তু তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমি যদি তাঁর দুই
হাতে প্রেকের চিহ্ন না দেখি ও সেই প্রেকের স্থানে
আমার আঙ্গুল না দিই এবং তাঁর পাঁজরের মধ্যে
আমার হাত না দিই, তবে কোন মতে বিশ্বাস
করবো না।
২৬ আট দিন পরে তাঁর সাহাবীরা পুনরায়
গৃহমধ্যে ছিলেন এবং থোমা তাদের সঙ্গে
ছিলেন। দ্বারগুলো বন্ধ ছিল, এমন সময়ে ঈসা
এসে তাঁদের মধ্যস্থানে দাঁড়ালেন, আর বললেন,
তোমাদের শান্তি হোক। ২৭ পরে তিনি থোমাকে
বললেন, এই দিকে তোমার আঙ্গুল বাড়িয়ে দাও,
আমার হাত দু'খানি দেখ, আর তোমার হাত
বাড়িয়ে দাও, আমার পাঁজরের মধ্যে দাও এবং
অবিশ্বাস করো না, বিশ্বাস কর। ২৮ থোমা জবাবে
তাঁকে বললেন, প্রভু আমার, আল্লাহ্‌ আমার!
২৯ ঈসা তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে দেখেছ
বলে বিশ্বাস করেছ? ধন্য তারা, যারা না দেখে
বিশ্বাস করে।

এই কিতাবের উদ্দেশ্য

৩০ ঈসা সাহাবীদের সাক্ষাতে আরও অনেক
চিহ্ন-কাজ করেছিলেন; সেসব এই কিতাবে
লেখা হয় নি। ৩১ কিন্তু এসব লেখা হয়েছে, যেন
তোমরা ঈমান আন যে, ঈসা-ই মসীহ্‌, আল্লাহ্‌র
পুত্র, আর ঈমান এনে যেন তাঁর নামে জীবন
পাও।

ঈসা মসীহ্‌ সমুদ্র-তীরে কয়েক জন সাহাবীকে দেখা দেন

২১ ১ তারপর ঈসা টিবেরিয়াস-সমুদ্রের
তীরে আবার সাহাবীদের কাছে নিজেকে
প্রকাশ করলেন; ২ আর তিনি এভাবে নিজেকে
প্রকাশ করলেন। শিমোন পিতর, থোমা, যাঁকে
দিদুমঃ বলে, গালীলের কান্না-নিবাসী নথনেল,
সিবদিয়ের দুই পুত্র এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে
আর দু'জন, এঁরা একত্রে ছিলেন। ৩ শিমোন
পিতর তাঁদেরকে বললেন, আমি মাছ ধরতে
যাই। তাঁরা তাঁকে বললেন, আমরাও তোমার
সঙ্গে যাব। তাঁরা বের হয়ে গিয়ে নৌকায়
উঠলেন, আর সেই রাতে কিছু ধরতে পারলেন
না।
৪ পরে প্রভাত হয়ে আসছে, এমন সময় ঈসা
তীরে দাঁড়ালেন, তবুও সাহাবীরা চিনতে
পারলেন না যে, তিনি ঈসা। ৫ ঈসা তাঁদেরকে
বললেন, সন্তানেরা, তোমাদের কাছে কি কিছু
খাবার আছে? তাঁরা জবাবে বললেন, না।
৬ তখন তিনি তাদেরকে বললেন, নৌকার ডান
পাশে জাল ফেল, পাবে। অতএব তাঁরা জাল
ফেললেন এবং এত মাছ ধরা পড়লো যে, তাঁরা
আর তা টেনে তুলতে পারলেন না। ৭ অতএব
ঈসা যাঁকে মহব্বত করতেন, সেই সাহাবী
পিতরকে বললেন, উনি প্রভু। তাতে 'উনি প্রভু'
এই কথা শুনে শিমোন পিতর দেহে কাপড়
জড়ালেন, কেননা তিনি উলঙ্গ ছিলেন এবং
সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। ৮ কিন্তু অন্য সাহ-

[২০:২২] ইউ ৭:৩৯; প্রেরিত ২:৩৮; ৮:১৫-১৭; ১৯:২; গালা ৩:২।
[২০:২৩] মথি ১৬:১৯; ১৮:১৮।
[২০:২৪] ইউ ১১:১৬।
[২০:২৫] মার্ক ১৬:১১।
[২০:২৬] ইউ ১৪:২৭।
[২০:২৭] লূক ২৪:৪০।
[২০:২৯] ইউ ৩:১৫; ১পিতর ১:৮।
[২০:৩০] ইউ ২:১১; ২১:২৫।
[২০:৩১] ইউ ৩:১৫; ১৯:৩৫; মথি ৪:৩; ২৫:৪৬।
[২১:১] ইউ ২০:১৯,২৬; ৬:১।
[২১:২] ইউ ১১:১৬; ১:৪৫; ২:১; মথি ৪:২১।
[২১:৩] লূক ৫:৫।
[২১:৪] লূক ২৪:১৬; ইউ ২০:১৪।
[২১:৬] লূক ৫:৪-৭।
[২১:৭] ইউ ১৩:২৩।

২০:২২ পাক-রূহ্‌ গ্রহণ কর। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পাক-রূহ্‌কে গ্রহণ করার জন্য মসীহ্‌ তাঁর সাহাবীদেরকে রূহানিকভাবে প্রস্তুত করে রাখলেন। সম্ভবত এ কারণেই তাঁরা সেই দিনে এতটা ঐকান্তিকভাবে এবাদত ও মুনাজাতে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

২০:২৩ তোমরা যাদের ... মাফ হবে না। সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, সুসমাচার তবলিগকারীদের তবলিগ শুনে যারা তা গ্রহণ করবে, তারা ক্ষমা পাবে এবং যারা তা গ্রহণ করবে না, তারা ক্ষমা পাবে না। তোমরা বলতে এখানে সকল সাহাবী, প্রেরিত, তবলিগকারী এবং পরিচর্যাকারীদেরকে বোঝানো হচ্ছে। মানুষের গুনাহ্‌ ক্ষমা করার নিজস্ব ক্ষমতা নেই। মসীহ্‌তে আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য যে ক্ষমা সাধন করেছেন, তার ভিত্তিতে মানুষ কেবল আল্লাহ্‌র ক্ষমা ঘোষণা করতে পারে। পাক-রূহের অনুপ্রেরণায় চালিত হয়ে মসীহের দূত হিসেবে তাঁরা সারা দুনিয়াতে এই সার্বজনীন ক্ষমার কথা ঘোষণা করবেন।

২০:২৮ প্রভু আমার, আল্লাহ্‌ আমার! ঈমানের এক আন্তরিক প্রকাশভঙ্গি।

২০:২৯ যারা না দেখে বিশ্বাস করে। সম্ভবত এখানে ভবিষ্যৎ যুগের ঈসায়ী ঈমানদারদের কথা বোঝানো হয়েছে।

২০:৩০ সাহাবীদের সাক্ষাতে। তিনি কী কী করেছেন তার সাক্ষ্য দিতে পারে এমন লোকদের সামনে।

২০:৩১ ঈসাই মসীহ্‌, আল্লাহ্‌র পুত্র। ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের মূল বক্তব্য। এই সুসমাচারের সমগ্র অংশ জুড়ে ঈসার মসীহ্‌ত্ব এবং আল্লাহ্‌র পুত্ররূপে তাঁর অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেন পাঠক তা সহজেই বিশ্বাস করতে পারে।

বিশ্বাস করে যেন তাঁর নামে জীবন পাও। ইউহোন্না লিখিত সুসমাচারের আরেকটি উদ্দেশ্য– পাঠকের ভেতরে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করা, যা তাকে অনন্ত জীবনের পথে ধাবিত করবে।

তাঁর নামে। ঈসা মসীহের সমস্ত সত্তা এবং পারিপার্শ্বিকতাকে বোঝানো হয়েছে।

২১:৩ সেই রাত্রিতে। প্রাচীনকালে সাধারণত রাতের বেলায় মাছ ধরতে জেলেরা সবচেয়ে পছন্দ করতো।

২১:৭ দেহে কাপড় জড়ালেন। সম্ভবত পিতর শুধুমাত্র একটি সাধারণ অন্তর্বাস পরা ছিলেন, যা জেলেরা সচরাচর মাছ ধরার সময় পরতো এবং উপরের পোশাক খুলে রাখতো। পিতর তাঁর

াবীরা মাছে পূর্ণ জাল টানতে টানতে ছোট
নৌকাতে করে আসলেন; কেননা তাঁরা স্থল থেকে
দূরে ছিলেন না, অনুমান দুই শত হাত দূরে
ছিলেন।
৯ পারে উঠে তাঁরা দেখতে পেলেন, কয়লার
আগুন রয়েছে ও তাঁর উপরে মাছ আর রুটি
রয়েছে। ১০ ঈসা তাঁদেরকে বললেন, যে মাছ
এখন ধরলে, তার কিছু আন। ১১ শিমোন পিতর
উঠে জাল স্থলে টেনে তুললেন, তা এক শত
তিপ্পান্নটা বড় মাছে পূর্ণ ছিল, আর এত মাছেও
জাল ছিঁড়লো না। ১২ ঈসা তাঁদেরকে বললেন,
এসো, আহার কর। তাতে সাহাবীদের কারো
এমন সাহস হল না যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন,
'আপনি কে?' তাঁরা জানতেন যে, তিনি প্রভু।
১৩ ঈসা এসে ঐ রুটি নিয়ে তাঁদেরকে দিলেন,
আর সেভাবে মাছও দিলেন। ১৪ মৃতদের মধ্য
থেকে উঠলে পর ঈসা এখন এই তৃতীয় বার তাঁর
সাহাবীদেরকে দর্শন দিলেন।

ঈসা মসীহ্‌ পিতরকে হুকুম দেন

১৫ তাঁরা আহার করলে পর ঈসা শিমোন
পিতরকে বললেন, হে ইউহোন্নার পুত্র শিমোন,
এদের চেয়ে তুমি কি আমাকে বেশি মহব্বত
কর? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রভু; আপনি জানেন,
আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি তাঁকে বললেন,
আমার মেষশাবকগুলোকে চরাও। ১৬ পরে তিনি
দ্বিতীয়বার তাঁকে বললেন, হে ইউহোন্নার পুত্র
শিমোন, তুমি কি আমাকে মহব্বত কর? তিনি
বললেন, হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন, আমি
আপনাকে ভালবাসি। তিনি তাঁকে বললেন,
আমার মেষগুলোকে পালন কর। ১৭ তিনি
তৃতীয়বার তাঁকে বললেন, হে ইউহোন্নার পুত্র
শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? পিতর
দুঃখিত হলেন যে, তিনি তৃতীয়বার তাঁকে
বললেন, 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?' আর
তিনি তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনি সকলই
জানেন, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে
ভালবাসি। ঈসা তাঁকে বললেন, আমার
মেষগুলোকে চরাও। ১৮ সত্যি, সত্যি, আমি
তোমাকে বলছি, যখন তুমি যুবক ছিলে, তখন
তুমি তোমার কোমর বাঁধতে এবং যেখানে ইচ্ছা,
বেড়াতে; কিন্তু যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার
হাত বাড়িয়ে দেবে এবং আর এক জন তোমার
কোমর বেঁধে দেবে ও যেখানে যেতে তোমার
ইচ্ছা নেই, সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে।
১৯ এই কথা বলে ঈসা নির্দেশ করলেন যে,
পিতর কি রকম মৃত্যু দ্বারা আল্লাহ্‌র গৌরব
করবেন। এই কথা বলবার পর তিনি তাঁকে
বললেন, আমার পিছনে এসো।

ঈসা মসীহ্‌ ও তাঁর প্রিয় সাহাবীরা

২০ পিতর মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, সেই সাহাবী
পিছনে পিছনে আসছেন, যাঁকে ঈসা মহব্বত
করতেন এবং যিনি রাতের বেলা ভোজের সময়ে
তাঁর বক্ষঃস্থলের দিকে হেলে পড়ে বলেছিলেন,
প্রভু, কে আপনাকে দুশমনদের হাতে তুলে
দেবে? ২১ তাঁকে দেখে পিতর ঈসাকে বললেন,
প্রভু, এর কি হবে? ২২ ঈসা তাঁকে বললেন, আমি
যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে,
তাতে তোমার কি? তুমি আমার পিছনে এসো।
২৩ অতএব ভাইদের মধ্যে এই কথা রটে গেল
যে, সেই সাহাবী মারা যাবেন না; কিন্তু ঈসা
তাঁকে বলেন নি যে, তিনি মারা যাবেন না;
কেবল বলেছিলেন, আমি যদি ইচ্ছা করি, এ

[২১:৯] ইউ ১৮:১৮।
[২১:১৪] ইউ ২০:১৯,২৬।
[২১:১৫] মথি ২৬:৩৩,৩৫; ইউ ১৩:৩৭; লূক ১২:৩২।
[২১:১৬] ২শামু ৫:২; ইহি ৩৪:২; মথি ২:৬; ইউ ১০:১১; প্রেরিত ২০:২৮; ১পিতর ৫:২,৩।
[২১:১৭] ইউ ১৩:৩৮; ১৬:৩০।
[২১:১৯] ইউ ১২:৩৩; ১৮:৩২;১৩:৩৬; ২পিতর ১:১৪; মথি ৪:১৯।
[২১:২০] ইউ ১৩:২৩; ১৩:২৫।
[২১:২২] মথি ১৬:২৭; ৪:১৯।

প্রভুকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য পোশাকটি আবারও গায়ে জড়িয়েছিলেন।

২১:১১ শিমোন পিতর ... টেনে তুললেন। সম্ভবত এখানে আমরা দেখতে পাই যে, পিতর শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, কারণ এর আগে অন্য সকলে মিলে জালটি নৌকায় তুলতে সমর্থ হন নি (আয়াত ৬ দেখুন)।

২১:১৪ তৃতীয় বার। পুনরুত্থানের পর বিভিন্ন ব্যক্তিকে পৃথকভাবে দর্শন দিলেও, একত্রে সকল সাহাবীর কাছে এটাই ছিল মসীহের তৃতীয় দর্শন (২০:১৯-২৩,২৪-২৯ আয়াত দেখুন)।

২১:১৫ এদের অপেক্ষা। সম্ভবত "তুমি কি আমার অন্য সকল সাহাবীর চাইতে আমাকে অধিক মহব্বত কর?" কিংবা "তুমি কি এ সকল পার্থিব ধন সম্পদের চেয়ে আমাকে অধিক মহব্বত কর?" বোঝাতে পারে (অর্থাৎ মাছ ধরার সরঞ্জামের চেয়ে)। পিতরকে এই প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত, কারণ এর আগে তিনি মসীহের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন।

আমার মেষশাবকদেরকে চরাও। সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে, "আমার অনুসারীদের পরিচর্যা কর।" পিতরকে মসীহ্‌ অনুপ্রেরণামূলক চ্যালেঞ্জ হিসেবে এই একই আদেশ ভিন্ন আঙ্গিকে তিনবার দিয়েছেন:- প্রথম ও তৃতীয়বার তিনি বলেছেন 'চরাও', অর্থাৎ 'খাওয়াও', কিন্তু দ্বিতীয়বার তিনি বলেছেন 'পালন কর', যার অর্থ মেষের পরিচর্যামূলক সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা।

২১:১৭ আপনি সকলই জানেন। পিতরের উত্তর মসীহের জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করে; এখানে জানা বলতে অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত জ্ঞান বোঝানো হয়েছে।

২১:১৮ তোমার হস্ত বিস্তার করবে। প্রাথমিক যুগের মণ্ডলী এই উক্তিটিকে পিতরের ক্রুশারোপণের ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে করতেন।

২১:১৯ কী প্রকার মৃত্যু। পিতর যে সাক্ষ্যমর হবেন, তার পূর্বাভাস। প্রচলিত ধারণা অনুসারে তাঁকে উল্টো করে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল।

আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমার কি?
২৪ সেই সাহাবীই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন
এবং এসব লিখেছেন; আর আমরা জানি তাঁর
সাক্ষ্য সত্যি। ২৫ ঈসা আরও অনেক কাজ
করেছিলেন; সেসব যদি এক এক করে লেখা হত, তবে আমার মনে হয়, লিখতে লিখতে এত কিতাব হয়ে উঠতো যে, দুনিয়াতেও তা ধরতো না।

[২১:২৩] প্রেরিত ১:১৬।
[২১:২৪] ইউ ১৫:২৭; ১৯:৩৫।

২১:২৪ সেই সাহাবীই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। স্পষ্টভাবে জানানো হল যে, ইউহোন্নাই হচ্ছেন ঈসা মসীহের সেই প্রিয় সাহাবী, যিনি মসীহের সকল কাজের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।
এসব লিখেছেন। মসীহের প্রিয় সাহাবী ইউহোন্না কেবল প্রত্যক্ষদর্শী নন, সেই সাথে তিনি এই সুসমাচারের প্রকৃত লেখক।
২১:২৫ আরও অনেক কাজ। আমাদের জন্য ঈসা মসীহের যে সকল কাজের কথা জানা অত্যাবশ্যক, সেগুলোকেই লেখক ইউহোন্না বেছে বেছে তাঁর সুসমাচারে সন্নিবেশিত করেছেন।
দুনিয়াতেও তা ধরতো না। ঈসা মসীহ্ তাঁর সমগ্র জীবনে ও পরিচর্যা কাজের বছরগুলোতে যে সকল কথা বলেছেন ও কাজ করেছেন, তার সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করা এক অসম্ভব কাজ ছিল। কিন্তু যা আমাদের জানা দরকার তা আমাদের কাছে এই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রভুর ভোজ থেকে শুরু করে কবরে দাফন করা পর্যন্ত ঈসা মসীহ্ কোথায় কোথায় ছিলেন?

(১) সম্ভবত মার্কের মায়ের বাড়িতে প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে তিনি সেখান থেকে এক মাইল দূরে গেৎশিমানী বাগানে চলে যান।

(২) গেৎশিমানী বাগানে প্রভু ঈসা ২-৩ ঘণ্টা ধরে মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাঁর পিতার কাছে মুনাজাত করেছিলেন। এরপর ইহুদীরা তাঁকে মহা-ইমামের বাড়িতে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। যেখানে প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার পাশেই ছিল মহা ইমামের বাড়ি।

(৩) মহা ইমামের বাড়িতে মাঝরাত থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত ঈসাকে রাখা হয়েছিল। তারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছিল ও তাঁকে অপমান করেছিল। সেই সময় পিতর মসীহ্‌কে তিনবার অস্বীকার করেন।

(৪) এরপর খুব সকালে তারা ঈসাকে মহা-ইমাম কায়াফার কাছ থেকে রোমীয় শাসনকর্তা পীলাতের বাড়িতে নিয়ে যায়। পীলাত ঈসার বিচার করার জন্য তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

(৫) হেরোদের রাজপ্রাসাদের সৈন্যরা তাঁকে অপমান করে। এরপর হেরোদ ঈসাকে পুনরায় পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দেন।

(৬) ঈসাকে পুনরায় পীলাতের প্রাসাদে নিয়ে আসা হয় এবং পীলাত তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করার রায় দেন।

(৭) গল্‌গথা বা মাথার খুলি নামক পাহাড়ের উপরে মসীহ্‌কে নিয়ে যাওয়া হয় ক্রুশে দেওয়ার জন্য। জেরুশালেমের উত্তর দিকের দেয়ালের একটু বাইরেই ছিল পাহাড়টির অবস্থান।

(৮) ঈসা মসীহ্ ক্রুশে তাঁর রূহ্ সমর্পণ করে মৃত্যুবরণ করার পর অরিমাথিয়ার ইউসুফ এসে তাঁর লাশটি নিয়ে যান এবং একটি বাগানে তার নিজের জন্য সংরক্ষিত একটি কবরে মসীহ্‌কে দাফন করেন।